

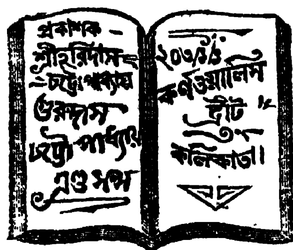
ফুল তাপসী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

অগ্রহায়ণ—১৩২৯

মূল্য এক টাকা

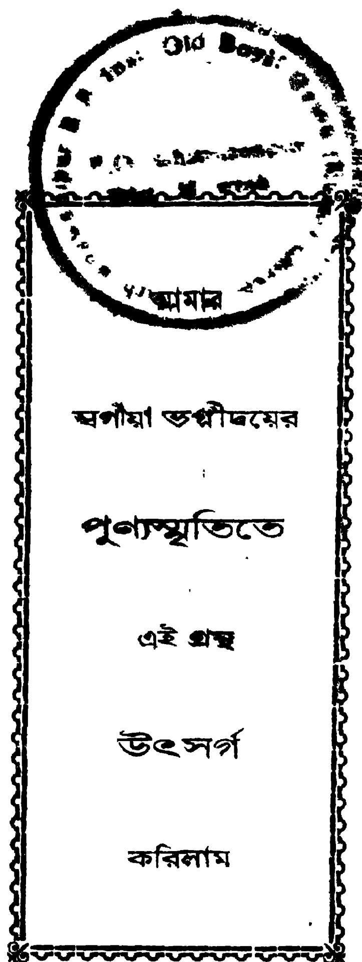


দ্বাদশ সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্র

ভারতবর্ষ প্রিন্টি

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস



স্বর্গীয়া ভগ্নীদ্বয়ের

পুণ্যস্মৃতিতে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ

করিলাম

নিবেদন

নব-বিবাহিতা বঙ্গ-ললনাগণ শ্বশুর-গৃহে আসিয়া যাহাতে শীঘ্রই সকলের প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিত হইল। কুললক্ষ্মী পাঠে যদি একজন বঙ্গ-ললনাও প্রকৃত কুললক্ষ্মী হইতে পারেন, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব, ইতি। ১লা আশ্বিন, ১৩১৭ সাল।

গ্রন্থকারস্য

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ... ...

স্ত্রীলোকের গুণ

সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ... ...

লজ্জা ... ...

বিনয় ... ...

গাম্ভীর্য্য ... ...

সরলতা ... ...

আত্ম-সন্তোষ ... ...

শ্রমশীলতা ... ...

স্নেহ-মমতা ... ...

অতিথি-সেবা ... ...

দেবসেবা ... ...

সেবা-শুশ্রূষা ... ...

সৌজন্য ... ...

কর্ত্তব্য-জ্ঞান ... ...

সতীত্ব ... ...

স্ত্রীলোকের দোষ

অলসতা ... ...

বিলাসিতা ... ...

স্বেচ্ছাচারিতা ... ...

উচ্ছৃঙ্খলতা ... ...

কলহ ... ...

পরনিন্দা হিংসা-দ্বেষ ... ...

অভিমান ও অহঙ্কার ... ...

স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগিতা ... ...

রসিকতা ও বাচালতা ... ...

সহিষ্ণুতা ... ...

অপব্যয় বা অমিতব্যয় ... ...

পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য

পতির প্রতি কর্ত্তব্য	...	...	১৩
শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্য	...	...	১১১

পরিবারের অন্যান্যের প্রতি কর্ত্তব্য

ভাসুর	...	...	১১৯
দেবর	...	...	২২১
দেবরপত্নী, ভাসুরপত্নী ও ননন্দা প্রভৃতি		...	১২২
দাসদাসী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য	...	...	১২৩

দৈনিক গৃহকার্য্য

স্ত্রীলোকের দায়িত্ব	...	..	১২৬
প্রাতঃকৃত্য	...	...	১২৬
রন্ধন	...	...	১২৬
তাম্বুল-সজ্জা	...	...	১২৮
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলারক্ষা	...	...	১২৮
লেখাপড়া ও শিল্পচর্চ্চা	...	...	১২৮
দৈনিক হিসাব রক্ষা	...	...	১২৯
পরিবারের সেবা-শুশ্রূষা	..	...	১২৯
ব্রত-উপবাসাদি	...	...	১২৯
পাঠ্যপুস্তক	...	...	১৩০
হস্তাক্ষর	...	...	১৩০
মিতব্যয়	...	...	১৩০

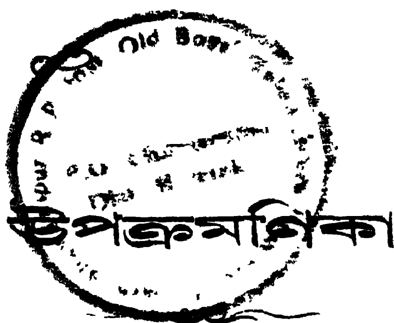
পৌরাণিক নীতি-কথা

লক্ষ্মী-রুক্মিণী সংবাদ	...	...	১৩১
সুমনা-শাণ্ডিলী-সংবাদ	...	...	১৩৪
পার্ব্বতীর স্ত্রীধর্ম্ম বর্ণন	...	...	১৩৭
দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ	...	...	১৩৯

চিত্র সূচী

১। শিব পূজা (রঙিন)　　৩। কুললক্ষ্মী (রঙিন)
২। গৃহলক্ষ্মী (রঙিন)　　৪। হর-পার্ব্বতী (রঙিন)





উপক্রমণিকা

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

নানারূপ বাদ্যভাণ্ড ও আমোদ প্রমোদের মধ্যে নববধূ যখন প্রথম শ্বশুর-গৃহে আসিয়া উপনীত হয়, তখন সকলেরই চিত্ত বধূকে আদর করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। শ্বাশুড়ী মনে করেন, বধূকে লইয়া কত সুখে ঘরকন্না করিবেন; শ্বশুর আশা করেন, কত সুখে, কত আনন্দে পুত্রবধূর সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণ করিবেন; স্বামী কত কল্পনার মনোরম রাজ্যে নববধূকে বরণ করিয়া লয়। ননদ, দেবর, ভাসুর, ভাসুর-পত্নী প্রভৃতি কতজনে নব-বধূকে লইয়া নব-সংসারের কত সুখের চিত্র অঙ্কিত করে। কিন্তু হায়, দু'দিন পরে সেই সুখের স্বপ্নগুলি দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলাইয়া যায়! প্রভাতের রাঙা রবির ক্ষণিক শোভার মত, সায়াহ্নের অস্তাচলগামী ডুবন্ত রবির হৈমকান্তির মত, জ্যোৎস্নারাত্রির টলটলায়মান ছলছলায়মান পদ্মপত্রের স্বচ্ছ জলটুকুর মত, মেঘের কোলে বিদ্যুতের চমকিত আভার মত

সে আশার মোহিনী ছবিখানি, অধিকাংশ স্থলেই, কোন্ অভিসম্পাতের প্রভাবে জানি না, দেখিতে না দেখিতে, বিকশিত হইতে না হইতে, কোন্ অজ্ঞাত দেশে সরিয়া পড়ে! কেন এরূপ হয়? কোন্ অভিসম্পাতে এরূপ হয়?—কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

আমাদের মনে হয়, স্ত্রীশিক্ষার অভাবই বঙ্গললনাগণের এই দুর্ভাগ্যের প্রকৃত কারণ। আমাদের কুললক্ষ্মীগণ যদি পিতৃগৃহ হইতে উপযুক্তরূপ শিক্ষিতা হইয়া আসেন, অথবা স্বামিগৃহে আসিয়াও অবিলম্বে সেই শিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই অবস্থা অনেকটা দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা সংশয় আছে।

অনেকে বলিতে পারেন, আমাদের দেশে শিক্ষিতা নারী যে একেবারেই নাই, তাহা তো নয়। তবে তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে শ্বশুরালয়ে গিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইতে পারেন না কেন? এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য একটুকু জটিল। একটুকু মনোযোগপূর্ব্বক অবধান করিলে. সকলেই বুঝিতে পারিবেন। স্ত্রীশিক্ষার অর্থ শুধু লেখাপড়া শিক্ষাই নহে। দু'খানা চিঠি লিখিতে শিখিলাম, দু'দশখানা বই পড়িতে জানিলাম, ধর না হয় দু'চারিটা বড় বড় পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলাম—ইহাই সম্পূর্ণ স্ত্রীশিক্ষা নহে। স্ত্রীশিক্ষার অর্থ স্ত্রীলোকের যাহা কর্ত্তব্য,

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

স্ত্রীলোকের যাহা ধর্ম্ম, স্ত্রীলোকের যাহা আচরণ, সেই ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও আচরণ শিক্ষা। সেই শিক্ষা আয়ত্ত না করিয়া শুধু বড় বড় বই পড়িলে, বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে জানিলে বা বড় বড় পরীক্ষা পাশ করিলে কি হইবে? যাঁহারা গ্রন্থ-অধ্যয়ন, গ্রন্থ-লিখন বা পরীক্ষা-পাশ দ্বারাই সুশিক্ষিতা বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃত সুশিক্ষিতা বলি না, তাঁহাদিগকে প্রকৃত কুললক্ষ্মী দেখিতে আমরা কখনও আশা করিতে পারি না। যে কোন প্রকার শিক্ষা লাভ করিলেই যে স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিতা হইলেন—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং শিক্ষা-বিভ্রাটে অনেক সময় ফল সম্পূর্ণ বিপরীতই ফলে। আজকাল অনেক স্থলেই এরূপ দেখা যায় যে, যাহারা পুরুষদিগের অনুকরণে বৈদেশিক ভাষাদি শিক্ষা করিয়া এবং নানারূপ পরীক্ষাদি পাশ করিয়া একটু শিক্ষাভিমানিনী, তাঁহারাই পরিবারের চক্ষুশূল! প্রকৃত হিন্দু-আদর্শের হিন্দু-বধূত্ব শিক্ষা না করিয়া তাঁহারা কতকগুলি বাজে, অনাবশ্যক ও ভিন্ন-আদর্শপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করেন; ফলে দিন দিন হিন্দু-স্ত্রীর মনোরম আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া পড়েন। কাজেই শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজনবর্গের, এমন কি অনেক সময়ে স্বামীর পর্য্যন্তও মনোরঞ্জন করিয়া উঠিতে পারেন না। এমতাবস্থায় নামে সুশিক্ষিতা হইয়াও পরিবারের বা সমাজের নিন্দনীয় হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে বড়

অসম্ভব ব্যাপার নহে। যাঁহারা এমন শিক্ষায় শিক্ষিতা, তাঁহা-দিগকে আমরা প্রকৃত শিক্ষিতা বলিয়া কেন ধরিতে যাই ?

মনে কর, তুমি ইংরেজী পড়িয়া এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিয়াছ, ইতিহাস শিখিয়াছ, ভুগোল শিখিয়াছ, জলকে, নুনকে ইংরেজীতে কি বলে, তাহা জান, স্বামীর নিকটে কি বলে, তাহা জান, স্বামীর নিকটে কি করিয়া ইংরেজীতে মাই ডিয়ার (my dear) অমুক বলিয়া, নাম ধরিয়া, মস্ত মস্ত লম্বা লম্বা প্রেমপূর্ণ চিঠি লিখিতে হয়, তাহাও বলিতে পার—এ অবস্থায় তুমি যদি আসিয়াই এক হিন্দুপরিবারে প্রবেশপূর্ব্বক সেই বিদ্যা যথেচ্ছ ফলাইতে আরম্ভ কর, তবে কোন্ শ্বশুর-শাশুড়ী স্থির থাকিতে পারিবেন ? হিন্দুবধূ স্বামীকে কি ভাবে দেখে, শ্বশুর শাশুড়ীকে কি ভাবে দেখে, নিজেকে কি ভাবে চালিত করে—তাহা তুমি শিখ নাই। তুমি যদি আসিয়াই ভোরের বেলা টেবিল-চেয়ারে বসিয়া চা খাইতে আরম্ভ কর, ঘোম্টা খুলিয়া, শ্বশুর-শাশুড়ী বা পরপুরুষ কাহাকেও গণ্য না করিয়াই, সকলের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসে রত হও, নুনকে বল সণ্ট্, আর জলকে বল ওয়াটার, রাত্রিভোজনকে বল ডিনার, প্রাতঃকালকে বল মর্ণিং, সন্ধ্যাকে বল ইভনিং, স্বামীকে বল হজব্যাণ্ড——যাক্, অত না কর—যদি অন্ততঃ গৃহ-কর্ম্মাদি ফেলিয়া, শুধু সাজিয়া-গুজিয়াই বসিয়া থাক, আর নানা ইংরেজী, বাঙ্গালা কেতাব-পত্র লইয়া কেবলি

নানা দেশীয়, নানা ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলাপে ব্যস্ত হও, তবে তোমার সে ভয়ঙ্করী বিদ্যায় সেই বেচারা শ্বশুরকুলের কি আতঙ্কই না উপস্থিত হইতে পারে? তাই বলি, শুধু লেখাপড়া শিখিলেই বিদ্যা হয় না, শুধু বালিকা-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করিলেই সুশিক্ষিতা হওয়া যায় না। প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা লাভ করিতে হইলে, তোমাদিগকে লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত স্ত্রীধর্ম্ম কি, গৃহস্থালী কি, এবং মানসিক অন্যান্য স্ত্রীজনসুলভ গুণগ্রাম কি—তাহাও সম্যক্ শিক্ষা করিতে হইবে। তবেই প্রকৃত কুললক্ষ্মী হইয়া শ্বশুর-কুলের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, নতুবা সে আশা বিড়ম্বনা মাত্র। এইরূপে প্রকৃত সুশিক্ষিতা কুললক্ষ্মী-দিগকেও কখনো কখনো অকারণ লাঞ্ছিত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সে অতি বিরল। সৃষ্টিছাড়া আইনকানুনছাড়া এরূপ বিরল ঘটনা সকল বিষয়েই আছে। সুতরাং সে জন্য চিন্তিত হইলে চলিবে না। যাঁহাদের শ্বশুর-শাশুড়ী একান্ত খল, স্বামী একান্ত পাষণ্ড, তাঁহারাই হয়ত সেই অবস্থায় পতিত হইতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিবেন, শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামী একান্ত খলস্বভাব বা নিষ্ঠুর হইলেও, তাঁহারা স্ত্রীলোকের নিকট সর্ব্বদা দেবতা—তাঁহাদিগকে প্রাণান্তেও অবজ্ঞা করিতে নাই। শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামী তোমার উপর অসদ্ব্যবহার করিয়া

যদিই বা অধর্ম্ম করেন, তুমি কেন তাঁহাদিগকে অমান্য করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অধর্ম্ম ক্রয় করিবে? তুমি যদি বুদ্ধিমতী হও, তুমি যদি সুশিক্ষিতা হও, তবে তাঁহারা চিরদিন কখনও তোমার উপর বিরূপ হইয়া থাকিতে পারিবেন না। যদি বা থাকেন, তবে উহা তোমার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রতিফল বলিয়াই মনে করিও। মনে করিও, তোমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত হইয়া পাপ যত শীঘ্র খণ্ডন হয়, ততই মঙ্গল। অধৈর্য্য বা অসহিষ্ণু হইয়া গুরুজনকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক ইহার উপর আর নূতন পাপ অর্জ্জন করিও না। একদিন না একদিন ঈশ্বর অবশ্যই মুখ তুলিয়া চাহিবেন—ধৈর্য্য ধরিয়া সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাক। সেই দিন আসিলে আবার তোমার সংসার সুখের হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা ও প্রকারের কথা বলা হইল। এখন সেই শিক্ষা কি প্রকারে লাভ করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলা কর্ত্তব্য। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়িলেই স্ত্রীশিক্ষার চূড়ান্ত হইবে। আমি ততবড় স্পর্দ্ধা লইয়া আজ আপনাদের সমীপে উপস্থিত হই নাই। স্ত্রীশিক্ষা পুরুষদিগের শিক্ষা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও, সম্পূর্ণ সহজ নহে। পুরুষদিগের শিক্ষাক্ষেত্র যেমন অনেক জটিল বিষয়ে পূর্ণ, স্ত্রীলোকের শিক্ষাক্ষেত্রও তেমনি। দাম্পত্য

কাহারো কম নহে। পুরুষগণ বাহিরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার রক্ষার্থ দায়ী—স্ত্রীগণ ভিতরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্ব্বক গৃহস্থালী করিয়া, পরিজনের সুখশান্তি বিধান করিতে বাধ্য। সংসারে কাহার প্রয়োজনীয়তা কম? পুরুষে যেমন অর্থোপার্জ্জন করিয়া না দিলে বা শাসন-সংরক্ষণ করিয়া না রাখিলে পরিবার টেকে না, স্ত্রীলোকেও তেমনি গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা না করিলে, আপনার কোমলতায়, ভালবাসায় ও মাধুর্য্যে, পুরুষদিগের জীবনীশক্তি উত্তেজিত ও সরস করিয়া না রাখিলে, পরিবার রক্ষিত হয় না। বলিতে গেলে, তাহাদের এই স্নিগ্ধ-মধুর অবস্থিতিই পরিবারের প্রধান ভিত্তি। আমি কত পরিবার দেখিয়াছি, যেখানে কেবল এই স্নিগ্ধ-মধুর অবস্থিতির অভাবই কত কত মহাশ্মশানের সৃষ্টি করিয়াছে। যাহাদের কর্ত্তব্য এত বড়—তাঁহাদের শিক্ষা যে নেহাতই সহজ নহে, তাহা কে না বুঝিবে? স্ত্রীলোকদিগকে এই শিক্ষার জন্য দস্তুর মত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে হয়। হিন্দু-শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক মনোরম কথা লিখিত আছে। সতীধর্ম্মের গূঢ় রহস্য, পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ও ব্রত-পূজাদির প্রকৃত মর্ম্ম প্রভৃতি নানা জটিল কথার মীমাংসা তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল জানা থাকিলে, হিন্দুনারীগণের যে কত উপকার হয়, তাহা বলা সুকঠিন। কিন্তু কোমলমতি বঙ্গ-ললনাগণের নিকট

হইতে সেই সকল গূঢ়তত্ত্বজ্ঞান আমরা কিরূপে আশা করিতে পারি? যে দেশের পুরুষগণের শাস্ত্রজ্ঞানই ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত, সে দেশের স্ত্রীলোকদিগকে একেবারেই লীলাবতী, খনা বা গার্গী প্রভৃতির ন্যায় বিদুষী দেখিবার আশা কি বিড়ম্বনা মাত্র নহে?

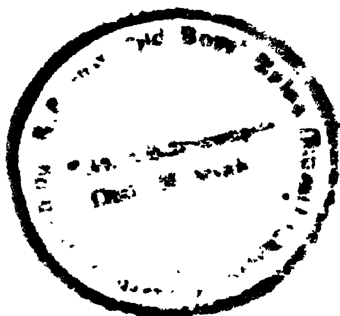
তবে উপায়? আমার মনে হয়, উপায় একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। সৎপথাবলম্বনের এমনি একটা চমৎকার গুণ যে, না বুঝিয়া শুনিয়াও সেই পথে কয়েকদিন যাতায়াত করিলে উহার প্রতি কেমন একটা আন্তরিক মায়া ও শ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। পরে আর শত চেষ্টা করিয়াও কেহ সেই পথাবলম্বীকে সেই পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। আমার বোধ হয়, আমা-দিগকেও এখন সেই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রের ও সমাজের নীতি-কথাগুলিও যদি আমরা এইরূপ (তাহাদের তাৎপর্য্য ও গূঢ় রহস্য বাদ দিয়াও) সরল ভাবে ও সরল ভাষায় বঙ্গরমণীদিগকে উপহার দেই, তাহাতেও বিশেষ কাজ হইতে পারে। বঙ্গরমণীগণ যদি সেই সকল নীতি-কথা-গুলিকে শাস্ত্র ও সমাজের অকাট্য আদেশস্বরূপ গ্রহণ করিয়া কোন মতে একবার পালন করিতে আরম্ভ করেন, তবে দেখিবেন, কিয়দ্দিন পরে তাহাদের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত তাৎপর্য্য, প্রকৃত রহস্য, একটু একটু করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আপনি

জাগিয়া উঠিতেছে। এখন শত চেষ্টা, শত উপদেশ দিয়াও যে কথা আমরা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে অক্ষম হইতেছি, তাহা যে তাঁহারা কিয়দ্দিন পরে আপনা হইতেই একরূপে বুঝিতে পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। একবার নীতিগুলি অন্ধভাবে পালন করিতে আরম্ভ করিলেও দেখিবেন, সেই অন্ধত্বের আবরণ ভেদ করিয়া কোথা হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আসিয়া ক্রমে ক্রমে হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতেছে। তখন আর, না বুঝিয়া এক অজ্ঞাত পথ অনুসরণ করিয়াছেন—এ ক্ষোভ থাকিবে না। এই সকল শাস্ত্রীয় নীতি-শিক্ষার জন্য পাঠিকাগণ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-ব্রত-কথাদি যত্ন-পূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গরমণী-দিগের স্ত্রীধর্ম্ম শিক্ষা করিবার এতদপেক্ষা আর অন্য প্রকৃষ্ট উপায় নাই।

এই গেল শাস্ত্রীয় স্ত্রীধর্ম্মের কথা। কিন্তু কেবল শাস্ত্রীয় স্ত্রীধর্ম্ম শিক্ষা করিলেই যে সম্যক্ আদর্শ-বধূ হওয়া গেল—এমত নহে। সামাজিক স্ত্রী-আচারগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা করিতে হইবে। আচার-ব্যবহারগুলি সামাজিক আইন-কানুনমাত্র হইলেও, তাহাদের দ্বারাই আজ কাল লোকে ভালমন্দ বিচার করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগেরও বিশেষ একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সামাজিক আচার-ব্যবহারগুলি সম্বন্ধে

কোন বাঁধাবাঁধি নীতি, কোন পৌরাণিক গ্রন্থে নাই। সুতরাং এইগুলি স্ত্রীলোকদিগকে একটু কষ্ট করিয়া প্রাচীনা আত্মীয়-স্বজন হইতে শিক্ষা করিতে হয়। যাহারা সেইরূপ আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা পান না, বা অন্য কোনও কারণে সেরূপ শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত, আমি তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে মোটামুটি কতকগুলি উপদেশবাণী লিপিবদ্ধ করিব। সকল আত্মীয়-স্বজন সকল কথা গুছাইয়া-গাছাইয়া বলিতে পারেন না, সকলের আবার তেমন আত্মীয়-স্বজনও নাই; সুতরাং এই উপদেশবাণীগুলিতে সমাজের কিঞ্চিৎ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এমত আশা করা যাইতে পারে। আমি সেই আশাতেই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। বিশেষ, আর একটা কারণে এই সব আত্মীয়-স্বজনের উপর আমাদিগের একটু প্রাধান্য আছে বলিয়া মনে হয়। রমণীগণের পনর আনা কর্ত্তব্য পুরুষের প্রতি। পুরুষগণ কি হইলে সন্তুষ্ট হন, আপনাদের পরিবারের রমণীদিগকে কিরূপ দেখিতে চান, তাহা, এই সব আত্মীয়-স্বজনাপেক্ষা পুরুষদিগেরও একটু বেশী বুঝিবার কথা। নিজ প্রয়োজনার্থ হয়ত একদিন তাঁহারাও এই সকল রহস্য বেশ ভালরূপই শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও একটু গোল আছে। সামাজিক আচার-ব্যবহারগুলি নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ যাহা ভাল, পঞ্চাশ বৎসর বা এক শত বৎসর পরে হয়ত তাহাই

আবার সমাজের চক্ষে নিন্দনীয়! সুতরাং তাঁহাদের সে শিক্ষায়ও আমাদের যে সর্ব্বদাই উপকার হইবে, তাহা বলা যায় না। এ অবস্থায় আমাদের অভিজ্ঞতাটুকুও. স্ত্রীলোকদিগের শিখিয়া রাখিতে হইবে বৈকি। সমাজের দিদিমা-পিসীমা-গণ, হয়ত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য আমরা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, আমাদের উপর একটু কোপ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিনীত উত্তর এই যে, আমরা তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য, তাঁহাদেরই সহায়তায়, এই আসরে অবতীর্ণ হইয়াছি—তাঁহাদের রাগের কারণ কিছুমাত্র নাই। যতক্ষণ তাঁহারা গুরুতর পরিশ্রমপূর্ব্বক এই উপদেশগুলি তর্জ্জমা করিতে করিতে নিদ্রাকাতর বধূদিগের নিকট বর্ণনা করিতেন, ততক্ষণ বেশ করিয়া এক চোট্ ঘুমাইয়া লউন।



কুললক্ষ্মী

স্ত্রীলোকের গুণ



সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি

আমরা এই গ্রন্থের নাম দিয়াছি কুললক্ষ্মী। কি করিয়া বালিকারা শ্বশুরালয়ে আসিয়া প্রথমেই কুললক্ষ্মী হইতে পারেন. আমাদিগকে সেই কথাই বুঝাইতে হইবে।

কুললক্ষ্মী হইতে হইলে প্রথমেই বালিকাদিগের কি করা উচিত? হিন্দু-রমণীগণ যত কেন শিক্ষিতা বা গুণবতী হউন না, তাঁহারা প্রথমে শ্বশুরালয়ে আসিয়াই আপনাদের গুণ-গ্রামের পরিচয় দিতে পারেন না। বিবাহের পর কয়দিন তাঁহাদিগকে

সম্পূর্ণ চুপ্‌টী করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সেই কয়দিন কেহ তাঁহাদিগকে কোন কাজ কর্ম্ম করিতে দেন না, দশজনের সঙ্গে কথা বলিতে দেন না, নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মত কোন বিষয়ে হাত দিতে বলেন না; সুতরাং সেই কয়দিন তাঁহাদের গুণগ্রাম-গুলির পরিচয় লইয়া কেহ তাঁহাদিগকে বিচার করিতে পারেন না। কিন্তু পারেন না বলিয়াই যে, বিচার করেন না, এমত নহে। বাঙ্গালী পরিবারের সে দুর্নাম নাই। তাঁহারা বধূর আগমনের পরে দু'চার দিনের মধ্যেই, এমন কি কোন কোন স্থলে দু'চার ঘণ্টার মধ্যেই আকার-প্রকার দৃষ্টে একটা মতামত স্থির করিয়া লন ও সেই মত কালবিলম্ব না করিয়া প্রচার করিতে থাকেন। সুতরাং এই সময়ে বধূকে বাহ্যিক ভাবভঙ্গীর পরীক্ষা দিয়াই সুনাম ও আদর অর্জ্জন করিতে হয়।

অনেক শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এই সময় বধূর সৌন্দর্য্য দেখিয়াই আদরের মাত্রা কম-বেশী করিয়া থাকেন। বধূ সুন্দরী হইলে, একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান; বধূ কুৎসিত হইলে কিছু ক্ষুব্ধ হন। সুতরাং সৌন্দর্য্য না থাকিলেও, এই সময় সকলেরই যথাসম্ভব একটু ফিট্‌ফাট্ থাকা উচিত। গঠন-গাঠির সৌন্দর্য্য এবং চাম্‌ড়ার সৌন্দর্য্য কেহ নিজ ইচ্ছায় গড়াইয়া লইতে পারেন না, কিন্তু গঠন-গাঠির সৌন্দর্য্য এবং চাম্‌ড়ার সৌন্দর্য্যই রমণীর সকল সৌন্দর্য্যের মূল নহে। সুশ্রী আচার-ব্যবহার ও ভাব-ভঙ্গীতেও

অনেক সময় অনেক কালো, কুৎসিতগঠিত শরীর লোকের মন হরণ করে। আবার সুরুচি-সঙ্গত ভাব-ভঙ্গীর অভাবে অনেক সোণার বর্ণ, সুগঠিত দেহও বিরক্তিকর হয়। সুতরাং যাহাতে চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন বেশ সুশ্রী ও সুরুচি-সঙ্গত হয়, তাহা সকলকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নববিবাহিতা রমণীগণের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক। রমণীরা গুণগ্রামগুলি হঠাৎ শ্বশুরালয়ে যাইয়াই প্রকাশ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভাব-ভঙ্গিগুলি প্রতি মুহূর্ত্তেই সকলের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এমতাবস্থায় ঐ সকল ভাব-ভঙ্গিগুলি সুরুচি-সঙ্গত হইলে বিবাহের পরদিন হইতেই তাঁহারা পরিবারের কতক মনোরঞ্জন করিতে পারেন।

আমি যে এখানে কোনও প্রকার কৃত্রিম অঙ্গসঞ্চালনের অভিনয়ের জন্য উপদেশ দিতেছি, তাহা নহে। স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্বশুর-শাশুড়ীকে বঞ্চনা করিবার মত পাপ আর নাই। স্ত্রীলোকদিগের পিত্রালয় হইতে এই সব ভাব-ভঙ্গিগুলি এমন যত্ন পূর্ব্বক শিখিয়া আসিতে হইবে যে, শ্বশুরালয়ে আসিলে যেন তাহারা তাঁহাদিগের স্বভাবান্তর্গত বলিয়াই গণ্য হয়। বিশেষ, কৃত্রিম ভাব-ভঙ্গী কখনও সুরুচিসঙ্গত হইতে পারে না।

কেহ কেহ সৌন্দর্য্য বা সুশ্রী ভাবভঙ্গীর কথা হাসিয়াই

উড়াইয়া দেন। বলেন, সৌন্দর্য্যে কি আসে যায় যে, উহার জন্য এত করিব? উহা নিতান্ত অসার! কিন্তু আমরা বলি, তাহা নহে। কে সৌন্দর্য্যের আদর না করে? যিনি এই কথা বলেন, তিনিও যে সৌন্দর্য্য দেখিলে বিমোহিত হন না, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। স্বয়ং দেবতারা সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুষ্পরাশি ভালবাসেন, তুমি আমি কোন্ ছার! তবে সৌন্দর্য্যের আদর করা দোষের এ ধারণা কেন আন? বাস্তবিক, সৌন্দর্য্যের আদর করা দোষের নহে—গুণের। বিধাতার নিয়মই এই যে, প্রত্যেকেই সৌন্দর্য্যের আদর করিবে। তুমি গোলাপ ফুলটী পাইলে ধুতরা ফুলটী নাও না; তুমি সুন্দর একটা ঘর গড়িতে পারিলে, কুৎসিত ঘরটীতে থাক না; সুন্দর গন্ধটুকু গ্রহণ করিতে পারিলে, দুর্গন্ধকে দূর করিয়া দাও; সুন্দর চরিত্রকে কুৎসিত চরিত্রাপেক্ষা ভালবাস; কুৎসিত কথা না কহিয়া সুন্দর কথা কও; কুৎসিত সন্তানের পরিবর্ত্তে সুন্দর ছেলে-মেয়ে পাইতে আকাঙ্ক্ষা কর, কর কি না বল?

আসল কথাটী কি জান? প্রকৃত সুন্দর যাহা, তাহা সকলেই আদর করে—কিন্তু প্রকৃত সুন্দর কি, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে না। কালো রঙের মানুষ না হইয়া ধবল রঙের মানুষ হইলেই যে সুন্দর হওয়া গেল, তাহা নয়। হাত পা কোমল—অনিন্দনীয়, চোখ বড় বড়, নাকটী উচু, ঠোঁটটী

পাতলা—এই সব হইলেই যে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইল, তাহা কে বলে? এই সব শারীরিক সম্পূর্ণতা লইয়াও যদি কোন রমণী নিতান্ত বেহায়া হয়, তবে তাহার সে সৌন্দর্য্যে ধিক্! তাহার শরীরের সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের বিশ্রীভাব সেই সৌন্দর্য্যটীকে একেবারেই বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং তখন তাহাকে আর কিছুতেই সুন্দরী বলা চলে না!

এইরূপে প্রকৃত সুন্দর কি, তাহা চারিদিকে চাহিয়াই বিচার করিতে হইবে; অন্তরের সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য, তাহা আমরা মানি। কেন না অন্তরের সৌন্দর্য্য নিত্য, আর শারীরিক সৌন্দর্য্য অনিত্য। বিশেষ, অন্তরের সৌন্দর্য্যে শারীরিক সৌন্দর্য্যও ফুটাইয়া তুলিতে পারে; কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্যের সে ক্ষমতা নাই। শারীরিক সৌন্দর্য্য অন্তরের কুৎসিত ভাবটীকে ঢাকিতে পারে না। * কিন্তু তথাপি অন্তরের সৌন্দর্য্য থাকিলেও যে শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন নাই, এ কথা আমরা মানি না। অন্তরের সৌন্দর্য্য অর্থাৎ নানা সদ্‌গুণগ্রামাদি চাই-ই। কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক

* কুৎসিতা রমণীগণও যে বুদ্ধিমতী ও গুণবতী হইতে পারিলে একটু তেজোময়ী দেখান এবং পক্ষান্তরে সুগঠিতা রমণীগণও যে নির্ব্বুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অনেক সময় নিষ্প্রভ হইয়া যান—একটু মনোযোগ করিলেই পাঠক-পাঠিকাগণ এই সত্য অনুভব করিতে পারিবেন।

সৌন্দর্য্যও পাইতে ছাড়িব কেন? অন্তরের সৌন্দর্য্য থাকিয়া শারীরিক সৌন্দর্য্য না থাকে নাই থাক্, কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্য ও শারীরিক সৌন্দর্য্য উভয়েই একত্রে থাকিলে—সে তো সোণায় সোহাগা!

এখন সৌন্দর্য্যের উপাসনা বা সৌন্দর্য্যকে আদর করা যদি দোষ নয় বলিয়া একরূপ প্রতিপন্ন হইল, তবে শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রীতি সম্পাদনের জন্য, নববধূদের সুন্দর ভাব-ভঙ্গির অভ্যাসও দোষের নয়, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। তবে সে সুরুচিসঙ্গত ভাব-ভঙ্গি কি, তাহা আগে ভাল করিয়া প্রত্যেককেই বুঝিতে হইবে।

আজকাল অনেক স্ত্রীলোককেই সুন্দর তৈলে কেশ রঞ্জিত করিয়া, নানা ঠাটে সিঁতি কাটিয়া ও কুন্তল বাঁধিয়া, নানা কারু-কার্য্যময় ফুলদার সেমিজ গায়ে দিয়া শান্তিপুরে ধব্‌ধবে, ঝক্‌ঝকে শাড়ী পরিয়া, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত যে অন্য কোনও প্রকারে সুন্দর হওয়া যায়, তাহা তাঁহারা মোটেই জানেন না। তাঁহারা আল্‌তা পরেন, অলঙ্কারে গা ঢাকিয়া রাখেন, পাণ খাইয়া ঠোঁট লাল করেন, ঝুন্-ঝুন্ করিয়া মল বাজাইয়া পাড়াময় আমোদ করিয়া যান, কিন্তু তবু সকলের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন না! কেন?—ইহার কারণ কি?—কেহ বুঝিতে পারিলেন কি? কারণ এই যে, বিলাসিতা ঠিক্ সৌন্দর্য্যের সোপান নহে।

বিলাসিতায় যখন লোককে অহঙ্কৃত করে, অপব্যয়ী করে, নিষ্কর্ম্মা করে, তখন ইহা সৌন্দর্য্যের সোপান হইবে কি প্রকারে? সে তো কুৎসিত হইবার প্রশস্ত পথ! নব-বধূগণ সর্ব্বপ্রযত্নে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, নিজেকে সকলের চক্ষে রমণীয় করিবার জন্য, অন্য শ্রেষ্ঠতর পথ অবলম্বন করিবেন। সে পথ কি? আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা উল্লেখ করিতেছি।

লজ্জা

স্ত্রীলোকদিগের প্রথমেই লজ্জা রক্ষা করা উচিত। লজ্জার ন্যায় রমণীদিগের আর ভূষণ নাই। প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিয়া যখন তাঁহারা কথাটীও বলিতে পারেন না, তখন এই লজ্জার সহায়তায় তাঁহারা সকলের নিকটই প্রিয় হইতে পারেন। লজ্জাবতী রমণীকে কে না ভালবাসে? লজ্জাবতী রমণী কাহার না মনোরঞ্জন করেন? যাঁহার রূপ নাই, লজ্জা থাকিলে তাহাকেও রূপবতী বলিয়া মনে হয়! পক্ষান্তরে, রূপবতী রমণীকেও লজ্জার অভাবে নেহাৎ দৃষ্টিকটু দেখায়। এ সত্য হয় ত তোমরাও অনুভব করিয়া থাকিবে। মেটে প্রতিমার উপর যেমন গর্জ্জনের ভার্ণিস্টা না পড়িলে তাহার জ্যোতিঃ খোলে না—অতি বড় সুন্দর প্রতিমাটীকেও একেবারে নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরও তেমন লজ্জা না থাকিলে, শোভা হয় না—অতি বড় সুন্দরীকেও একেবারে মলিন ও দীপ্তিহীন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যদি শ্বশুর-কুলের মনোরঞ্জন করিতে চাও, তবে লজ্জাকে ছাড়িও না—তাহাকে ভালরূপ আঁকড়াইয়া ধর। অনেক বুদ্ধিহীনা রমণী লজ্জার

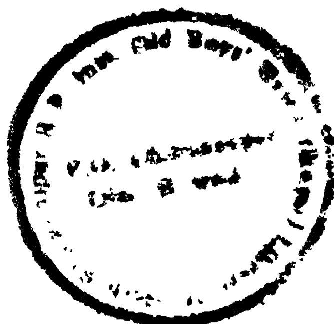
মহিমা বুঝেন না—না বুঝিয়া স্বাধীনভাবে যার তার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করাকেই নিজের গুণগ্রাম প্রকাশের প্রশস্ত পথ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা হয় ত ভাবেন, বেশী কথা কহিলে, বা চট্‌পট্‌ উত্তর-প্রত্যুত্তর করিলে, কিংবা পুরুষের মত স্বাধীনভাবে চলিলেই লোকে তাঁহাদিগকে বেশী বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা বলিয়া মনে করিবেন। ইহা তাঁহাদিগের ভুল। লজ্জার আবরণ না থাকিলে কোন রমণীই কোন পুরুষের মনোরঞ্জন করিতে পারেন না---পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও লজ্জাহীনাকে ঘৃণা করেন।

লজ্জাশীলা হইলে আর একটা সুবিধা হয়। লজ্জাবতী রমণীকে সকলেই ভয়, ভক্তি এবং সম্মান করে। চপলা রমণীকে কেহ কখনও তেমন সম্মান করে না। 'ক' অক্ষর জানেন না, এমন অনেক লজ্জাশীলা রমণীকে আমরা পরীক্ষোত্তীর্ণা চপলা রমণী-গণ অপেক্ষা লোকের নিকট হইতে অধিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতে দেখিয়াছি। সুতরাং তোমরা পরম যত্নে সর্ব্বদা লজ্জাকে রক্ষা করিবে। তবে কখনও বাড়াবাড়ীতে যাইও না। বাড়া-বাড়ি কিছুতেই ভাল নহে। অনেক স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি, লজ্জা করিতে হইবে বলিয়া লজ্জার মাত্রা তাঁহারা এত বাড়াইয়া দেন যে, তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়া যায়। কোনও কাজ করিতে বলিলে, তাঁহারা কাজ করেন না; সম্মুখে বসিয়া আছেন, স্বামী হয় ত পীড়ায় কাতর, লজ্জায় তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করেন না, আধহাতের স্থানে

একহাত ঘোমটা দেন ! এসব অন্যায় লজ্জায় মঙ্গল না জন্মিয়া যদি কেবল অমঙ্গলই জন্মাইল, তবে তাহাতে লাভ কি ? সুতরাং সকলই সম্ভবানুযায়ী করিতে হইবে। বেশী লজ্জা দেখাইতে যাইয়া কখনও কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিলে চলিবে না।

আবার লজ্জাপ্রদর্শনে পাত্রাপাত্রেরও বিচার করিতে হইবে। যে যত মান্য ও অপরিচিত ব্যক্তি, তাঁহাকে ততোধিক লজ্জা করিতে হইবে। কেহ কেহ শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী বা শ্বশুরকুলের অন্যান্যের নিকট লজ্জা দেখাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া বিবেচনা করেন ; অন্য কাহারও নিকটে যে লজ্জা বোধ করিতে হইবে, তাহা তত প্রয়োজনীয় মনে করেন না—এটা বড় কুপ্রথা। তোমার যে আপনার জন, তাঁহার নিকটে একটু আধটু অসংযত হও, ক্ষতি নাই। কিন্তু অপরের নিকটে, অপরিচিতের নিকটে, নির্লজ্জ বলিয়া প্রতিপন্না হইও না—তাহা তোমার ও তোমার কুলের উভয়েরই নিন্দা ও অসম্মানের বিষয়। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা শ্বশুরকেও মানেন না, শাশুড়ীকেও মানেন না—কাহাকেও মানেন না—কিন্তু স্বামীর নিকটে আসিলেই একেবারে লজ্জাবতী লতিকাটী বনিয়া যান ! তাঁহাদের মত বুদ্ধিহীনা রমণী বোধ হয় জগতে আর নাই। স্বামীর নিকট লজ্জা রাখিতে হইবে, কিন্তু সঙ্কোচ রাখিতে হইবে কেন ? স্বামীকে ভক্তি করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, মান্য করিবে, ভালবাসিবে, লজ্জাও করিবে—কিন্তু লজ্জা

করিয়া তাহার নিকটে কিছু গোপন করিবে না। স্বামী-স্ত্রী অভিন্নহৃদয়, একে অন্যের অর্দ্ধেক। তাঁহার নিকটেই যদি তুমি আত্মগোপন করিলে, তবে তাঁহার সহিত এক হইলে কিরূপে? লজ্জাশীলা হইতে যাইয়া স্বামীকে ভক্তি করিবে, প্রীতি করিবে, কিন্তু কখনও কোন গূঢ় রহস্য হইতে বঞ্চিত করিবে না।



বিনয়

লজ্জার পরে বিনয়। যেমন লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ, তেমনি বিনয়ও স্ত্রীলোকের একটী অলঙ্কার। লজ্জা ও বিনয়ে স্ত্রীলোকের যেমন শোভাবর্দ্ধন হয়, সহস্র রত্নালঙ্কারেও কখন তেমন হয় না। বিধাতা স্ত্রীলোককে কোমলতা ও পুরুষকে কঠোরতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ীই স্ত্রীলোকের শোভা লজ্জা, বিনয়, ভালবাসা ও স্নেহ-মমতা ইত্যাদি; পুরুষের শোভা বীরত্ব, তেজস্বিতা, সাহস ও পুরুষকার প্রভৃতি। পুরুষকে যেমন সাহসী, কার্য্যক্ষম ও শক্তিসম্পন্ন না হইলে মানায় না, স্ত্রীজাতিকেও তেমনি লজ্জাশীলা, বিনীতা ও স্নেহপরিপূর্ণা না হইলে সুন্দর দেখায় না। সুতরাং সকলের প্রিয়পাত্রী হইতে হইলে, সর্ব্ব-প্রযত্নে এই কোমলতাটুকু শিক্ষা করিবে। কখনও কাহারও প্রতি ভুলেও কোন প্রকার উগ্রতা প্রকাশ করিবে না।—উগ্রতা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় কুৎসিত ব্যাপার। কেহ কোনও অন্যায় কার্য্য করিলে যে রাগ করিতে নাই—আমি সে কথা কহিতেছি না। এমন অনেক সময় উপস্থিত হয়, যখন স্ত্রীলোকদিগকে অনেক দুষ্ট,

অত্যাচারী ও অসংযত ব্যক্তির সহিত লড়াই করিতে হয়। তখন রাগ করিয়া হউক, ভয় প্রদর্শনে হউক, বা যে কোন অন্য উপায়ে হউক, তাঁহারা দুর্বৃত্তকে অবশ্য দমন করিবেন। কিন্তু তেমন কোনও বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ব্যতীত উগ্রতা বা কঠোরতা প্রকাশ স্ত্রীলোকের কখনও ধর্ম্ম নহে। অনেক স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা কঠোরতা প্রকাশ ও সকলের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ও উগ্রভাবে বিবাদ-বিসম্বাদ করাটাকে বেশ একটা বীরত্বের পরিচয় বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু ইহার মত হাস্যজনক ভ্রম আর নাই। রমণীর বীরত্ব এক কালে খুব আদরণীয় ছিল বটে। রাজপুতনার কর্ম্মদেবী, পদ্মিনী ও মহামায়া প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীদিগকে কে না ভক্তি করেন? কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের বীরত্ব মুখের তর্জ্জনে গর্জ্জনে বা লজ্জাহীনার মত যার তার সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদে প্রদর্শন না করিয়া, অতিবড় বিপদে পড়িলেই গত্যন্তর না দেখিয়া, যার যার ধর্ম্মরক্ষার জন্য দেখাইতেন। তেমন অতি বড় বিপদে পড়িলে আমাদের রমণীদিগকেও যে বীরত্ব দেখাইতে হইবে না, আমরা এমন কথা বলি না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও আবার বলি, তেমন বিপদে রমণীকেও পুরুষের মত সাহস, কঠোরতা ও উগ্রভাব হইতে হইবে, কিন্তু তদ্ভিন্ন নহে। বিনা কারণে, অকারণে বা সামান্য কারণে রমণীদিগকে কখনও যার তার উপর উগ্রভাব প্রকাশ করিতে নাই। তাহাতে লোকের মনে সেরূপ

উগ্রস্বভাবা রমণীর উপর ভয় বা ভক্তির ভাব না জন্মিয়া ঘৃণা বা বীভৎস ভাবেরই উদয় হয়।

আর এক কথা, রমণীকে উগ্রভাব দেখাইতে নাই বলিয়াই যে, সময়ানুসারে দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া দাস দাসী প্রভৃতি অন্যান্য নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণকে সুসংযত রাখিতে নাই—তাহা নহে। রমণীগণ গুরুব্যক্তিগণের সকল দোষের প্রতি অন্ধ হইবেন সত্য, কিন্তু অধীনা আত্মীয়া-স্বজনের সকল অসংযত ভাব যথাসাধ্য দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য সহকারে সংশোধন করিবেন। বুদ্ধি থাকিলে ও মনের বল থাকিলে, এই কার্য্যটী কঠোরতা অবলম্বন না করিয়াও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। চপলা রমণী শত তর্জ্জন-গর্জ্জনেও যাহাকে সংশোধন করিতে পারেন নাই, বুদ্ধিমতী ও প্রকৃত তেজস্বিনী রমণী একটী মাত্র গম্ভীর দৃষ্টিতে বা একটী ফোঁটা মাত্র চক্ষের জলে তাহাকে সম্পূর্ণ সংশোধিত করিয়াছে—এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে। রমণীগণের দুই একটী মহা অস্ত্রে যে কত রাজা, মহারাজা ও দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী ব্যক্তিগণও বশীভূত হইয়া গিয়াছেন, তাহা বলা দুঃসাধ্য!

গাম্ভীর্য্য

গাম্ভীর্য্যের কি প্রবলশক্তি, তাহার কথা একটু বলা হইল। কিন্তু উহার আরও কতকগুলি গুণ আছে। তাহা বলিতেছি, শুন। রমণীগণ চপলা না হইয়া গম্ভীরা হইলে, সকলেই তাঁহাদিগকে ভয়, ভক্তি ও মান্য করে। লেখাপড়া, বিদ্যা-বুদ্ধি কিছু জান বা নাই জান, যদি একবার গম্ভীর হইতে পার, তবে আর কেহ তোমায় অবহেলা করিতে সাহসী হইবে না। গম্ভীরা রমণীগণের এতদ্ব্যতীত আরও সুবিধা আছে। চপলা না হইয়া গম্ভীরা হইলে স্থির বুদ্ধি জন্মে। স্থির বুদ্ধি জন্মিলে সুশৃঙ্খলরূপে কাজ-কর্ম্ম করা যায়। চপলা রমণীগণ কখনও কোনও কাজ সুশৃঙ্খলরূপে করিতে পারে না। তাহাদের মস্তিষ্ক সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, তাহাদের মন সর্ব্বদা নানাদিকে ভ্রমণ করে; সুতরাং তাহারা বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও কার্য্য করিতে পারে না। কাজেই গৃহের মঙ্গলের জন্য, আপনার মঙ্গলের ও সুনামের জন্য সর্ব্বদা গম্ভীরা হইতে চেষ্টা করিবে। প্রত্যেক কার্য্য, সঙ্কল্প ও বিবেচনা, স্থির, ধীর মতে করিবে। প্রত্যেক কথা শান্ত-শিষ্ট ভাবে কহিবে। নতুবা কাহারও মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না—ইহা নিশ্চয় জানিও।

সরলতা

স্ত্রীলোকদিগের আর একটী অত্যাবশ্যক গুণ—সরলতা। সরলতা না থাকিলে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে লোকের অবিশ্বাসভাজন হওয়া বড় লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। স্ত্রীলোকগণ ঘরের লক্ষ্মী, শান্তিবিধায়িনী। পুরুষেরা তাঁহাদের নিকট সকল সুখদুঃখের কথা কহিয়া মনের ভার লাঘব করিতে চাহেন। কিন্তু স্ত্রীলোক যদি অবিশ্বাসিনী বা কুটিল প্রকৃতি হন, তবে কোন পুরুষই তাঁহাদিগের নিকটে মনের কথা প্রকাশ করিয়া শান্তি পাইবার ভরসা পান না। মনে কর—তোমার স্বামী তোমার নিকটে একটা সরল কথা কহিলেন, তুমি যদি জোর করিয়া তোমার কূটপ্রকৃতির গুণে তাহার একটা কূট অর্থ করিতে ব'স, তবে তোমার স্বামীর কতখানি কষ্ট হইবে! তিনি হয় ত আর কখনও তোমাকে তাঁহার মনের কোন কথা বিশ্বাস করিয়া কহিবেন না। কোনও এক ব্যক্তি তাঁহার কূট-প্রকৃতি স্ত্রীকে একদিন বেশ ভাল মানুষটীর মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাপের বাড়ী যাইবার ইচ্ছা আছে কি না। স্ত্রী সেই আদর-প্রশ্ন শুনিয়া ভাবিলেন, নিশ্চয় এই আদরের

মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে। বোধ হয় আমি বার বার বাপের বাড়ী যাই বলিয়াই স্বামী আমার এই কার্য্যটীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন! স্ত্রী নথ নাড়িয়া, চোখ মুখ ঘুরাইয়া, উত্তর করিলেন, ইচ্ছা হইলেই যাইব, এত মিষ্টি অপমানের আবার দরকার কি? স্বামী একেবারে অবাক্! সেই দিন হইতে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে মন খুলিয়া আর কখনও কোনও প্রকার আদর-যত্ন করিতে ভরসা পান নাই।

স্ত্রীলোকদিগের কুটিলতার আর একটা রকম এই যে, তাঁহারা অনেক সময়ে মনে এক ভাব রাখিয়া মুখে অন্য ভাবের অভিনয় করেন! হয় ত কাহারও উপর রাগান্বিত হইয়াছেন, অথচ মুখে তাহাকে বেশ খাতির যত্ন করিতেছেন, অথবা, পক্ষান্তরে, হয় ত কাহারও উপর বেশ সন্তুষ্ট আছেন, কিন্তু তবু মুখে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। ইহা বড় সাংঘাতিক ব্যাপার! ফুলের নীচে লুক্কায়িত কালসাপটীর মত তাঁহাদের এই ব্যবহার অনেক সময় অনেক নিঃসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে হঠাৎ আহত করিতে পারে।

মিথ্যা কথাও কুটিলতার একটা প্রকার। অনেক স্ত্রীলোক শ্বশুর-শাশুড়ী ও পরিজনবর্গকে ঠকাইবার জন্য এবং নিজের দোষ গোপনার্থ প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে। কেহ কেহ বা লজ্জার খাতিরেও ঐরূপ করিয়া থাকে। ইহা অন্যায়। সরলভাবে নিজের ত্রুটী স্বীকার করিলে, বা নিজের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে

লোকের চক্ষে দোষ অনেকটা খাটো হইয়া যায়। বিশেষ এইরূপ ভাবে প্রকাশ করিলে, সেই দোষগুলি সংশোধিত হইবার অনেক পথও হয়। গুরুজনেরা তাঁহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিয়া—তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের পথে ও সত্যের পথে টানিয়া আনিতে পারেন। একবার ধর্ম্মের ও সত্যের আস্বাদ পাইলে, তাঁহারা আর কখনই অধর্ম্মের পথে যাইতে পারেন না। কারণ, সত্যপথের মধুর আস্বাদ পান না বলিয়াই, অনেকে মিথ্যা পথে চলেন। একবার সে আস্বাদ পাইলে তখনই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের অবলম্বিত মিথ্যা পথ হইতে সে অনেক শান্তি ও সুখপ্রদ। সুতরাং তখন সেই পথেই থাকিয়া যান। সেই সত্যপথের আস্বাদ পাইবার জন্য গুরুজনের নিকট সরলভাবে নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করা প্রয়োজন।

সরলতা লাভের প্রধান উপায় কি জান? কোন কার্য্য করিবার, বা করাইবার জন্য সঙ্কল্প করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিবে, তাহার কথা নিঃসঙ্কোচে সকলের নিকটে বলিতে পার কি না। যদি পার, তবেই তাহা করিবে, নতুবা করিও না! এইরূপ করিলেই সকল কথা সকলের নিকটে খুলিয়া বলিতে আর কোনও বাধা রহিবে না। তখন সরলতা আপনি আসিবে।

আমার এই কথা শুনিয়া তোমরা যেন ভাবিও না যে, আমি তোমাদিগকে সকল প্রকার গোপন কথা শুনিতেই বা গোপন

কার্য্য করিতেই বারণ করিতেছি। সময়-বিশেষ গোপন কথাও শুনিতে হয়, গোপন কার্য্যও করিতে হয়। মনে কর, তোমার কোন আত্মীয় খুব বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, তোমাকে তাঁহার সহায়তা করা দরকার, অথচ সেই কথা অন্যে জানিলেই তাঁহার মহাবিপদ। এমত স্থলে তাঁহার মঙ্গলের জন্য সেই কার্য্য করিলে বা তাঁহার গোপনীয় কথা শুনিলে ও শুনিয়া গোপন রাখিলে, তাহাতে কিছু আসে যায় না।—কিন্তু কার্য্যটী করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিবে, আবশ্যক হইবে সেই কথা তুমি মুক্তকণ্ঠে, উন্নতমস্তকে, কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া, দশজনের কাছে বলিতে পার কি না! যদি পার, তবে তাহা করিবে, নতুবা করিবে না। দশ জনের কাছে যাহা বলা যায়, তাহাই করিবার উপদেশ দিলাম বলিয়া মনে করিও না যে, আমি এমত বলিতেছি, যাহাই করিবে, তাহাই দশজনের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতে হইবে। বাচালতা ও সরলতা এক কথা নহে। যে অনর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া দশজনকে জ্বালাতন করে, সে বাচাল। যে সেরূপ করে না, অথচ দরকার হইলেই দশজনের কাছে সেইরূপ ভাবে সকল কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারে, সেই সরল। তোমরা সর্ব্বদা এই বিভিন্নতাটুকু মনে রাখিবে। অনাবশ্যক একটী কথাও কহিবে না, কিন্তু আবশ্যক হইলে যেন সবই করিতে পার।

এই স্থলে আর একটা কথা কহা উচিত। অনেক স্ত্রীলোক স্বামীর কথা দশজনের নিকট বা সঙ্গিনী মহিলাদের কাছে বলিয়া

সরলতা দেখাইতে চাহেন ! ইহা কদাপি উচিত নহে। আমরা পূর্ব্বে যে কথাগুলি কহিয়াছি, সেই সব কথা কেবল স্বামী ভিন্ন অন্যান্য আত্মীয় পরিজন সম্বন্ধে। স্বামীর সহিত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ একটু গুরুতর। স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার গর্হিত না হইলে কখনও সাধারণের সম্মুখে বক্তব্য নহে। সুতরাং স্বামীর কথা প্রকাশ করিয়া কদাপি সরলতা দেখাইতে নাই। স্বামী-স্ত্রীর কথা, স্বামী-স্ত্রীর কোনও কাহিনী নিতান্ত প্রশংসাযোগ্য হইলেও সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য—স্বামী-স্ত্রী যত্ন-পূর্ব্বক উহা গোপন করিয়া রাখিবেন। তাঁহাদের প্রণয়, তাঁহাদের পরস্পরের ব্যবহার, অন্তঃ সলিলা ফল্গু-নদীর মত সকলের অদৃশ্য পথে নির্ম্মল ভাবে বহিবে।

আত্ম-সন্তোষ

নিজ নিজ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের। স্ত্রীলোকের পক্ষে এই কর্ত্তব্য-পালন অত্যাবশ্যক। পরশ্রী-কাতরতা, অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধ প্রভৃতি কারণে সাধারণতঃ লোকের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই অসন্তোষের ভাবকে দূর করিতে হইলে ঐ ঐ দোষগুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত করা চাই! স্ত্রীলোকদিগের পুরুষগণাপেক্ষা সহিষ্ণু হওয়া উচিত—কেন না পরিবার প্রতিপালন করিতে তাঁহাদিগকে অনেক বিপদ্ আপদ্ ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সে সময় ধৈর্য্যহীন হইলে উপায় নাই—সকলই নষ্ট হইয়া যায়। আমরা অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, যাহারা স্বামীর অবস্থা ভাল নয় বলিয়া সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয় দেখিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া থাকে। তাহাদের মত মূর্খ ও অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক আর নাই। বলিতে গেলে তাহারা সংসারের কলঙ্ক-স্বরূপ। স্বামী ভাল হউন বা নাই হউন, অবস্থাশালী হউন বা অবস্থাহীন হউন, তাঁহার অবস্থায়ই স্ত্রীলোকের সন্তুষ্ট ও গৌরবান্বিত থাকা কর্ত্তব্য। স্বামী শাকান্ন ভোজন করিলে, স্ত্রীরও অপরের মোণ্ডা মেঠাই তুচ্ছ করিয়া সেই শাক-ভাতকেই

অমৃতবৎ গণ্য করা উচিত—তবেই আদর্শ হিন্দুরমণী হওয়া সম্ভব—নতুবা নহে। এই প্রসঙ্গে একবার আর্য্যরমণীশ্রেষ্ঠ সাবিত্রীর * প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সাবিত্রী রাজকন্যা ছিলেন, রাজার একমাত্র আদরের সন্তান হওয়াতে চোখের মাণিক হইয়াছিলেন। অশ্বপতি এই কন্যাকে সুখী করিতে সর্ব্বস্বদানে প্রস্তুত; কিন্তু তথাপি সাবিত্রী কি করিলেন! তিনি বনবাসী স্বামীর শাক-ভাত ও বৃক্ষ-বল্কলের নিকট রাজ-প্রাসাদের রাজভোজন ও রাজ-বেশ-ভূষা অতি অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ মনে করিয়া পিতার গৃহ ছাড়িয়া চিরকালের জন্য বনবাসিনী হইলেন, বনের শাকভাত ও বল্কলকে রাজপ্রাসাদের পর্য্যাপ্ত ভোগ-বিলাসের সামগ্রী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর আসনে স্থাপিত করিলেন। পিতৃদত্ত রত্নাভরণ শ্বশুর-গৃহে প্রবেশ করিয়াই একে একে ছাড়িয়া রাখিয়া দিলেন। সেই সাবিত্রীর পবিত্র-কুলোদ্ভবা আর্য্য-মহিলারা কি আজকাল একেবারেই অধঃপতিত হইয়াছেন? মহাভারতে সতীর আত্মত্যাগের মহিমা আর একটী গল্পে বিশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে এক অলৌকিক পরম-করুণার ছবি! কোনও পরমাসুন্দরী রমণীর এক গলিতদেহ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামী ছিলেন। স্বামী চলিতে পারেন না, বসিতে পারেন না—স্ত্রীকেই তাঁহাকে

* গ্রন্থকার প্রণীত সাবিত্রী-সত্যবান্ পাঠ করুন।

সর্ব্বত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়, খাবার সময় খাওয়াইয়া দিতে হয়, পরার সময় পরাইয়া দিতে হয়, সর্ব্বদা গলিতস্থানগুলি জলে ধৌত করিয়া পুঁয পোকা প্রভৃতি বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু তবু সেই রমণীর এতটুকু অধৈর্য্য নাই, এতটুকু অসন্তোষ নাই! সাধ্বী পরম যত্নে পরমাগ্রহে রাতদিন তাঁহার সেবা করিতেছেন, রাতদিন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সকল কষ্ট ভুলিয়া আছেন। এমন যে দুরন্ত, সংক্রামক ব্যাধি, যাহা স্পর্শমাত্র অনেক সময় অনেকের দেহ চিরকালের জন্য পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট, অসংখ্য জ্বালাযন্ত্রণাময় হইয়া যায়, সেই ব্যাধিকেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাতদিন আলিঙ্গন করিতেছেন। ভাবিয়া দেখ, কি কঠোর কর্ত্তব্য-সাধন—কি অলৌকিক ব্যাপার! কিন্তু কেবল ইহাই নহে, ইহার আরও মহত্ত্ব আছে—শোন। সেই গলিত দুর্ভাগ্য লোকটার শরীরেই যে একমাত্র গলদ, তাহা নহে, মনেও ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার সেই গলিত আবরণের মধ্যে যে অবিকৃত মনটী ছিল, তাহা একদিন দেহাপেক্ষাও গলিত হইয়া গেল! সতী-নারী স্বামীর মনটি পাইলেই সুখী, সাধ্বী রমণী প্রিয়তমের মনের নির্ম্মলতারই একমাত্র ভিখারিণী—কিন্তু এই পুণ্যবতী রমণীর সেইটুকুও একদিন হারাইয়া গেল। সেই গলিত-কুষ্ঠরোগী একদিন এক বারবনিতার রূপে মুগ্ধ ও উন্মত্ত। এমন যে সাধ্বী স্ত্রী, যে তাঁহাকে নিজের সুখ দুঃখ

তুচ্ছ করিয়াও সেবা শুশ্রূষা করিতেছে, নিজে পরমাসুন্দরী হইয়াও, তাঁহার গলিত রূপে চিরকাল মুগ্ধ রহিয়াছে, নির্ব্বিকার-অন্তরে অম্লানবদনে যথা তথা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার জন্যও তাঁহার মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক হইল না, তিনি তাহাকে তখন বিষবৎ দেখিতে লাগিলেন। সতী, স্বামীর সেই অবস্থা দেখিয়া অনুসন্ধানপূর্ব্বক সকলই জানিতে পারিলেন। জানিয়া কি অলৌকিক কাণ্ড করিলেন। যখন দেখিলেন, কিছুতেই তাঁহার স্বামীকে :সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর নহে, পরন্তু তাঁহার জীবনীশক্তি সেই ললনার বিরহে দিন দিন নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়া আসিতেছে, তখন একদিন স্বামীকে স্ব-স্কন্ধে বহন করিয়া সেই ঘৃণিত রমণীর নিকট লইয়া গেলেন, এবং আপনার সর্ব্বস্ব দিয়াও তাহাকে তাঁহার স্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল যাহা হইবার হইল—এই করুণ ও অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সেই উভয় পাতকীই একসঙ্গে উদ্ধার পাইয়া গেল! তাহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল! সতীও বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া তাঁহার স্বামীকে জয়লব্ধ সামগ্রীর মত আবার ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন। দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এখন আশা করি, আমাদের ঘরের লক্ষ্মীগণও এইরূপ সংসারের সকল বিপদাপদ ও দুর্ভাগ্যকেও এইরূপ ধৈর্য্য ও আত্মসন্তোষ দ্বারা নিজ চেষ্টায় সুখের অবস্থায়

অবস্থায় পরিণত করিতে পারিবেন। বাস্তবিক সুখ দুঃখ কাহারও অবস্থাগত নহে,—মনোগত। সুখ-দুঃখ অবস্থায় নহে—লোকের মনে। কেহ শাকান্ন খাইয়াই সুখী। পূর্ব্বোক্ত রমণী সেই গলিত-দেহ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া যে সুখ পাইতেন, কে জানে রাজপ্রাসাদে রত্নপালঙ্কে শুইয়া সহস্র দাসদাসীর সেবা শুশ্রূষা গ্রহণ করিয়াও অনেক ভাগ্যবতী ললনা সে সুখ অনুভব করিতে পারেন কি না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইচ্ছা থাকিলে ও বুদ্ধি থাকিলে এবং স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখিলে, সকলেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কার্য্য উপেক্ষা করিয়া ভাগ্যলব্ধ অবস্থাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও তজ্জন্য মনকে অসুখী করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রীলোকের মন সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত থাকিলে পরিবারে অনেক উপকার হয়। ঘরের লক্ষ্মীরা যদি সারাদিন মেঘাক্রান্ত আকাশের মত মুখটী ভার করিয়া বসিয়া থাকেন, তবে কোন্ পরিবার সুখী হইতে পারে? পরিবারের লোক জন অসন্তুষ্ট থাকিলে, কোথায় না বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়? শয়নে, গমনে, রন্ধনে, প্রতি গৃহ-কার্য্যে কোথাও কেহ সুখ পায় না। সুতরাং সুব্যবস্থা, সুশৃঙ্খলা ও পারিবারিক সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল চাহিলে, সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক অসন্তোষের ভাব মন হইতে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে।

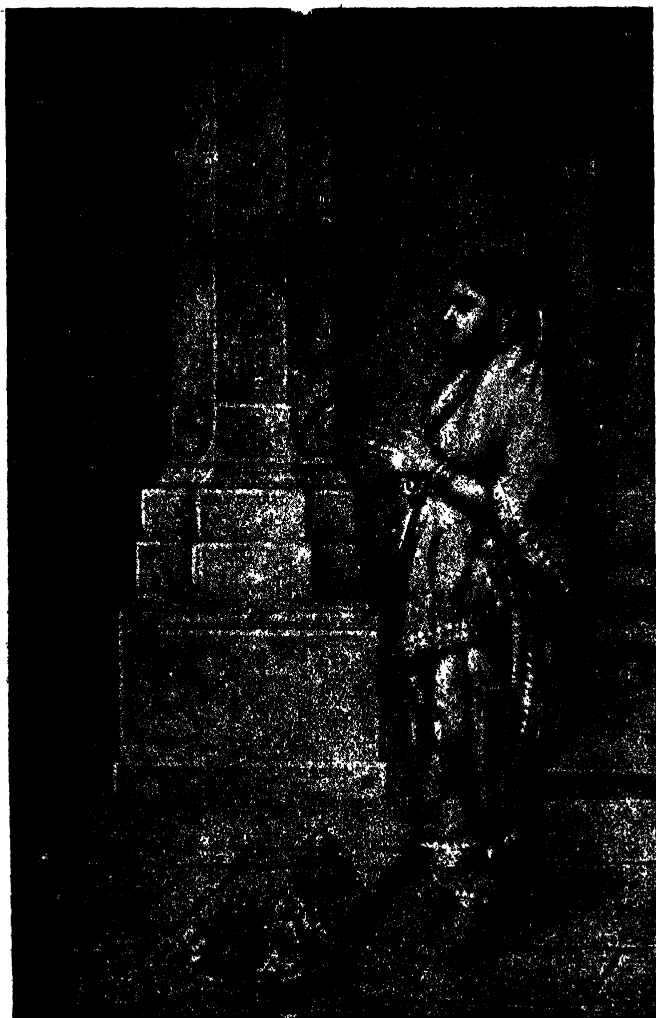
শ্রমশীলতা

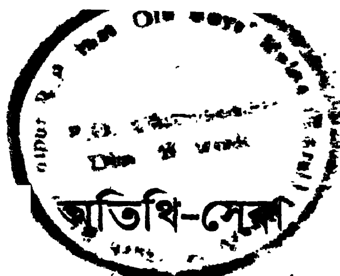
পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শ্রমশীলতার প্রয়োজন অল্প নহে। পুরুষের যেমন বাহিরে শত কার্য্য আছে, স্ত্রীলোকেরও তেমনি ঘরের ভিতর শত কার্য্য রহিয়াছে। সেই সব কার্য্য না করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ত্রিবিধ ক্ষতি হয়। রাতদিন গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পরিশ্রম করিলে, সেই শরীর সঞ্চালনে দেহ সুস্থ থাকে। শ্রমশীল রমণীকে রোগশোকে বড় আক্রমণ করিতে পারে না, জরাজীর্ণতাও শীঘ্র আয়ত্ত করে না। সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে মনও খুব প্রফুল্ল থাকে। প্রথম প্রথম কার্য্য করিতে একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু কয়দিন পরেই সে ভাব চলিয়া যায়! অলসের মত বসিয়া থাকিলে মন ক্রমেই নির্জ্জীব হইয়া আসে এবং একটু একটু করিয়া খিটখিটে হইয়া পড়ে। "আলস্য" নামক পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিব। এখন এ সম্বন্ধে আর একটা প্রশ্নের আমাদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যাহার অবস্থা ভাল, অসংখ্য দাস দাসী আছে, তাহার গৃহকর্ম্ম না করিয়া বসিয়া থাকাতে কিছু আসে যায় কি? আমরা বলি,

অবশ্য যায়। দাসদাসীকে নিযুক্ত করিতে হয় কর, কিন্তু নিজে তজ্জন্য অলস হইয়া রোগ,শোক ও মনের অপ্রফুল্লতা নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে কেন ? তোমার চারিটা দাসদাসী রাখিলে গৃহকর্ম্ম করিতে হয় না, সেস্থলে তিনটী রাখিয়া আর একটার স্থলে নিজেকে নিয়োজিত কর। তাহাতে অর্থ-সঞ্চয়ও হইবে, মনও প্রফুল্ল রহিবে। পরন্তু গৃহ-কর্ম্মগুলি বেশ সুশৃঙ্খলরূপে চলিবে। ঘরের লোকে তত্ত্বাবধান না করিলে কোন্ গৃহ-কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে ? টাকা পয়সা আছে বলিয়াই তাহা অনাবশ্যক ব্যয় করিতে হইবে—তাহার কিছু অর্থ নাই।

স্নেহ-মমতা

যে স্ত্রী যত বেশী স্নেহময়ী, তাঁহার চরিত্র তত বেশী উন্নত। পুরুষের শ্রেষ্ঠতার বিচার যেমন পুরুষকার দ্বারা করিতে হয়, নারীর শ্রেষ্ঠতাব বিচারও তেমনি বিনয়, সৌজন্য, কোমলতা ও স্নেহশীলতা দ্বারা হইয়া থাকে। কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অহঙ্কার—এই সব নারীর পক্ষে বড় ভীষণ। এগুলিতে আক্রান্ত হইলে নারীর নারীত্বই চলিয়া যায়। সুতরাং সকলকে স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিবে। গরীব দুঃখীদিগকে, এমন কি শত্রুকেও কদাচ বিরূপভাবে দর্শন করিবে না। পরদুঃখ-কাতরতা নারীকে বড় মহিমময়ী করে। কোন নিঃসহায় রোগীর কিংবা বিপদ্-গ্রস্ত লোকের প্রতি যখন কোন রমণী কাতর-দৃষ্টিতে সেবা-শুশ্রূষা ও যত্নবর্ষণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে কোনও স্বর্গের দেবী বলিয়াই মনে হয়। এই গুণটীতে রমণীর যত শোভা বর্দ্ধন করে, বোধ হয়, ত্রিভুবনের সমস্ত রত্নালঙ্কারেও তত শোভা হয় না। যত্নপূর্ব্বক ইহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। কেবল আত্মীয় স্বজন কিংবা স্বামী নহে—পৃথিবীর যাবতীয় ব্যক্তিকেই প্রীতির চক্ষে দেখা রমণীর কর্ত্তব্য।





অতিথি-সেবা

স্নেহশীলতার সঙ্গে সঙ্গেই অতিথি-সেবার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকগণ যেমন সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখিবেন, অতিথিকে তেমন পরম যত্নে সেবা করিবেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই অতিথি-সেবা রমণীগণের একটী শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। পাণ্ডু সহধর্ম্মিণী কুন্তী, দাতাকর্ণ-মহিষী প্রভৃতি আর্য্য-রমণীরা এই অতিথি সৎকার্য্যের চূড়ান্ত প্রমাণ দেখাইয়া ধন্যা হইয়া গিয়াছেন। কুন্তীদেবী দুর্ব্বাসা-ঋষিকে তপ্ত-মিষ্টান্ন ভোজন করাইতে যাইয়া হস্ত পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, কর্ণমহিষী অতিথির আব্দার রক্ষার্থ স্বামিসহ নিজ হস্তে খড়্গ গ্রহণ করিয়া আপন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকেও বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অতিথি-সেবা মঙ্গলজনক এবং রমণীর একান্ত কর্ত্তব্য না হইলে অবশ্যই তাঁহারা এতদূর অগ্রসর হইতেন না। আজকাল অনেক গৃহস্থের বধূকে অতিথি-সমাগম দেখিলে বিরক্ত হইতে দেখা যায়। তাঁহারা হয় ত নারায়ণস্বরূপ অতিথিকে গৃহদ্বারে দেখিয়াও তেমন একটা জিজ্ঞাসাবাদ করেন না, কখনও কখনও হয় ত তাহার প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও দেখান। ইহা একান্ত নিন্দা ও দুর্ভাগ্যের বিষয়। সর্ব্বপ্রযত্নে এই নিন্দা ও দুর্ভাগ্য হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে।

দেব-সেবা

অতিথি-সেবার পরে দেবসেবা উল্লেখযোগ্য। দেবসেবা ও ব্রত পূজাদি স্ত্রীলোকের মনকে যত পবিত্র ও নির্ম্মল করে, তেমন আর কিছুতেই করিতে পারে না। সারাদিনের উপবাসের পর, রমণীগণ যখন সচন্দন বিল্বপত্রাদি লইয়া পুষ্পরাশির ভিতরে দেবারাধনায় বসিয়া থাকেন, অথবা নানা পূজোপচারাদির মধ্যে আপনাকে ব্যস্ত করিয়া তুলেন, তখন মনে হয়, এমন সুন্দর আর কিছু আছে কি? তখন তাঁহাদিগের মনে যে পবিত্রভাব ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের বিকাশ হয়, তাহা কে বুঝিবে? বঙ্গীয় ললনাদিগের নিকট আমি অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন একবার এই আনন্দলাভের চেষ্টা করিয়া দেখেন। আমাদের বালিকা-ব্রতের ছড়াগুলি এবং মঙ্গলচণ্ডী, সত্যনারায়ণ ও অন্যান্য স্ত্রী-ব্রতের কথাগুলি বড়ই সুন্দর ও উপদেশপূর্ণ। সে সকল পড়িতে পড়িতে, শুনিতে শুনিতে ও উচ্চারণ করিতে করিতে মনে যে কি এক স্বর্গীয় ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা সেই পাঠিকা, শ্রোত্রী ও উচ্চারণকারিণী ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। আমার পাঠিকাগণের মধ্যে যেন সকলেই একবার সেই ভাবাস্বাদন করিতে যত্নবতী হন। আধুনিক শিক্ষিতা নব্য

রমণীদের মধ্যে অনেকেই আজকাল দেব-সেবার কাছ দিয়াও যান না। কখনও কিছু ব্রত পূজাদি উপস্থিত হইলে, তাহা পূজক ব্রাহ্মণ দ্বারাই কোনওরূপে সম্পন্ন করিয়া লয়েন—ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! দেবগণ যেন আজকাল আমাদের কৃপা-ভিক্ষার্থী একদল অপরিত্যজ্য গলগ্রহ-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগকে ছাড়িতেও পারা যায় না, আবার আদর-যত্ন করিয়া রাখিবারও প্রবৃত্তি নাই। ইহা যে কেবল ক্ষতিজনক তাহা নহে, মূর্খতামূলকও বটে। তাঁহারা যদি একবার কায়মনোবাক্যে ভক্তিভরে দেবতাকে ডাকিতে পারেন, তবে বুঝিবেন যে, এই দেবসেবায় যে সুখ, যে শান্তি ও যে আনন্দ নিহিত আছে, তাহা তাঁহাদের রত্নালঙ্কারে, ভোগ বিলাসে বা নাটক-নভেলে নাই। তাঁহারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়।

সেবা-শুশ্রূষা

অতিথিসেবা ও দেব-সেবার পরে পরিজনের সেবা-শুশ্রূষার কথাও উল্লেখযোগ্য। কেবল পরিজনের কেন, আপন, পর, শত্রু, মিত্র, সকলেরই সেবা-শুশ্রূষা করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। সেবা-শুশ্রূষা স্ত্রীলোকেরা যেমন করিতে পারেন, পুরুষেরা তেমন পারেন না। এজন্য সেবা-শুশ্রূষা প্রধানতঃ স্ত্রীলোকেরই কার্য্য বলিতে হইবে। স্বামীর সেবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা, ছেলে-মেয়েদের তত্ত্বাবধান—এই গুলি না করিলে স্ত্রীলোকদিগের স্ত্রীত্ব ঘুচিয়া যায়। এগুলি পালন করিলে আমাদের হিন্দুশাস্ত্রমতে তাঁহাদিগের অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পরিজনের সেবা-শুশ্রূষাই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যের প্রায় পনর আনা অংশ সর্ব্বদা জুড়িয়া রাখে, দৃষ্ট হয়। সুতরাং যাহাতে সুচারুরূপে অল্প সময়ে এই কর্ত্তব্যটী সদাসর্ব্বদা পালন করিতে পার, তাহার জন্য সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিও।

শয্যাগত রোগীর নিকটে শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকের মত বন্ধু আর নাই। তাঁহারা যে কেবল ভাল শুশ্রূষা করিতে পারেন, তাহা নহে, তাঁহাদের স্নেহমমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ কান্তি দেখিলেই পীড়িতের মনে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি, সুখ ও ভরসার

ছবি আসিয়া উদয় হয়—তাহাতেই তাহার রোগযন্ত্রণার অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা রোগীর আর অধিক কি প্রার্থনীয় হইতে পারে?

পরিবার, প্রতিবেশী, এমন কি পরিচিত কোনও ব্যক্তির রোগ শোক উপস্থিত হইলেই, কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে, তাহাদের শুশ্রূষা করিতে অগ্রসর হইবে। স্ত্রীলোকগণ সকল ব্যক্তির নিকটে নিঃসঙ্কোচে উপস্থিত হইতে পারেন না—যা'র তা'র নিকটে গমন করাও তাঁহাদের উচিত নহে। এ অবস্থায় তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষার উপযুক্ত পাত্র কে, তাহা তাঁহাদের শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও স্বামীই নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। আমাদের মতে এমত স্থলে স্বামীর অনুমতি লওয়াই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। পীড়িত ব্যক্তির নিকটে যাইবার কোনও বাধা না থাকিলে, শত্রু বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিও না। আমরা অনেক সময় এমন দেখিয়াছি যে, অনেক স্ত্রীলোক ঝগড়া করিয়া ভাসুর-বধূ, দেবরবধূ, ও ননদ প্রভৃতিরা রুগ্নাবস্থায়ও সংবাদ লন না। ইহার ন্যায় জঘন্য ব্যবহার বুঝি আর নাই। পীড়িত শত্রুর প্রতিও সদয় ব্যবহার ও আবশ্যক বোধে শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য—হিন্দুশাস্ত্রের এই নীতি।

সৌজন্য

লজ্জা, বিনয় ও গাম্ভীর্য্য প্রভৃতির মত সৌজন্যও স্ত্রীলোকের একটী প্রধান ভূষণ। লোকের মনোহরণার্থ ইহার তুল্য ব্রহ্মাস্ত্র আর নাই। স্ত্রীলোক সুন্দরী হউন, বিনীতা হউন বা গম্ভীরা হউন, কিন্তু যদি লোকের সহিত সৌজন্যসহকারে ব্যবহার করিতে না পারেন, তবে কিছুতেই লোকের আদর ও প্রশংসালাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে সুন্দরী, বিনীতা ও লজ্জাশীলা না হইয়াও অনেক রমণীকে এই সৌজন্যের জন্য লোকের মনস্তুষ্টি করিতে দেখা যায়। সুতরাং পরিবারের প্রিয়পাত্রী হইতে হইলে, এই গুণটীকে যত্নপূর্ব্বক অর্জ্জন করিতে হইবে। প্রত্যেকের প্রতি ভদ্র, মিষ্ট ও শান্তশিষ্ট ব্যবহারকে সৌজন্য বলে। যাহাকে যে কথা কহিবে, খুব প্রিয়বাক্যে বলিবে। প্রিয়বাদিনী হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ বাঞ্ছনীয়। মুখরা স্ত্রীলোককে প্রায় কেহই ভালবাসে না। প্রিয়বাক্যে, প্রিয় ভাব-ভঙ্গির সহিত সকল কথার উত্তর দিলে, সকলেই সন্তুষ্ট হয়। পরিবার রক্ষার্থ স্ত্রীলোককে সর্ব্বদাই এই গুণটীর ব্যবহার

করিতে হইবে। মনে মনে শত্রুতা বা বিদ্বেষ-ভাব রাখিয়াও যদি মিষ্টবাক্যে সকলকে তুষ্ট রাখিতে পার, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? তাহাতে পরিবারের অনেক কলহ, অনেক বিবাদ ও অনেক অশান্তি দূরীভূত হইয়া যায়।

কর্ত্তব্য-জ্ঞান

এই সকল গুণগ্রামের উল্লেখের পরে, একটা সাধারণ গুণ-লাভের জন্য পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করিব। ইহার নাম কর্ত্তব্য-জ্ঞান। যথনই কোন কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখনই বিবেচনা করিয়া দেখিবে, সে স্থলে তোমার কি করা উচিত, এই কার্য্য-সম্বন্ধে তোমার উপর স্ত্রীধর্ম্মের কি দাবী আছে? হুজুগের স্রোতে বা দশজনের অনুরোধে অনুনয়ে বা আপন স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত সেই কর্ত্তব্যপথ হইতে কখনও বিচলিত হইও না। কোন একটা গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইলে, সে স্থলে তোমার কি করা উচিত, তাহা বুঝিতে পার না বলিয়া, নিজের মতলব-মত কিছু করিও না। বিবেচনা করিয়া দশজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া, স্ত্রীধর্ম্মের উপদেশ লইয়া যাহা ভাল বোধ কর, তাহাই করিও। একবার কর্ত্তব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, কিছুতেই আর তাহা হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে—তাহাতে যতই কেন স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত হউক না—ক্ষতি কি? পরিণামে কর্ত্তব্য পালনের অবশ্যই জয় হইবে—সেই জয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে।

সতীত্ব

আমরা এতক্ষণ স্ত্রীলোকের অনেক গুণের কথা বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু স্ত্রীলোকের যে'টী সর্ব্বপ্রধান গুণ, স্ত্রীলোকের যে'টী সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম, তাহার কথা এখনও কিছু বলা হয় নাই। এই পুস্তকে "পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য" অধ্যায়ে সেই কথা যথাসম্ভব বর্ণিত হইবে; এখন এইস্থানে, আমি আমার কোনও আত্মীয়ের গ্রন্থ হইতে, সেই সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা উল্লেখ করিব।

নানাশাস্ত্রবিদ্ স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'আর্য্যধর্ম্ম-তত্ত্ব' নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে স্ত্রীলোকদিগের এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"বিবাহিতা স্ত্রীর একমাত্র পাণিগ্রাহক পতির সহিত যে ধর্ম্মানুগত সংযোগ, তাহাকেই সতীত্ব-ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নরনারী এই সতীত্ব-ধর্ম্মের গৌরব করিয়া থাকেন। যাহারা প্রবৃত্তির দুর্জ্জয় শাসনে পদস্খলিতও হয়, তাহারাও এই মহাধর্ম্মের অগৌরব করিতে সাহস পায় না। বিশেষতঃ শাস্ত্র সতীত্ব-ধর্ম্মকেই রমণীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতএব সতীত্ব-রত্ন-হীনা নারী রূপবতী হইলেও কুৎসিতা এবং ধন-বতী হইলেও কাঙ্গালিনী। আর নিতান্ত দীন-হীনা কুরূপা নারীও সতীত্ব-রত্নে বিভূষিতা হইলে তিনি পরমা সুন্দরী ও মহাধনবতী বলিয়া সম্মানিতা হইয়া থাকেন। সতীত্ব-ধর্ম্মের অপার মহিমা! ইনি মৃতের জীবনদানে সক্ষম। সতীর বাক্যে অগ্নির দাহিকাশক্তি শীতলতা ধারণ করে। পুরাণশাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান থাকিয়া সতীত্ব-ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এই সতীত্ব-ধর্ম্মের প্রভাবে সতী সাবিত্রী মৃত-পতি সত্যবানের পুনর্জ্জীবন দানে সক্ষম হইয়াছিলেন। নারীকুলললাম সাবিত্রীর সেই পবিত্র ঘটনা সুদূর-বর্ত্তী অতীতের নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলেও তাহার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ আজিও আর্য্যনারীর ধর্ম্ম-প্রবণ হৃদয়কে প্রতিভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। আজিও আর্য্যনারীগণ সতী সাবিত্রীর পবিত্র নামে ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সাবিত্রীব্রত যথাবিধি উদ্‌যাপন করিতে পারিলে ভবিষৎজন্মে সতী-সাধ্বী হইয়া ভূভারতে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং পতির সহিত অবিচ্ছেদে নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

আর্য্যনারী সাবিত্রী-ব্রত ব্যতীত আরও অনেকগুলি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; সে সকল কেবল পতি-সৌভাগ্য কামনা এবং চিরজীবন পতি-প্রেমাধীনতা ও পতিসহ অবিচ্ছেদে জীবনাতিপাত উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। যাঁহারা হিন্দু-রমণীগণের ব্রতোপবাসাদি

উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা আত্ম-কুসংস্কার পরিহার করিয়া সরল-মনে হিন্দু-রমণীগণের অনুষ্ঠিত ব্রতের উদ্দেশ্য ও কামনা সকল অবগত হইতে চেষ্টা করুন, তৎপরে যদি নারীগণ নিন্দাভাজন হন, নিন্দা করিবেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তির কারণ থাকিবে না। নচেৎ না জানিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগের প্রতি এতাদৃশী অবজ্ঞা প্রদর্শন করা নিতান্তই অবিবেচনার কার্য্য।

আর্য্যনারীগণ, একমাত্র পতিকেই যথাসর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা পতির প্রেমধনে ধনী হন, তবে সংসারে শত দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্পীড়নেও কিছুমাত্র ভীত বা ক্লিষ্ট হন না। সে সকল সাংসারিক জ্বালা ও যন্ত্রণা হাস্যমুখে সহ্য করিতে তাঁহারা চিরাভ্যস্ত। নারীর গৃহ, লক্ষ্মীর আশ্রয়স্থান। দেবতারাও সতী-সংসর্গ শ্লাঘনীয় মনে করেন। ত্রিতাপতাপিত মানবের ভাগ্যে যদি সতী-সংসর্গে ক্ষণকালও অবস্থিতির সুযোগ ঘটে, তবে সতীর পবিত্র সহবাসে তাঁহার সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হয়। সতীর সহবাস যে কিরূপ সুখের অবস্থা, তাহা বর্ণনায় উপলব্ধি করা যায় না। যদি সৌভাগ্যক্রমে কেহ তাদৃশ সম্পদ্ লাভ করিয়া থাকেন, তবে কেবল তিনিই তাহার মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

হিন্দুর পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ অসংখ্য সতীনারীর পবিত্র কাহিনীতে পরিপূর্ণ। রামায়ণে যখন আমরা সীতা-চরিত্র পাঠ করি, তখন সেই স্বভাবের প্রিয় দুহিতা আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে পবিত্র জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া দণ্ডায়মান হন। আমরা তাঁহার অলৌকিক রূপমাধুরী, অমানুষী সরলতা, অতুলনীয় সহিষ্ণুতা, এবং অনন্যসাধারণ পত্যনুরক্তি, স্নেহ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া যাই। আমাদের অহঙ্কৃত মস্তক ধীরে ধীরে অবনত হইয়া পবিত্র মূর্ত্তির চরণতলে লুন্ঠিত হইয়া পড়ে। অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য আমরা এই পাপপূর্ণ পৃথিবীর কথা ভুলিয়া যাই। স্বর্গীয় সৌরভে অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। ভক্তি-প্রেমের বিমল স্রোতে মানসিক পাপ-কলঙ্ক বিধৌত হইয়া যায়। সতীর কথায়, সতীর আচরণে পার্থিব পঙ্কিলতার সংস্রব নাই, উহা সর্ব্বদা দেবভাবে পূর্ণ। রামায়ণ হইতে সীতাদেবীর শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত দুই একটী কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রিয় পাঠকপাঠিকা-দিগকে উপহার দিতেছি, দেখিবেন, তেমন অবস্থায় পড়িয়া তেমন ভাবের কথা আর্য্যনারী ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রত্যাশা করা যায় না।

প্রজারঞ্জনানুরোধে সূর্য্য-বংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্র প্রাণপ্রিয়া জানকীকে নিতান্ত পূতচরিত্রা জানিয়াও নির্ব্বাসিতা করিয়া-ছিলেন। সেই রাজনন্দিনী রাজবধূ আজি একাকিনী বনবাসিনী

হইতেছেন। শ্রীরামের অনুজ শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সীতাকে ভাগীরথীর পরপারে উত্তীর্ণ করাইয়া সম্মুখে বিষণ্ণমুখে দণ্ডায়মান। তিনি কিরূপে সরলহৃদয়া পতিপ্রাণা রাজমহিষীকে জ্যেষ্ঠের এই নিষ্ঠুর আদেশ জানাইবেন, এই ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। বাষ্পবারিতে লক্ষ্মণের নয়নযুগল অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শোকাবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণ শ্লথনয়নে সীতার শ্রীচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। জানকী প্রাণের দেবর লক্ষ্মণের ঈদৃশী শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া কোন অভাবনীয় বিপদাশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলিতেছেন, লক্ষ্মণ! বল, অকস্মাৎ তোমার এইরূপ বিষম ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন? বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোন অমঙ্গল সংবাদ পাও নাই? সীতার এই বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না; যে আর্য্যপুত্র তাঁহার প্রতি রাক্ষসের ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, সীতার প্রথমে ভাবনা সেই আর্য্যপুত্রের অশুভ-সংবাদ। তিনি সরলার সেই সরল বাক্য শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন তিনি সীতার নির্ব্বন্ধাতিশয় অনুরোধে স্বরূপ বলিতে বাধ্য হইলেন। বলিলেন, আর্য্যে! দুরাচার লক্ষ্মণ, আর্য্য রামচন্দ্রের আদেশে আপনাকে বাল্মীকির তপোবনে নির্ব্বাসিতা করিতে আসিয়াছে; এই সেই তপোবন। শুনিয়া

সীতার মস্তক ঘুরিয়া গেল; চক্ষু আঁধার হইয়া আসিল; তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। তৎপরে লক্ষ্মণের শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ করিলেন। তখন তিনি লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! কি অপরাধে প্রভু আমায় নির্ব্বাসিতা করিলেন? লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যে! যদি চন্দ্রে দাহিকা-শক্তি, অগ্নিতে শীতলতা-শক্তি সম্ভাবিত হয়, তথাপি আপনার নির্ম্মল চরিত্রে দোষস্পর্শ সম্ভাবিত হয় না। আর্য্য রামচন্দ্র আপনাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধস্বভাবা ও একান্ত পতিব্রতা জানিয়াও, কেবল প্রকৃতি-রঞ্জনানুরোধেই, রাজধানী হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছেন। শুনিয়া সীতার অন্তরাত্মা শান্তিলাভ করিল; হৃদয়ের আনন্দ মুখদর্পণে প্রতিফলিত হইল। তিনি বলিলেন, লক্ষ্মণ! আমি যে প্রভুর চরণে কোনও অপরাধ করি নাই, আমি যে বিনা দোষে পরিত্যক্তা হইলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আজ যদি কোনও দোষের জন্য আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ নিগৃহীত হইতাম, তবে এ কলঙ্ক-জীবন রাখিয়া পৃথিবীকে কলঙ্কিতা করিতাম না। আমার আরও সুখের বিষয় এই যে, তিনি প্রকৃতি-রঞ্জনানুরোধে আমাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। আমার প্রাণেশ্বর যে সেই রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে এইরূপ সঙ্কটস্থলেও সমর্থ হইয়াছেন, নারীর পক্ষে ইহা

হইতে আর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে? লক্ষ্মণ! অভাগিনীর অদৃষ্টে এইরূপ দুর্লভ পতিসৌভাগ্য ঘটিলেও আজি যে দুঃখসাগরে পতিত হইলাম, তাহার কূল দেখিতেছি না। লক্ষ্মণ! আমার অদৃষ্টই এই দুঃখের হেতু, ইহাতে প্রভুর বিন্দুমাত্রও দোষ নাই। বিধির ইচ্ছাই সর্ব্বদা বলবান্; ভবিতব্য খণ্ডন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আমি এই বনবাসজনিত ক্লেশকে কিছুমাত্র গণনা করি না। প্রভুর চরণ-সেবা করিতে পাইলে দাসী ইহা হইতে শতগুণ ক্লেশকেও গ্রাহ্য করে না। যাহা হউক, তুমি প্রভুকে আমার এই ভিক্ষা জানাইও যে, আমি তাঁহার পত্নীরূপে বিসর্জ্জিতা হইলেও প্রজা-রূপে তাঁহারই অধিকারে অবস্থিত করিব। আমি এই নির্জ্জন বনে অবস্থান করিয়াও যদি তাঁহার কুশল সংবাদ জানিতে পাই, তবেই আমি সুখী। অতএব সামান্য প্রজার ন্যায় আমি যেন রাজ-কুশল জানিতে পাই। ইহাতে যেন সীতা বঞ্চিতা না হয়, এই করিতে বলিও ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা আছে। *

এমন সাধ্বী সতী নারী ধরাধামে দুর্লভ। ভারতের যে কোন সতী-রমণীর চরিত্র আমরা পাঠ করি, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যাই। সতীর চরিত্র এইরূপ স্বর্গীয় মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ বলিয়াই শাস্ত্র সতীত্বের এত মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছে।

---

* সীতাদেবী শ্রীজলধর সেন—১৲

এ দেশীয় আর্য্যনারীগণ যে সতীত্ব-ধর্ম্মকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ মনে করেন, সতী-দাহ ও জহর-ব্রত তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ। পতির মৃত্যুর 'পর জীবিত পত্নী সেই মৃত পতির সহ এক চিতায় আত্মদেহ আগ্রহের সহিত ভস্মীভূত করার দৃষ্টান্ত আর্য্যনারী ব্যতীত পৃথিবীতে আর কেহ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। পতিই যে সতীর প্রাণ, এই দৃষ্টান্ত তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যদিও কালক্রমে সতীদাহের পক্ষপাতিতা মনুষ্যকে একান্ত অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল এবং সেই অন্ধীভূত অবস্থায় মানুষ অনেক স্থলেই সতীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে স্বর্গপ্রাপ্তি প্রলোভনাদিতে লুব্ধ করিয়া চিতারোহণ করাইত, তথাপি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, তৎকালে প্রকৃত সতীরও অভাব ছিল না। অনেক রমণীই পতির মৃত্যুর পর বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হাস্যমুখে নববিবাহিতা যুবতীর বাসরশয্যার ন্যায় মৃত পতির পার্শ্বে এক চিতায় শয়ন করিতেন এবং প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধীভূত হইতে হইতে সতী স্বয়ং হুলুধ্বনি ও আনন্দসূচক গান করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিতেন। এইরূপভাবে সতীদাহের বিবরণ অনেক মহামনা সত্যবাদী ইংরেজও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন এবং আপনাদের স্মরণ-পুস্তকে এই স্বেচ্ছাকৃত সতীদাহের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। পুস্তকের কলেবর একান্ত বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে বলিয়া ঐরূপ

বিবরণ এস্থলে দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করা গেল না। কেহ অনুসন্ধিৎসু হইলে অনায়াসেই তাহার শত শত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

অপর জহর-ব্রত। ইহাও আর্য্যনারীদিগের সতীত্বের ও আত্মগৌরবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কোন দেশ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হইলে, সেই দেশের রমণীগণ যখন শুনিতে পাইতেন, তাঁহাদের পতিপুত্রাদি যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, দেশ শত্রুকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, তখনই তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া প্রকাণ্ড চিতা প্রস্তুত করিয়া প্রজ্বালিত করিতেন এবং সতীত্বপ্রকাশক গাথা গাহিতে গাহিতে সেই জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। শত্রু তাঁহাদের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করা দূরে থাকুক্, তাঁহাদের ছায়া স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইত না। এ ত গেল পূর্ব্বকালের কথা। সেদিন ভারত-সম্রাট্ আলাউদ্দিন যখন চিতোর নগর আক্রমণ করিয়া অধিকৃত করিলেন, তখন রাজপুতনার মহারাণা ভীমসিংহের প্রধানা মহিষী পদ্মিনীদেবী সপত্নীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। দেশের সমস্ত ক্ষত্রিয়া রমণীই মহারাজ্ঞীর পদানুসরণ করিয়াছিলেন। * রাজমহিষী পরমা সুন্দরী রমণী ছিলেন। তাঁহাকে

* গ্রন্থকার-প্রণীত 'পদ্মিনী' পাঠ করুন।

হস্তগত করার উদ্দেশ্যেই আলাউদ্দিন চিতোর-নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজধানী অধিকৃত হইলে পর, বিজয়ী আলাউদ্দিন অতি উৎসাহের সহিত রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া যখন দেখিতে পাইলেন, সেই বিলাসকানন আনন্দধাম মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, সেই নারীনিকুঞ্জ আজি আর্য্যনারীর সৌন্দর্য্যধাম দেহ-পুঞ্জের শেষ পরিণাম ভস্মরাশিতে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, তখন যেন আলাউদ্দিন শুনিতে পাইলেন, সেই শ্মশানভূমি দন্ত বিকাশ করিয়া কামচর আলাউদ্দিনকে উপহাস করিতেছে। তখন আলাউদ্দিনের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; তিনি আর তথায় ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারিলেন না। ভগ্নান্তঃকরণে এই ভাবিতে ভাবিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ধন্য আর্য্যনারীর সতীত্ব!—ধন্য তাঁহাদের বীরত্ব! তাঁহারা ভারতসম্রাটের অতুল ঐশ্বর্য্যের ও অপ্রতিহত প্রতাপের প্রতি কিছুমাত্র সম্মান করিলেন না। তাঁহারা যখন জানিতে পারিলেন, আপনাদের স্বামী পুত্র ভাই বন্ধু যুদ্ধে হত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞীয় ঘৃত কুক্কুরের ভোগ্য করা অসঙ্গত মনে করিয়া প্রাণের মায়া তাচ্ছিল্য করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিলেন।

ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে; মহাত্মা টড্ সাহেবের স্বহস্তলিখিত রাজস্থানের ইতিবৃত্তে গৌরবের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাসে যাঁহাদের বিন্দুমাত্রও

অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এই সকল বিবরণ অলীক, কল্পিত বা অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে কখনই সাহস পাইবেন না। তবে ঘোর বিদ্বেষী ও হস্তি-মূর্খদিগের কথা স্বতন্ত্র।



স্ত্রীলোকের দোষ

কি কি গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকেরা প্রকৃত কুললক্ষ্মী হইতে পারেন, তাহা দেখান হইল। এইবার কি কি দোষে তাঁহাদের সেই অবস্থা লাভের অন্তরায় ঘটে, তাহা সংক্ষেপে দেখাইব।

স্ত্রীলোকের দোষ দ্বিবিধ। পূর্ব্বে যে সকল গুণের কথা কহা হইল, তাহাদের কোন কোনটীর অভাবই কোন কোন স্থলে এক একটা দোষ; এতদ্ব্যতীত কতকগুলি মৌলিক দোষও আছে।

প্রথমজাতীয় উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে 'সত্যবাদিতা' একটী গুণ, কিন্তু ইহার অভাব 'অসত্যবাদিতাই' একটী দোষ। দ্বিতীয় শ্রেণীর দোষগুলি ঠিক্ এইরূপ গুণের অভাবজাত নহে। তাহারা মৌলিক; যথা—কলহ, বিবাদ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি।

এই প্রথমজাতীয় দোষগুলি পরিহার করিতে হইলে, রমণী-দিগকে উহার বিপরীত গুণগুলিকে বিশেষভাবে অভ্যাস করিতে হইবে, তবেই দোষগুলি আপনা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, কারণ দোষগুলি এই সকল গুণগুলির অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। গুণগুলির যদি অভাব না ঘটে, তবে দোষগুলির অস্তিত্ব অসম্ভব।

দ্বিতীয় প্রকারের দোষগুলি পরিত্যাগ করিতে হইলে কঠোর সংযম আবশ্যক। নিজের মনকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে যত্নপূর্ব্বক সেই সব দোষগুলিকে সর্ব্বদা দূর করিবে।

আমরা পরে পরে এই উভয় প্রকার দোষগুলির কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

অলসতা

আলস্য পুরুষের পক্ষে যেমন নিন্দনীয়, স্ত্রীলোকের পক্ষেও তদ্রূপ। অলস স্ত্রীলোক কখনও গৃহে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া পরিবারের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। স্ত্রীলোকগণ যদি অলস না হইয়া খুব কর্ম্মক্ষম হন, এবং সর্ব্বদা পরিশ্রম সহকারে পরিবারের সেবা-শুশ্রূষা করেন, তবে বোধ হয় আজকালকার এই শ্বশুর-শাশুড়ীদের বধূ-বিদ্বেষ এবং বধূদের শ্বশুর-শাশুড়ী-বিদ্বেষ অনেকটা কমিয়া যায়। অনেক স্ত্রীলোককে দেখা যায়.. শুধু রন্ধন করিলেই আপনাদের কর্ত্তব্যের এক রকম চূড়ান্ত হইল বলিয়া মনে করেন—কেহ কেহ বা তাহাকেও বড় একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে ধরেন না। আজকালের বড়লোকের কন্যারা প্রায় একটু বিলাসী, এবং কাজে কাজেই অলস। তাঁহারা গৃহের কাজ কর্ম্ম এবং রন্ধন-ব্যাপারটাকে নিতান্তই ছোট ঘরের বৌ-ঝির কার্য্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা কেবল সূচ-সূতা লইয়া রুমাল বয়নেই ব্যস্ত। রুমাল প্রস্তুত করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গৃহ-কর্ম্মাদি করিয়া পরিবারের লক্ষ্মীস্বরূপাও হউন। নতুবা কেবল যে পরিবারের ব্যয়বাহুল্য, বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তির কারণ হইবেন তাহা নয়—নিজেরও

সর্ব্বনাশ করিবেন। অলস ব্যক্তির মন ও স্বাস্থ্য অতি শীঘ্র দূষিত হয়। ইহার প্রমাণ স্ত্রীলোকদের বর্ত্তমান হিষ্টিরিয়া রোগ ও সূতিকা রোগ। আমার মনে হয়, • সূতিকা-রোগে আজকাল ঘরে ঘরে এই যে, বিভীষিকার ছবি জাগিয়া উঠিতেছে—ইহার মূলে এই রমণীদিগের অলসতা—আর কিছুই নয়। স্ত্রীলোকেরা যদি শিশুকাল হইতেই শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে যত্ন করেন, তবে বোধ হয় এ দুরন্ত রোগ শীঘ্রই এই দুর্ভাগ্য বঙ্গরমণীসমাজ হইতে দূর হইয়া যায়। আমাদের বড় বড় পরিবার ছাড়িয়া অনেক নীচ অসম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রবেশ করিলে আজকালও অনেক সুস্থ ও সবলকায়া রমণী দেখা যায়। তাহাদিগকে এই দুরন্ত রোগ কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, তাহারা কখনও আমাদের ভদ্রলোকের মেয়েদের মত অলস হইয়া বসিয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করে না, পরন্তু পরিশ্রম-সহকারে স্বহস্তে সকল গৃহকার্য্য করে।

বিলাসিতা

আজকাল স্ত্রী-সমাজে বিলাসিতার স্রোত কিছু প্রবল-বেগে বহিয়াছে। নব্যা রমণী-মহলে ইহার প্রতাপ কিছু অতিরিক্ত রকমের। আজকাল যিনি একটু সুগন্ধি-তৈলে কেশ রঞ্জিত করিয়া একটু পমেটম মাখিতে পারেন, এসেন্সের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়া চলিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণ্যা হন। অন্য দশজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী মনে করেন এবং যথাশক্তি তাঁহার অনুকরণে ব্যস্ত হন। অনেক স্ত্রীলোক স্বামীকে এজন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। স্বামী যদি তাঁহার এই সকল বিলাসিতার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। এমন কি, অনেক সময় ইহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটে। হিন্দুস্থানের রমণীদের পক্ষে ইহা কলঙ্ক। যে দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বামী ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কিছুকেই সত্য মনে করিতেন না, যে দেশে পার্থিব ধন-রত্নাপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতিই সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, সে দেশের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এইরূপ বিলাসিতার প্রতি অনুরাগ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

অবস্থায় কুলাইলে সুগন্ধি তৈল মাখ, বেশভূষার পারিপাট্যেও মন দাও, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু অবস্থায় না কুলাইলে সে জন্য মনে দুঃখ আন কেন? এই বিলাসিতাটা স্ত্রী-জীবনের এমনই কি অত্যাবশ্যক সামগ্রী যে, এজন্য নিজের মানসিক সুখ ও শান্তি নষ্ট করিতে হইবে, বা পরিজনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করিতে হইবে? যদি কেহ পমেটম মাখিয়া এবং এসেন্স উড়াইয়াই মনে করেন যে, তিনি এই উপায়ে দশজনের গৌরব খর্ব্ব করিয়া দিলেন, তবে তিনিও মূর্খ, আর, তোমরা—যাহারা ভাবিতেছ যে, এই পথেই তিনি সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছেন বটে, এবং এই উপায় অবলম্বন করিলে আমরাও অবশ্য সেইরূপ সৌভাগ্যশালিনী হইতে পারিব—সেই তোমরাও মূর্খ। তোমার এসেন্স কিংবা সাবান মাখিবার শক্তি নাই বলিয়া যে সেরূপ বিলাসিনীর নিকটে তোমায় কোনও প্রকার লজ্জাবোধ করিতে হইবে, তাহার কোনও কারণই নাই। এসব ছাড়িয়া নিজের চেষ্টায় নিজের চরিত্রটী যদি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিতে পার, তবেই তোমার অধিক গৌরবলাভের কারণ।

বিলাসিতা যে কেবলমাত্র অনাবশ্যক, তাহাও নহে। ইহার অপকারিতা শক্তিও যথেষ্ট আছে। বিলাসিতায় অনেক সময় স্ত্রীজাতিকে অকর্ম্মণ্য, অলস, রুগ্ন, অহঙ্কারী ও কষ্ট-অসহিষ্ণু করিয়া

ফেলে। ইহাদের সকলগুলিই স্ত্রীজাতির মহৎ দোষ বলিয়া গণ্য। সুতরাং বিলাসিতাকে পূর্ণমাত্রায় প্রশ্রয় দিলে যে স্ত্রীজাতিকে একে একে সকল দোষগুলিকেই প্রশ্রয় দিতে হয়, তাহা নিশ্চিত।

মনে কর, আজ তুমি সৌখিন দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে; ক্রমে যদি ইহাদের ব্যবহার তোমার অভ্যাসের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে, তবে তুমি আর কখনও সেই অভ্যাসটাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিতে পারিবে না। সর্ব্বদা আরামে থাকিতে থাকিতে কার্য্য করিতে তোমার কষ্টবোধ হইবে। কার্য্যে অস্পৃহা জন্মিলে সঙ্গে সঙ্গে অলসতা জন্মিবে। অলসতা আসিলেই ক্রমে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ঘটিবে। ক্রমে শারীরিক এই অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দৌর্ব্বল্যও দেখা দিবে। অতঃপর যাহারা তোমার মত এখন সৌখিন ভাবে চলিতে পারে না, তাহাদিগের অপেক্ষা তোমার নিজেকে একটু শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইবে। অপরকে ঘৃণা করিতে ও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে শিখিবে। একমাত্র বিলাসিতার পরিণামই দেখ এতখানি দাঁড়াইবে। সুতরাং এমন শত্রুকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করাই উচিত।

কেবল সৌখিন দ্রব্য ব্যবহারই যে আজ কাল বিলাসিতার উপকরণ হইয়াছে, তাহা নহে। অলঙ্কারপ্রিয়তা, গৃহকার্য্যে বিরাগ,

শুধু সেলাই, তাম্বুল রচনা এবং গীতবাদ্যাদিতে কালহরণ করা, দশজনের কাছে অত্যধিক অনাবশ্যক চিঠিপত্র লেখা, এই সকল গুলিও বিলাসিতার এক একটা অঙ্গ হইয়া-উঠিয়াছে। অনাবশ্যকে এই গুলিকে কখনও প্রশয় দিবে না।

স্বেচ্ছাচারিতা

স্বেচ্ছাচারিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নহে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে রমণীগণ আজীবন পুরুষের অনুবর্ত্তিনী।

মনু বলেন,—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥
বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥
বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥

অর্থাৎ, স্ত্রীলোকদিগকে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে পতি এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করিবেন, কোন অবস্থায়ই তাঁহাদিগের স্বাধীনতা অবলম্বন করা উচিত নয়।

স্ত্রীলোক বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধাই হউন, নিজ গৃহেতেও কোন কার্য্য স্বাধীন ভাবে করিবেন না।

তাঁহারা বাল্যে পিতার, বিবাহ হইলে স্বামীর, এবং পতি-বিয়োগে পুত্রের বশে থাকিবেন। কখনও স্বাধীন হইবেন না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও এইরূপ একটী শ্লোক আছে—

তিষ্ঠেৎ পিতৃবশে বাল্যে ভর্ত্তুঃ সম্প্রাপ্তযৌবনে।
বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং ন স্বতন্ত্রা ভবে কচিৎ॥

অর্থাৎ, তাঁহারা বাল্যে পিতা মাতার, যৌবনে স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্বামীর বন্ধুবর্গের অর্থাৎ পুত্রাদির বশবর্ত্তিনী—এই তিন কালে এই তিন অভিভাবকের নির্দ্দেশানুসারে চলিবেন; কখনও স্বতন্ত্র হইয়া চলিবেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতা বলিয়া একটা জিনিষ আদৌ স্ত্রীলোকের নাই। স্ত্রীলোকের বিচার-বুদ্ধি এবং কর্ম্মক্ষমতা পুরুষাপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং নিজের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য এবং জগতের হিতার্থ পুরুষেরাই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। এই জন্যই সর্ব্বদর্শী হিন্দু-শাস্ত্রবিদেরা এই বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা সর্ব্বদাই পুরুষের নির্দ্দেশানুসারে থাকিবেন। এই জন্যই আজকালের সকল দোষ সত্ত্বেও হিন্দুরমণীগণ সর্ব্বপূজ্যা। তোমরা স্বাধীনতার আশু সুখলাভের আশায় মুগ্ধ হইয়া এই মঙ্গলময় অবস্থাটাকে নিতান্ত বিষের চক্ষে দেখিও না। প্রথম দৃষ্টিতে যাহাই বোধ হউক, একটু মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, এই অধীনতার অবস্থাটার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের একটা অতি শান্তিময় ও গৌরবময় ভাবের অঙ্কুর নিহত আছে। যদি একবার সেই অঙ্কুরটীকে অনুভব করিয়া লইয়া জলসেচন করিতে পার, দেখিবে আজন্ম এই পরাধীনতাটুকুকে অলঙ্কার করিয়া রাখিতে আগ্রহ জন্মিবে। অনেক হিন্দুপরিবারের স্ত্রী, সাহেবি ঢঙ্গে চলাটাকে একটা নিতান্ত

সৌভাগ্যের কথা মনে করেন। গাউন পরিয়া টুপি মাথায় দিয়া দশজনের সঙ্গে গল্পগুজব করিতে করিতে, প্রকাশ্য স্থলে হাওয়া খাইতে যাওয়া, হয় ত তাঁহাদের নিকট কত সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু যাঁহারা পতিকে প্রকৃতরূপে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন, পুত্রকন্যার মুখ দেখিয়া পবিত্র স্নেহরসাপ্লুত হইয়াছেন, তাঁহারা কি এই অবস্থাটাকে এতটুকুও প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন? আপনার গৃহকোণে পতি, পুত্র ও কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া যখন একটা আত্ম-বিসর্জ্জনের স্পৃহা তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠে, যখন একটা তন্ময়তার ভাব আসিয়া তাঁহাদের অন্তরে উপস্থিত হয়, তখন কি তাঁহারা সেই গৃহকোণটাকে একটুও অপ্রশস্ত, বা একটুকুও অশান্তির নিকেতন ভাবিতে পারেন? সেই স্নেহ, মমতা ও ভাল-বাসার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিলে, তখন কি তাঁহারা বাহিক এই স্বার্থপূর্ণ স্বাধীনতাটাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন না? তখন তাঁহারা নিশ্চিতই বুঝিতে পারেন যে, রমণীর সুখ—আত্মসুখে নয়—আত্মত্যাগে; রমণীর সুখ সম্ভোগে নয়—বিসর্জ্জনে; রমণীর সুখ বাহিরে নয়—অন্তরে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত এই গূঢ় রহস্যের কথাটী সকলে হয় ত হঠাৎ বুঝিতে পারিবেন না; তাই একদল লোক সর্ব্বদাই স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করিবেন। আমাদের অনুরোধ, তোমরা একবার অন্ততঃ এই অধীনতার অবস্থাটীর

রসাস্বাদ না করিয়া অন্যত্র পদক্ষেপ করিও না। একটু রসাস্বাদ করিলে তোমাদের অবস্থা তোমরাই অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে—তখন উভয় অবস্থার পার্থক্য বেশই বুঝিতে পারিবে।

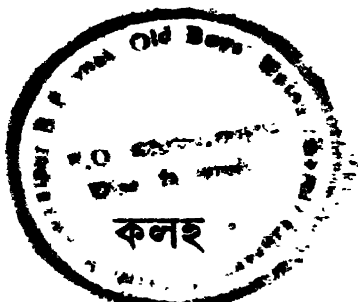
উচ্ছৃঙ্খলতা

শৃঙ্খলা একটী গুণ, উচ্ছৃঙ্খলতা যে শুধু সেই গুণের অভাব তাহা নহে—ইহা একটী প্রকাণ্ড দোষও বটে। রমণীগণ উচ্ছৃঙ্খল হইলে গৃহের দুর্দ্দশার আর অবধি থাকে না। পুরুষগণ যেমন বহির্জ্জগতের কর্ত্তা, স্ত্রীলোকেরাও তেমনি অন্তঃপুরের ভাগ্য-বিধাত্রী। অন্তঃপুরের শৃঙ্খলা রক্ষা বা শাসন সংরক্ষণের ভার পুরুষে লইতে পারে না—কারণ তাহা হইলে তাহাকে বাহিরের কার্য্যে অমনোযোগী হইতে হয়,—সে ভার স্ত্রীলোকেরই বহনীয়। স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের কোথায় কি থাকে না থাকে, কোন্ স্থানে কোন্ জিনিসটী থাকিলে সুবিধা হয় না হয়, কোন্‌টীর পর কোন্ গৃহ-কার্য্যটী কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিতে হয়। নতুবা যে কেবল পরিবারের অন্যান্যেরই কষ্ট হয়, তাহা নহে, তাঁহাদের নিজেদেরও অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়া থাকে। কোথায় কি রাখিয়াছেন স্মরণ নাই—হয় ত শ্বশুর-শাশুড়ী একটী জিনিস চাহিয়া হায়রাণ হইতেছেন, এ অবস্থায় তাঁহাদের ভাগ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন ও কটুবাক্যের ব্যবস্থা হইতে পারে। শ্বশুর-শাশুড়ী পূজায় বসিয়াছেন, আগে ফুলের ডালাটী সাজাইয়া পূজোপ-

চার গুলি সামনে রাখিয়া দিলে চলে, কিন্তু বধূ হয় ত আগে উহা না করিয়া, পূজা হইলে শ্বশুর-শাশুড়ী কি আহার করিবেন তাহার ব্যবস্থা করিতে বসিয়াছেন। এই অবস্থায় এই সামান্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার অভাবে তাঁহার ভাগ্যে বিড়ম্বনা ঘটিতেছে। জিনিসপত্র ঘরে জড় করিয়া রাখিয়াছেন। যেটী নিত্য দরকার সেটী হয় ত কত শত অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর নীচে চাপা পড়িয়া আছে। যখন দরকার পড়িল, তখন হয় ত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াও তাহা খুলিতে পারিতেছেন না—এমন অবস্থায় কত সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে। বিশৃঙ্খলায় এইরূপ আরও কত কি ঘটে।

সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে এই উচ্ছৃঙ্খল ভাবটীকে বর্জ্জন করিবে। গৃহের যথা তথায় কোন জিনিষ ফেলিয়া রাখিবে না, যেটী যেখানে যেরূপ রাখিলে আবশ্যক মাত্রেই পাওয়া যাইতে পারে সেটীকে সেই ভাবে তথায় সাজাইয়া রাখিবে। যেটীর আবশ্যক যত বেশী সেটী তত সহজ-লভ্য স্থানে রাখিবে। যেটীর আবশ্যক যত কম, সেইটী তত দূরে রাখিবে। জিনিসগুলি এরূপ ভাবে সাজাইবে, যেন একটা জিনিসের নাম বলিবা মাত্রই উহা কোথায় আছে মনে পড়ে। নিজের বেশভূষাদি সম্পর্কেও এইরূপ বিধান করিবে। যে যে স্থানে যেরূপ ভাবে যেটি পরিলে সুন্দর দেখায়, সেটী সেই ভাবে পরিবে। গৃহকার্য্য যেটী যখন দরকার সেইটী তখন করিবে; বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ফেলিয়া ভবিষ্যতের জন্য ব্যগ্র হইবে না;

আলস্যবশতঃ কার্য্য স্থগিত রাখিয়া পরে অতীত কার্য্যের জন্য আশু কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিবে না। কথা সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কহিবে—যেন তোমার বক্তব্য বিষয় এবং সেই সম্বন্ধীয় যুক্তি তর্ক সকলেই বুঝিতে পারে ; এ কথার মধ্যে অন্য কথা আনিয়া, এক কথার যুক্তিতে অন্য কথার যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সকল গোল-মাল করিয়া ফেলিও না। প্রত্যেক কথা উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়া শান্তশিষ্ট ভাবে আস্তে আস্তে কহিবে। এইরূপ করিলে কথার শৃঙ্খলা কখনই নষ্ট হইবে না। যেখানে সেখানে উপবেশন করা, যেখানে সেখানে জিনিসপত্র ফেলা—এইগুলি পরিত্যাগ করিবে। এইগুলি উচ্ছৃঙ্খলতার আকর।



কলহ

এইবার স্ত্রীলোকের সর্ব্বাপেক্ষা কদর্য্য দোষের কথায় আসিয়াছি। মনে মনে যতই বিষ পোষণ কর, যতদিন পর্য্যন্ত সেই বিষের চিহ্ন বাহিরে প্রকাশিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত লোকের প্রিয় থাকিতে পারিবে। মনে বিষ পোষণ করিয়া বাহিরে শান্তশিষ্ট থাকাটা যদিও কিছু নয়, তথাপি উহাতেও একটা সুবিধা আছে। পলাশ ফুলের গন্ধ নাই, এজন্য উহাদের আদর অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পাপেক্ষা হীন; কিন্তু তাই বলিয়া যে ফুলের গন্ধও নাই, রূপও নাই, তদপেক্ষা ইহার মর্য্যাদা অল্প নহে। যে ফুলের রূপও নাই, সে ফুল অপেক্ষা সুন্দর পলাশ ফুলের আদর অবশ্যই অধিক। সেইরূপ যাহার ভিতরে ও বাহিরে উভয় দিকেই বিষ, তাহার চেয়ে, যাহার মাত্র ভিতর বিষে কলঙ্কিত তাহার আদরও একটু বেশী। সুতরাং মনে রাগ, অভিমান, ঘৃণা, দ্বেষ থাকিলেও বাহিরে কদাচ উহা প্রকাশ করিয়া কলহের সূত্রপাত করিও না। রাগ, অভিমান, ঘৃণা ও দ্বেষে ভিতর কলঙ্কিত হয়, কলহে বাহির কলঙ্কিত হয়। ভিতরের কলঙ্কমোচন সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, কেন না তাহাতে ইহকাল ও পরকালের জন্য আত্মার উন্নতি হয়। বাহিরের কলঙ্ক-মোচনও

শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য, কারণ তাহাতে পরকালের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি না হউক অন্ততঃ ইহকালের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

মুখরা ও কলহপ্রিয়া রমণীকে কেহ ভালবাসে না। অনেক স্ত্রীলোক কলহ দ্বারা নিজের দোষস্খালন ও প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্রও সিদ্ধ হয় না, বরং ফল ঠিক বিপরীত ঘটে। নিজের যে দোষস্খালনের জন্য তাঁহারা কলহের সূত্রপাত করেন, সে দোষ তাঁহাদের চরিত্রকে যত না কলঙ্কিত করে, তাঁহাদের কলহপ্রিয়তার পরিচয় পাইয়া জন সমাজ তাঁহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট বলিয়া ধরিয়া লন; সুতরাং কলহ করিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা বা প্রাধান্য স্থাপিত করিয়া লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিব—ইহার মত হাস্যকর ভ্রম আর নাই। শান্তশিষ্ট ভাবে লোকের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিলে, শত্রুও সে রমণীকে প্রশংসা করিতে বাধ্য; কিন্তু বিশিষ্ট-ভাবে কলহ করিয়া দুর্ব্বিনীত ভাবের পরিচয় দিলে, তাহাতে প্রিয়জনও মুগ্ধ হয় না। এমন কি, অনেক সময়, যাহার জন্য কলহ করিতেছ, সেও তোমাকে ঘৃণা করিতে চাহে। এজন্য দেখিয়াছি, অনেক পতিগতপ্রাণা রমণী অনেক সময় পতির জন্য অপরের সঙ্গে প্রাণপণ কলহ করিয়াও পতির মনোরঞ্জন করিতে অসমর্থ হন। পতি হয় ত বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অত্যধিক পক্ষপাতিনী বলিয়াই তাঁহার জন্য দশজনের সহিত

বিবাদের সূত্রপাত করিতেছেন, কিন্তু তবু মুখরা বলিয়া তাঁহার চক্ষে, তাঁহার রমণীয়তা দূর হইয়া যায়। পতি পত্নীর পতিভক্তি বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু তথাপি তাহাকে মুখরা বলিয়া মনের সহিত আদর করিতে পারিতেছেন না, বুঝিয়া দেখ, সে কি বিড়ম্বনা।

কলহে যে এইরূপ কেবল নিজের অসুবিধাই ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে। কলহে সমস্ত পরিবারে অশান্তি ঘটে। যে পরিবারের গৃহিণীটি কলহপ্রিয়া, সে পরিবারে কাহারও শান্তি নাই। পতি, পুত্র, দাসদাসী সকলেই এই একটী কারণে সর্ব্বদা অসুবিধা ভোগ করে।

আমাদের দেশে লোকে কথায় বলে "বোবার শত্রু নাই"।— কথাটার বিশেষ মূল্য আছে। কলহপ্রিয়া রমণীগণ সর্ব্বদা এই কথাটী স্মরণ রাখিলে ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। যদি পরিবারের শান্তিরক্ষার ইচ্ছা থাকে, যদি পতি, পুত্র, দাস-দাসী, আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে সুখী করিয়া কুললক্ষ্মী বলিয়া পরিচিতা হইতে চান, তবে এই কথাটী সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিবেন।

পরনিন্দা—হিংসা-দ্বেষ

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেরই পরনিন্দা করার একটা রোগ আছে। প্রায়ই দেখা যায়, পাঁচজন স্ত্রীলোক একস্থলে মিলিত হইলেই—পাড়ার দশজনের সমালোচনা করিতে বসেন। সে সমালোচনা অনেক সময়ই একদিক্‌গামী হয়। সে সকল স্থলে লোকের প্রশংসাবাদের কথা বড় একটা স্থান পায় না; কে কোথায় কি দোষ করিয়াছে, কি নিন্দার কাজ করিয়াছে, তাহাই শতমুখে ব্যাখ্যাত হয়। রামার মা কোথায় কাহার সহিত একটু জোরে কথা কহিয়াছে, শ্যামার মার কোন্ দিকে কোন্ স্থানে একটু ঘোমটা উড়িয়া গিয়াছিল, বিধুর বৌদিদি সেদিন পাকের সময় কোন্ ব্যঞ্জনে একবারের পরিবর্ত্তে ভুলে দুইবার নূন দিয়া ফেলিয়াছিলেন, এই সকল কথারই অতি তীব্র বর্ণনা হয়। এ সকল স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ অন্তঃকরণের লক্ষণ নহে। লোকের খুঁত ধরার অভ্যাস যত পরিত্যাগ করা যায় ততই ভাল। যদি নিজে উচ্চ হইতে চাও, তবে অন্যের উচ্চ গুণগ্রামের প্রতি কেবল লক্ষ্য রাখিবে—অপরের দোষের দিকে তত নজর করিবে না। যদি বুঝিতে পার, তোমার দ্বারা অপরের সেই দোষ কোন প্রকারে সংশোধিত হইতে পারে, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা করিবে,

কিন্তু সে জন্য নিজে কিছু বাহাদুরী লইবে না, বা যাহাদের দোষ সংশোধন করিতেছ, তাহাদের ঘৃণা বা নিন্দাবাদ করিবে না। জগৎকে সর্ব্বদা স্নেহের চক্ষে ও ভালর চক্ষে দেখিবে। তবেই নিজে ভাল হইতে পারিবে।

এ জগৎ সম্পূর্ণই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাঁহার সৃষ্টির কিছুতেই অপ্রীতি করিতে নাই। হিংসা-দ্বেষ না থাকাই শ্রেষ্ঠ অন্তরের লক্ষণ। পরনিন্দা হিংসা-দ্বেষ হইতেই আসে। সুতরাং প্রকৃত আদর্শ নারী হইতে হইলে সকলকেই ভালবাসিতে শিখিবে।

অভিমান ও অহঙ্কার

অভিমান নানা প্রকার। পিতা মাতার প্রতি অভিমান, স্বামীর প্রতি অভিমান, আত্মসম্মান রক্ষার্থ অপরাপরের প্রতি অভিমান।

বিশেষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যে অভিমান, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আজ কালের নব্যা স্ত্রীগণ স্বামীর প্রতি কথায় কথায় অভিমান করেন। কিন্তু সে অভিমান হৃদয়-স্থিত গভীর ভালবাসার একটা রূপান্তর মাত্র। যেখানে প্রেমের ঘনিষ্ঠতা, সেখানে তেমন অভিমানের পূর্ণ অধিকার; কিন্তু সেই অভিমানকে খুব সতর্কতার সহিত প্রশ্রয় দিতে হইবে। একটু পরিমাণের বৈলক্ষণ্য জন্মিল তো এই অভিমান হইতেই সর্ব্বনাশ ঘটিল! 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভ্রমরের কথা মনে পড়ে? সেও এই অভিমান হইতেই বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল। পূর্ব্বকালের রমণীদিগের অত অভিমানের প্রতি আসক্তি ছিল না—কিন্তু তবুও তাঁহাদের ভালবাসা, প্রেম কত গাঢ় ছিল। আজকালের স্ত্রীলোকেরা হয় ত অভিমানের উপর অভিমানের পালা গাইয়াও আর তেমন প্রেমের আসর জমাইতে পারিবেন না! এমন অভিমানে লাভ কি?

এই প্রকার প্রেমের অভিমানই যদি সর্ব্বথা নিরাপদ না হইয়া থাকে, তবে অন্যান্যের প্রতি অভিমান কথনই নিরাপদ নহে। অভিমান হইতে স্বতঃই অহঙ্কার জন্মে। "কি! আমাকে এরূপ অবজ্ঞা করিল, একটু বিবেচনা হইল না।" এই কথা হইতে আসে—"কেন আমিই বা এমন কি হীন, আমিই বা কম কি?" ক্রমে এই ভাবটী আরও জমাট বাঁধিয়া আত্মম্ভরিতায় পর্য্যবসিত হয়। তথন স্ত্রীলোকের সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়।

স্ত্রীলোকের অহঙ্কারে পরিবার নষ্ট হয়, নিজের কোমলতা লুপ্ত হয়,—অন্যান্য নানা সর্ব্বনাশও ঘটে। হিন্দু স্ত্রী মূর্ত্তিমতী ত্যাগস্বরূপা। আদর্শ হিন্দুরমণীগণ আপনাদিগকে সর্ব্বদাই পরার্থে উৎসর্গিত মনে করেন। এমতাবস্থায় অহঙ্কারের সঞ্চার হইলে, তাঁহাদের সেই ত্যাগস্পৃহা আর থাকে না। বস্তুতঃ অহঙ্কারের অভাবেই ত্যাগের সৃষ্টি। সুতরাং প্রকৃত সাধ্বী নারী হইতে বাসনা থাকিলে, অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের মূল এই অভিমানের হাত হইতে নিজেকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিয়া চলিবে।

স্বাস্থ্যের প্রতি
অমনোযোগিতা

বাঙ্গালাদেশের নারীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যতটা অমনোযোগিতা, তেমন আর অপর কোন দেশের নারীদের নয়। একে তো বিলাসিতার স্রোতে তাঁহারা দিন দিন কুড়ে হইয়া পড়িতেছেন, তাহাতে যদি আবার স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি না থাকে, তবে কি করিয়া তাঁহারা অস্তিত্ব রক্ষা করিবেন? এই জন্যই আজকাল আমাদের দেশটা সূতিকা ও হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি কদর্য্য রোগে উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে। এখন হইতে যদি ইহার প্রতিকারের উপায় না হয়, তবে কয়েক বৎসর পরে যে আমাদের দেশের নারীদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিধবার সংখ্যা বেশী ছিল; কিন্তু ইদানীং বিপত্নীকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। সূতিকা রোগে প্রতি বৎসর যে অসংখ্য রমণী প্রাণত্যাগ করিতেছে, এ তাহারই প্রমাণ। আজকাল বৃদ্ধা ও প্রাচীনা অপেক্ষা যুবতীদের মৃত্যুসংখ্যা অধিক।

এই ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রতিকার-কল্পে তোমরা সকলেই সর্ব্বদা নিজ নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। লজ্জা করিয়া বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া—সামান্য অসুখের কথা গোপন রাখা তোমাদের একটা প্রধান দোষ; তোমরা মনে কর—এই উপায়ে তোমরা সংসারের অধিক কাজ করিতে পারিবে; কিন্তু ইহা প্রকাণ্ড ভুল। কত দুর্ভাগ্য রমণী স্বামীর সংসারের কাজের ক্ষতি হইবে বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসুখ গোপন করিতে যাইয়া সাংঘাতিক রোগে পড়িয়াছেন এবং আর সে রোগশয্যা হইতে উঠেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের সংসার দুই দিন পরে একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একদিন একটু বেশী কাজ কর্ম্ম করিতে পারিব বলিয়া অসুখ গোপন করিয়া চিরকালের জন্য কাজকর্ম্ম করিবার পথ বন্ধ করিয়া ফেলা কোন্ বুদ্ধিমতীর কার্য্য? এই কথাটা বিবেচনা করিয়া স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ রাখিবে।

তোমার স্বামী, তোমার পুত্র, তোমার পরিবার—এই সকলের হিতার্থেই তোমার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ করা দরকার। যে পতিপুত্রের জন্য তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পার, সেই পতিপুত্রের জন্য তোমার কি স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত নহে?

যা তা খাইবে না, যেমন তেমন ভাবে চলিবে না, যাহাতে সর্দ্দিতে, গরমে বা কোনও রূপ কুখাদ্যাদিতে অনিষ্ট জন্মাইতে

না পারে, সর্ব্বদা সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবে। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। রান্নার পর সাবান দিয়া গা ধুইয়া ফেলিবে. অপরিষ্কার কাপড়গুলি সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। লজ্জা করিয়া কুখাদ্য খাইবে না, বা উপবাস করিবে না। কাহারও অনুরোধে পড়িয়া অতিরিক্ত ভোজনও করিবে না। রোগ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বামী বা শ্বশুর ও শাশুড়ীকে জানাইবে। কুড়ের মত বসিয়া থাকিবে না—সর্ব্বদা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিবে। নিজের অমনোযোগিতার দরুণ অসময়ে স্নান, অসময়ে আহার করিবে না। রৌদ্র বৃষ্টি ও সর্দ্দি-গরমী হইতে দেহ রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত কাপড় পরিধান ও অন্যান্য সম্ভবপর উপায় অবলম্বন করিবে। গৃহে সর্ব্বদা পরিষ্কার বায়ু যাহাতে চলাচল করিতে পারে, সে জন্য চারিদিক্ আবর্জ্জনারহিত ও পরিষ্কার করিয়া রাখিবে।

রসিকতা ও বাচালতা

রসিকতা ও বাচালতায় একটু প্রভেদ আছে। বাচালতা না করিয়াও রসিকতা করা যায়—তেমন রসিকতা স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনায় অন্যায় নহে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের ভগ্নিপতি, দেবর, ননদ প্রভৃতিকে লইয়া রসিকতা করার রীতি আছে। বিশুদ্ধ ও অক্ষতিকর হইলে সে রসিকতায় নিন্দার কথা কিছুই নাই।

বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাম ও সীতাদেবী যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন একদিন লক্ষ্মণ তাঁহাদের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া একখানি চিত্র প্রদর্শন করিতেছিলেন। চিত্রখানি মিথিলার—চারি ভ্রাতার পরিণয়-ব্যাপার-ঘটিত। লক্ষ্মণ একে একে সেই চিত্রের প্রত্যেক নরনারীর দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া পরিচয় দিতেছিলেন, "এই দেখুন রঘুনাথ, এই আপনি উপবিষ্ট আছেন, এই দেখুন আপনার পার্শ্বে পূজ্যা জনকনন্দিনী উপবিষ্টা, ঐ থানে ঐ দেখুন, আর্য্যা মাণ্ডবী, উহার পশ্চাতে দেখুন বধূমাতা শ্রুতকীর্ত্তি লজ্জাবনত-বদনে দাঁড়াইয়া আছেন।—" লক্ষ্মণ এইরূপে প্রত্যেকেরই পরিচয় দিতেছেন; কিন্তু একটী চিত্র কাহার, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই। জানকী সেই

চিত্রটী কাহার জানিতেন—উহা স্বয়ং চিত্র প্রদর্শকের পত্নী ঊর্ম্মিলার। লজ্জাবশতঃ লক্ষ্মণ উহা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, বুঝিতে পারিয়া সীতাদেবী কুটিল হাস্য সহকারে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা ক'রিয়াছিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ, এইটী কে বাছা—তাহা তো আমাদের বলিলে না।" লক্ষ্মণ দাদার সম্মুখে ভ্রাতৃবধূকে কেবলমাত্র একটী কৃত্রিম রোষপূর্ণ বক্র দৃষ্টিতে উত্তর দিয়াছিলেন। সীতা-দেবীর এই রসিকতাটুকু যেমন নির্ম্মল, তেমনই মধুর। এইরূপ রসিকতায় সংসার সুখের হইয়া উঠে—দুঃখের হয় না। আমরা এরূপ রসিকতাকে নিন্দনীয় বলিতে চাই না। আমাদের বক্তব্য এই যে, রসিকতাকে বাচালতায় পরিণত করিও না। বাচালতা স্ত্রীলোকের পক্ষে ভারি অশোভন। অর্থ-শূন্য, উদ্দেশ্য-শূন্য বৃথা বহু কথা বলাকে বাচালতা বলে। কাহাকেও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে যাইয়া যদি পরিমাণের বাহিরে পদার্পণ কর, তবেই বাচাল বলিয়া গণ্য হইবে। ঠাট্টা বিদ্রূপ বা রসিকতা করার সময় পরিমাণবোধ রাখিবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সময়েও কথা বলিবার সময় হিসাব করিবে, তোমার এই বাক্যগুলির কোন প্রয়োজন আছে কি না; যদি না থাকে, তবে উহাদিগকে বাহুল্য বোধে পরিত্যাগ করিবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যদি উদ্দেশ্যশূন্য কথা মাত্রই বাচালতা ও পরিত্যাজ্য, তবে তো আমোদ-প্রমোদ বা ক্রীড়া

কৌতুক করা চলে না। কিন্তু কথাটা সেরূপ নহে। আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তি রক্ষার্থ ক্রীড়া-কৌতুক বা আমোদ-প্রমোদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং তৎপ্রসঙ্গে বাক্যাদির বহু বা উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার উদ্দেশ্যহীন নহে। কিন্তু তাহারও একটা সীমা থাকা কর্ত্তব্য। কারণ, সকল সময়েই আমোদ-প্রমোদেব দোহাই দিয়া বাক্যব্যয় করিলে চলিবে না। যতটুকু আমোদ-প্রমোদ প্রয়োজনীয়, ততটুকু বাক্যের স্বাধীনতাই প্রাপ্তব্য, তদতিরিক্ত নহে—তদতিরিক্ত হইলেই উহা বাচালতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে।

সহিষ্ণুতা

অসহিষ্ণুতা যে ভাল নহে, তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই এই দোষটী অনিষ্টকর। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অতি ভয়াবহ।

অসহিষ্ণুতায় স্ত্রীলোকেরা এমন অনিষ্ট নাই যাহা করিতে না পারেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি যত অসহিষ্ণু, তিনি তত দুর্ভাগ্যবতী।

সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ সহ্য করিয়া সংসারকে মধুময় করিয়া তোলাই স্ত্রী-জীবনের কর্ত্তব্য। এমতাবস্থায় সহিষ্ণুতা না থাকিলে তাঁহাদের সকলই বৃথা হইবে।

সীতাদেবী সংসারে আসিয়া কি দুঃখই না সহ্য করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখে তাঁহার সারাটী জীবন গেল, কিন্তু তবু তিনি সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিলেন না। আজীবন দুঃখ-কষ্টের পর শেষকালে তিনি যখন একটু সুখের মুখ দেখিতেছিলেন, তখনও যখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বনে ফেলিয়া আসিলেন, তখনও তিনি ধৈর্য্যের বাঁধ ছিঁড়েন নাই, ক্রুদ্ধ হইয়া কাহাকেও একটী রুক্ষ কথা কহেন নাই, অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার সহিত ধৈর্য্য ধরিয়া রহিয়াছেন। এই সীতাকে তোমাদের আদর্শ করিবে।

সাবিত্রীও কি পর্য্যন্ত সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন দেখ। স্বামী এক বৎসর পরে মরিবেন, ইহা শুনিয়াও তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, বিবাহ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত এই গুরুভার মনে লইয়া স্থির রহিলেন, পাছে বা এই কথা বাহির হইয়া গেলে শ্বশুর-শাশুড়ী বা পতির মনে কষ্ট উপস্থিত হয়, এই ভয়ে কাহাকেও কিছু জানিতে দিলেন না। তিনি এরূপ ভাবে চলিলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও কিছু সন্দেহও হইল না। শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি এইরূপ ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। পতিবিয়োগের পূর্ব্বক্ষণে, এমন কি পরেও, তিনি আত্মহারা হন নাই, স্থির ধীরভাবে কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া যমকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়া স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন—এ সহিষ্ণুতার ফল দেখিলে কি?

এইরূপ চিন্তা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, শৈব্যা প্রভৃতি যাঁহার দিকে চাও, দেখিবে যে, এই সহিষ্ণুতার জন্যই তাঁহারা নানা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিয়া যশস্বিনী ও প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া যাইতে পারিয়াছেন। সুতরাং এই সহিষ্ণুতাকে পরিত্যাগ করিলে নারীজাতির চলে না।

দুঃখ আসুক, কষ্ট আসুক, সকলই অম্লান-বদনে সহ্য করিবে—কখনও ইহাতে অভিভূত হইয়া পড়িবে না, বা এ জন্য বুদ্ধি হারাইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে না; স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ী বা অন্য পরিজনের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার না পাইলেও ক্ষুব্ধা হইবে না। মনে

করিবে, তুমি সহিতেই আসিয়াছ—সহিয়া যাওয়াই তোমার কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন করিলে ঈশ্বর তোমার এই কষ্ট রাখিবেন না ; কিন্তু যদি ধৈর্য্য হারাইয়া এই কর্ত্তব্যকে অবহেলা কর, তবে তোমার বিপদ্ আরও বর্দ্ধিত হইবে।

অপব্যয়

বা

অমিতব্যয়

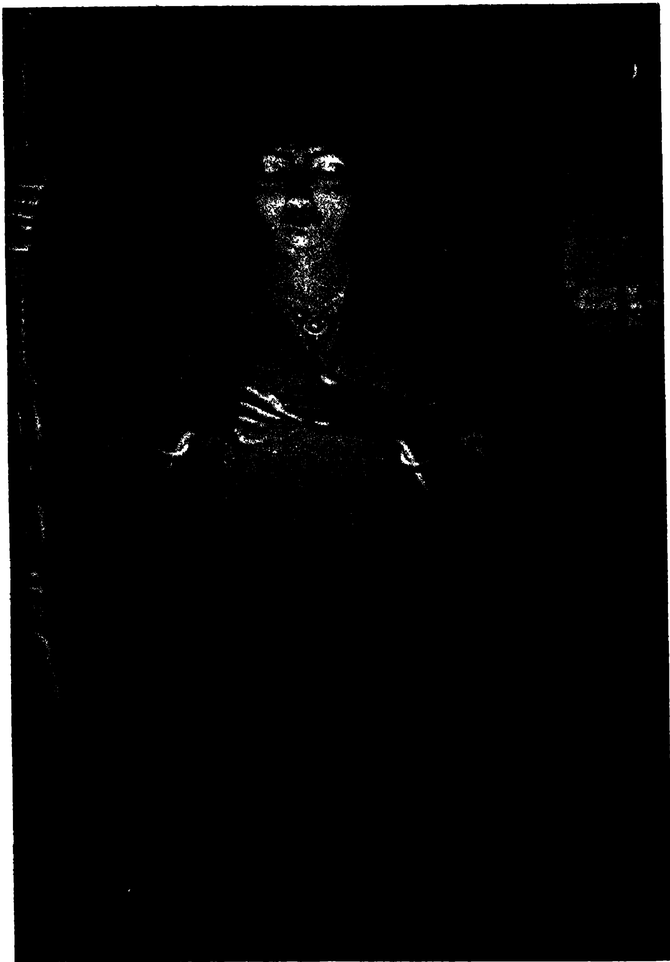
সংসার রক্ষার জন্য স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিবেন। কেবল টাকা পয়সা হিসাব করিয়া ব্যয় করা নহে, ঘরের জিনিস পত্রও যতদূর সম্ভব হিসাবপূর্ব্বক ব্যবহার করিবেন।

পুরুষেরা উপার্জ্জন করেন, উপার্জ্জন করিয়া—স্ত্রীলোকের নিকট সেই অর্থ আনিয়া দেন। স্ত্রীলোকেরাই ব্যয়ের ফর্দ্দ করেন। তাঁহারা যদি মিতব্যয়ী না হন, তবে পুরুষেরা অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও সংসার রক্ষা করিতে পারেন না। এজন্য স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিবেচনার সহিত অর্থ ব্যয় করিবেন। যাঁহার যেরূপ আয়, তিনি সেইরূপ ব্যয় করিবেন। অনাবশ্যক একটী পয়সাও ব্যয় করিবেন না।

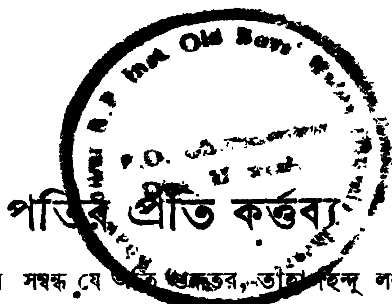
প্রতিমাসে যাহা উপার্জ্জন হইবে, তাহার এক-তৃতীয় বা এক-চতুর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন। কোন আকস্মিক বিপদা-পদ ঘটিলে ঐ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে। বাকি অর্থ হিসাব

করিয়া—প্রতিদিনে খরচ করিবেন। উহা হইতেও কিছু রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ব্যয় করিতে আরম্ভ করিবেন। কারণ, এরূপ না করিলে, নির্দ্দিষ্ট অর্থে সব সময় কুলাইয়া উঠা যায় না। কখনও কখনও পূর্ব্ব অনির্দ্দিষ্ট কারণে কিছু কিছু বেশী পড়িয়া যায়। কিছু হাতে রাখিলে, উহা দ্বারা সেই বেশী ব্যয়টুকু সঙ্কুলান হয়।

এরূপ না করিয়া অমিত-পরিমাণে ব্যয় করিলে বা অপব্যয় করিলে শত সহস্র মুদ্রা মাসিক আয়েও অভাব দূর হয় না।



কুললক্ষ্মী



পতির প্রতি কর্ত্তব্য

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে অতি গুরুতর, তাহা হিন্দু ললনাদিগকে প্রায় বলিয়া দিতে হয় না। তাঁহাদের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় পতিভক্তির বীজ লুকায়িত থাকে। কিন্তু শিক্ষার অভাবে অনেক সময় এই বীজগুলি সম্যক্ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। তাহাতেই অনেক সময়, পতিপত্নীর সম্বন্ধ যে কতটা গুরুতর, তাহা সকল স্ত্রীলোক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। রামায়ণে আছে—

"ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥"

অর্থাৎ, পিতা, পুত্র, নিজ আত্মা, মাতা ও সখীজন প্রভৃতি থাকিলেও নারীর পতিই একমাত্র গতি। বাস্তবিক হিন্দুললনার নিকট পতির মত প্রিয় সামগ্রী আর কিছুই নাই। পতি তাঁহাদের আত্মা, পতি তাঁহাদের মন, পতি তাঁহাদের দেহ, পতি তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। কেবল ইহাই নহে, পতির মূল্য তাঁহাদের নিকট আরও উচ্চ, পতিই তাঁহাদের একমাত্র— গুরু ও দেবতা।

"পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।"

(রামায়ণ)

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি কোনও পত্নী তেত্রিশ কোটী দেবতার সকলকে উপেক্ষা করিয়াও কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করে, তবু তাহার সদ্গতি হয়; আবার পক্ষান্তরে পতিকে অবহেলা করিয়া সকল দেবতাকে সেবা করিলেও নারী-দিগের উদ্ধার নাই। ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে—স্ত্রীর নিকট স্বামী কি বস্তু!

হিন্দুশাস্ত্র আরও বলেন, স্ত্রীলোকের আলাহিদা ব্রত নাই, যজ্ঞ নাই, পতি-সেবাই তাহাদের একমাত্র ব্রত। যে স্ত্রী এই পতি-সেবা-ব্রত বা যজ্ঞ উপেক্ষা করিয়া অপর যজ্ঞের জন্য ব্যস্ত হন, তিনি নরক-গামিনী হন।

যেস্থলে এইরূপ গুরুতর সম্বন্ধ, সেস্থলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহা বিশেষ আলোচনার জিনিস।

প্রথমেই স্বামি-গৃহে প্রবেশ করিয়া হিন্দুবালিকাগণ স্বামীর প্রতি কি আচরণ করে দেখ।

হিন্দু-সমাজের অটুট্ বিবাহ-বন্ধনের নানা গম্ভীর উৎসবের মধ্যে পিতা যখন কন্যার হস্তখানি তুলিয়া লইয়া স্বামীর হস্তে একত্রিত করিয়া দেন, তখন সেই সরলা বালিকার হৃদয়ে কি একটা বিদ্যুৎ সজোরে খেলিয়া যায়। তখনকার সেই গম্ভীর ভাব, সেই পুরোহিতোচ্চারিত মন্ত্রগুলির বিশুদ্ধ ও পবিত্র উক্তি

এক সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া তাহাকে তখন কি বিহ্বলই করিয়া তোলে! কতকটা সেই বিহ্বলতার জন্যে, কতকটা বা ভাষার দুর্ব্বোধ্যতার গতিকে তখন তিনি সেই মন্ত্রগুলির সম্যক্ ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। যদি হইতেন তবে বুঝিতেন যে, সেই দিন সেই অপরিচিত পট্টবস্ত্রমণ্ডিত পুরুষটীর সহিত তিনি যে গুরুতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন, তাহার ধ্বংস ইহলোকে তো নাই-ই, পরলোকেও বোধ হয় নাই।

"যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।"

তাঁহারা সেই দিন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে ইহকাল পরকালের জন্য যার যার হৃদয়ে বরণ করেন। কিন্তু, হায়, কয়টী রমণী এই কথাগুলির সার মর্ম্ম হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়া ইহার পর হইতেই যথাযোগ্যরূপে স্বামীর সেবা করিতে অগ্রসর হন?

প্রায়ই হিন্দুসমাজে দেখা যায়, বিবাহের পরই কন্যা পিতৃগৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হন, এজন্য কান্না-কাটাও করেন। ইহা অতি লজ্জার কথা। স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান কর্ম্ম পতিসেবা ও পতিসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সেবা-শুশ্রূষা। তাঁহারা যত অধিক এই সকল কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, ততই ধন্য হন। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহারা এ কর্ম্ম সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হন না— এজন্য স্ত্রীলোকদিগের কুমারী জীবনটাকে একরূপ উদ্দেশ্যহীন

বলা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায়, বিবাহিত জীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। বিবাহের পরই সুখভোগের জন্য পিতৃগৃহে না যাইয়া পরম-যত্নে প্রাণপণ চেষ্টায় জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—পতিসেবার, জন্য দেহ-মন অর্পণ করা কর্ত্তব্য। যে স্ত্রী এইরূপ করিতে পারেন, দেবতা ও ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হন; যিনি আত্মসুখের জন্য বা বুদ্ধির দোষে ইহার বিপরীত করেন, তাঁহার ইহকাল ও পরকাল উভয় লোকেই অধোগতি হয়। বিবাহের পরই স্ত্রীকে বাপের বাড়ীর প্রতি অধিক আকৃষ্ট দেখিলে এবং নিজের প্রতি উদাসীন লক্ষ্য করিলে অনেক স্বামী ক্ষেপিয়া যান, মনে মনে স্ত্রীকে অবাধ্য ও স্নেহভক্তিহীনা বলিয়া অনাদর করেন। প্রথমেই স্বামীর মনে এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইতে দিলে, পরে আর অনেক চেষ্টায়ও তাঁহার সেই ভাবটাকে দূর করা যায় না। হয় ত উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মে, আদর জন্মে, সদ্ভাব জন্মে, সবই হয়; কিন্তু তবুও কেমন একটু খট্‌কা থাকিয়া যায়। সুতরাং বিবাহের পরই যথাসম্ভব ভাবে স্বামীর পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু এই কার্য্যের ছল করিয়া নির্লজ্জতাকে বরণ করিও না। প্রথমে আসিয়াই স্বামীকে একেবারে ঘেরিয়া বসিলে দশজনে হাসাহাসি, কাণাকাণি করিতে পারে—বাড়াবাড়ি করিয়া সেইরূপ নিন্দা উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে। এস্থলে

সীতা ও সাবিত্রীর উদাহরণ তোমাদের নিকট উল্লেখ করিবার যোগ্য। বিবাহকার্য্যের পরই স্ত্রী কি ভাবে আপনাকে স্বামীর সঙ্গে এক করিয়া দেয় এবং সকল ছাড়িয়া স্বামীর পরিবারে একান্তভাবে ঢুকিয়া পড়ে, তাহা এই দুই আদর্শ আর্য্য-নারীর চরিত্রে বিশেষ শিক্ষনীয়। সীতা বিবাহের পরই একবারে চির-কালের তরে স্বামি-গৃহবাসিনী হইলেন, আর কখনও জনক-পুরে ফিরিয়া যান নাই। সাবিত্রীর অবস্থাও তাই-ই। সাবিত্রী রাজার কন্যা হইয়াও দরিদ্র স্বামীকে বরণ করেন এবং বরণ করিয়াই চিরকালের জন্য তাঁহার সহিত শ্বশুরালয়বাসিনী হন। এই সকল দেখিয়া আমাদের আজকালের বালিকারা পিতৃগৃহের অপরিমিত আকর্ষণ বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করুন—আবার ঘরে ঘরে সীতা সাবিত্রীর সৃষ্টি হউক।

সাবিত্রী শ্বশুর-গৃহে আসিয়াই আর একটী যে কার্য্য করিয়া-ছিলেন, তাহা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিতা ললনাদের লক্ষ্য করা উচিত। সাবিত্রী শ্বশুর-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পিতৃদত্ত আভরণগুলি একে একে খুলিয়া রাখিয়া দেন। পিতা একটা রাজ্যের রাজা, পিতা আদর করিয়া কন্যাকে এই সকল অলঙ্কার দিয়া গিয়াছিলেন, শ্বশুর-শাশুড়ীও বধূকে সেই সকল অলঙ্কারে ভূষিতা দেখিলে তৃপ্তিবোধ করিতেন, কিন্তু তথাপি সাবিত্রী সেই অলঙ্কারগুলি গায়ে রাখিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, যাহার

স্বামী বনবাসী, সন্ন্যাসী, তাহার এই রাজ-আভরণে দরকার কি? হায়, এই অমূল্য কথাটা আমাদের কুললক্ষ্মীদের মধ্যে আজকাল কয় জনে চিন্তা করেন!

প্রায়ই দেখা যায়, আজকাল আমাদের বালিকারা আত্ম-সুখের জন্য স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। স্বামীর অবস্থা যদি খারাপ হয়, আর নিজ পিত্রালয়ের অবস্থা যদি খুব ভাল হয়, তবে তো প্রায়ই দেখা যায়, সেই দরিদ্র স্বামীর গৃহে মন-বসানটাকে তাঁহারা ভারি একটা অসম্ভব কার্য্য বলিয়া মনে করেন। হয় ত প্রথম প্রথম তাঁহারা পিত্রালয়েই বৎসরের অধিকাংশ ভাগ কাটাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হন। তার পর, যদি বা স্বামিগৃহে থাকিতে বাধ্য হন, তথাপি তখন, তাঁহাদের জ্বালায় স্বামী-বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। পিতৃধনাভি-মানিনী স্ত্রীর দাবী দাওয়া যোগাইতে যোগাইতে তাঁহার প্রাণান্ত উপস্থিত হয়। স্বামী হয় ত শুষ্কমুখে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে সারাদিন প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া পরিবারের ভরণপোষণার্থ দু'টী পয়সা ঘরে আনেন, আর তাঁহার স্ত্রী হয় ত পাড়ার দশজনের কাছে একটু গর্ব্বিত হইবার জন্য—একটু প্রাধান্য দেখাইবার জন্য, নিজেই তাহা সকল গ্রাস করিয়া বসেন। দরিদ্র স্বামী যে অর্থ অনাহারে অনিদ্রায় সংগ্রহ করেন, তিনি হয় ত সেই অর্থ অবলীলাক্রমে এসেন্স বা পোষাকের উপর ব্যয় করেন—

ইহা অপেক্ষা আর নারীর অধঃপতন অধিক কি হইতে পারে ?

তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা এই অভ্যাসটাকে দূর করিতে চেষ্টা করিবে। যদি কুললক্ষ্মী হইতে চাও, যদি প্রকৃত আদর্শ নারী হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে কখনও স্বার্থের জন্য পতিকে ভালবাসিও না। মানি, একেবারে স্বার্থশূন্যভাবে ভালবাসা মনুষ্যের মধ্যে সকলের সাধ্য নহে। সকলের কেন? দু'চার জনেরও সাধ্য কি না সন্দেহ! এ অবস্থায় অন্ততঃ মহৎ স্বার্থের জন্য আপনার অকৃত্রিম ভালবাসা স্বামীর চরণে সঁপিয়া দাও। স্বামীকে ভালবাসিয়া যে সুখ—স্বামীর ভালবাসায়, আশীর্ব্বাদে যে শান্তি—শুধু সেই শান্তির, সেই সুখের বিনিময়ে আপনার সর্ব্বস্ব স্বামীর চরণে বিসর্জ্জন করিবে। যেখানে দেখিবে, তোমার ব্যবহারে স্বামীর এতটুকু কষ্ট, এতটুকু অশান্তি বা এতটুকু অমঙ্গল সংঘটিত হইতে পারে, প্রাণান্তেও সে ব্যবহার করিবে না। স্বামী যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার উপর অসৎ ব্যবহারও করেন, তথাপি মনে রাখিবে, তিনি তোমার স্বামী (অর্থাৎ সর্ব্বময় প্রভু), তুমি তাঁহার স্বামিনী নও। তিনি তোমার উপর যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন, কিন্তু তোমার কেবল নীরবে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করাই কর্ত্তব্য। কেবল ইহাই নহে, কেবল নীরবে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিলেও হইবে না, স্বামীর সহস্র

দোষসত্ত্বেও কখনও তাঁহার উপরে বিন্দুমাত্রও অপ্রসন্নভাব আনিবে না।

রামচন্দ্র চিরস্নেহশালিনী সীতাকে বিনা অপরাধে বনে দিয়াছিলেন। ভীষণ বনে একাকিনী অবলা নারী কি বিপদেই না পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি সীতা এজন্য রামের প্রতি এতটুকুও অভিমান বা এতটুকুও অপ্রসন্নভাব আনেন নাই, চক্ষুর জলে বক্ষ সিক্ত করিয়া কেবলমাত্র আপন অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়াছেন, আর কহিয়াছেন--

পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ॥

পতিই নারীগণের দেবতা, পতিই নারীগণের বন্ধু, পতিই নারীগণের গুরু, এই পতির কার্য্য আমার নিকটে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়।

তোমরা সর্ব্বদা এই চিত্রখানি তোমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া রাখিবে।

পতিসেবাই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম—এ কথা বলিয়াছি। এখন কি প্রকারে এই পতিসেবা সুশৃঙ্খলরূপে ও অভ্রান্তরূপে করা যায়, তাহা বিবেচ্য।

শুধু রন্ধনাদি করিয়া পতিকে ভোজন করাইলে বা অন্যান্য গৃহকর্ম্মাদি করিয়া পতির কার্য্যে সহায়তা করিলেই পতিসেবার

চূড়ান্ত হইবে না। সর্ব্বদা দৃষ্টি করিবে—কি করিলে পতি সন্তুষ্ট থাকেন, পতি কি প্রকার ব্যবহার স্ত্রীর নিকট হইতে চাহেন।

এই দুইটী বিষয় পত্নীকে নিজ চেষ্টায় এবং নিজ বুদ্ধিতে বাহির করিয়া জানিতে হইবে। অনেক সময় হয় ত স্বামী পত্নীকে নিজের অভিরুচির কথা সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না, অনেক সময় হয় ত নিজের মনের ভাব বলিয়া স্ত্রীকে অসুবিধায় ফেলিতে স্বামী কিছু সঙ্কোচ বোধ করেন। সেরূপ স্থলে স্ত্রীর নিজ বুদ্ধিতে সকল কথা বুঝিয়া লইতে হইবে।

স্ত্রী কখনও স্বামীর অবস্থা হইতে নিজেকে উন্নত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিবেন না। তিনি সর্ব্বদা স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুঃখী থাকিবেন। স্বামীর রুচি, অভিপ্রায় এবং মানসিক অন্যান্য ভাবগুলির সঙ্গে স্ত্রীও আপন ভাবগুলি এক করিতে চেষ্টা করিবেন, কারণ স্বামি-স্ত্রী অভিন্ন-আত্মা। এক-জনের ভাব আর একজনের ভাব হইতে স্বতন্ত্র হইলে, উভয়ের হৃদয় এক হইতে পারে না। স্বামী যাহা ভাল দেখেন, স্ত্রীও তাহা ভাল দেখিতে চেষ্টা করিবেন, স্বামী যাহা ঘৃণা করেন, স্ত্রীও তাহা ঘৃণা করিতে শিখিবেন। স্বামীর মিত্রকে স্ত্রী মিত্র বলিয়া জ্ঞান করিবেন, স্বামীর শত্রুকে স্ত্রী শত্রু জ্ঞান করিবেন।

বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজের মধ্যে এরূপ দু' এক জন নারী মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, যাহারা স্বামীর শত্রুর সঙ্গে বেশ

আত্মীয়বৎ ব্যবহার করে। ইহা বড় বিসদৃশ। আপনার স্ত্রীকে আপনার শত্রুর পক্ষপাতিনী দেখিলে স্বামীর মনে কতখানি কষ্ট হয়! স্ত্রী যদি বুঝিতে পারেন যে, পতির সেই শত্রুব্যক্তি বাস্তবিক নির্দ্দোষ, শুধু তাঁহার স্বামীর দোষেই তাহাদের মধ্যে এই শত্রুতা জন্মিয়াছে, তথাপি শত্রুর পক্ষাবলম্বন না করিয়া বিনয় নম্র বচনে গোপনে স্বামীর ভ্রম সংশোধিত করিতে যত্নবতী হইবেন। আপনার পিতামাতাও যদি স্বামীর শত্রুতা করিতে অগ্রসর হন, তথাপি স্ত্রীলোকের এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন কর্ত্তব্য।

এই স্থলে একটী কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে দেখা যায়, মেয়েরা ধনী স্বামীর সংসার লুণ্ঠন করিয়া দরিদ্র পিতা-মাতাকে সাহায্য করিতে অস্থির। দরিদ্রকে সাহায্য কর— তাহাতে অধর্ম্ম নাই, কিন্তু গোপনে স্বামীকে না জানাইয়া ওরূপ করিও না। তাহাতে স্বামীকে ছলনা করা হয় এবং তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয়ের আসন হইতে নীচে নামাইয়া দেওয়া হয়। যিনি তোমার সর্ব্বস্ব—প্রভু, যাঁহার আত্মা তোমার আত্মার সহিত এক, তাঁহাকে তুমি একটা কথাও কি প্রকারে গোপন করিতে পার? তোমার স্বামী কোনও প্রকারে এই কথা জানিতে পারিলে, তিনি তোমাকে তাঁহার বিশ্বাসের আসন হইতে চির-কালের জন্য নীচে নামাইয়া দিবেন—ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

স্ত্রী সর্ব্বদাই স্বামীর প্রদত্ত ভরণপোষণে সন্তুষ্ট থাকিবেন।

প্রকারান্তরে লভ্য হইলেও অন্য উৎকৃষ্ট ভরণপোষণের জন্য লালায়িত হইবেন না। পিতামাতার প্রদত্ত উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কার অপেক্ষা স্বামীর প্রদত্ত সামান্য উপহারেও অধিক গর্ব্ব অনুভব করা তাঁহাদের উচিত।

কোন কোন স্ত্রী আছেন, তাঁহারা দরিদ্রের বধূ হইয়াও রত্নালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া থাকিতে উদ্‌গ্রীব! স্বামী হয় ত এক জোড়া ছেঁড়া জুতা, ছেঁড়া কাপড় দিয়া কোনও রূপে দিন গুজরাণ করিতেছেন, কিন্তু পত্নীর সে দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি ফিট্ রাজরাণী সাজিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন। তখন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার বেচারা স্বামীকে দেখিলে, তাঁহার সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া তাহাকে মনে না হইয়া, তাঁহার কোন দীনদরিদ্র ভৃত্য বলিয়া মনে হয়। যে সকল স্ত্রীলোকের এইরূপ আচার, তাহাদের মুখদর্শনও করিতে নাই।

স্বামী নিজ ক্ষমতায় কোনও রূপ ক্লেশ ভোগ না করিয়া রত্নালঙ্কার দিতে পারেন, পর, ভোগ কর—তাহাতে আপত্তি নাই। স্বামীর দান অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর অধিক কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? শাস্ত্রে আছে, "যাহার স্বামীর ভালবাসা আছে, তাহার সবই আছে, যাহার উহা নাই, তাহার কিছুই নাই।" এ কথা ধ্রুব সত্য। সেই ভালবাসার নিদর্শন অপেক্ষা প্রিয় সামগ্রীর ধারণা করা যায় না। কিন্তু তথাপি

স্বামীকে দরিদ্রভাবাপন্ন রাখিয়া নিজে অঙ্গরাগ বর্দ্ধিত করিবে না। তাহাতে পতিভক্তির অভাব দৃষ্ট হয়। পতি তোমার দেবতা, সর্ব্বময় প্রভু ; তাঁহার অপেক্ষা উচ্চভাবে চলিতে তোমার অধিকার নাই।

অনেক স্ত্রী এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের স্বামী যদি নিজদোষে বিপথগামী হন, তাঁহাদের প্রতি অযথা অত্যাচার করেন এবং আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করেন, তবে কি প্রকারে তাঁহারা তেমন স্বামীর উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রাখিবেন ? স্বামী যদি মদ্যপায়ী হইয়া সর্ব্বদাই স্ত্রীকে জ্বালাতন করেন, কুকার্য্যে রত হইয়া সকলেরই ঘৃণ্য হন, অধর্ম্মের রাজ্যে সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকেন, তবে সে স্বামীকে কি ভক্তিশ্রদ্ধা করা সম্ভব ? ইউরোপীয় ললনারা এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের নীতিবিদেরা অবশ্য উত্তর করিতেন "কখনও না। তেমন স্বামীর মুখদর্শন কর্ত্তব্য নয়—তাহাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ (Divorce) করিবে।" কিন্তু আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও আদর্শ অন্যরূপ—সর্ব্বোচ্চ। আমাদের আদর্শ মানুষ নহে, আমাদের আদর্শ দেবতা। আমরা বলি, "স্বামী সৎ হউক, অসৎ হউক, মূর্খ হউক, বিদ্বান্ হউক, সুন্দর হউক, কুৎসিত হউক, তিনি স্ত্রীর একমাত্র প্রভু ; স্ত্রী কি ইহকালে, কি পরকালে, কখনই সেই স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবেন না।

তাঁহাকে প্রাণপণে সুখী করিতে চেষ্টা করিবেন। স্বামী বিপথগামী হইলে, কি করিয়া তাঁহাকে সৎপথে আনা যায়, তাহা চিন্তা করিবেন এবং বুদ্ধিসহকারে সেই পথে আনিবেন।" মনে একাগ্রতা ও পতিনিষ্ঠা পূর্ণ মাত্রায় থাকিলে স্ত্রী কখনও স্বামীর দোষ সংশোধনে অকৃতকার্য্য হন না। ইহার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। কয়দিন স্বামী স্ত্রীর গুণগ্রামের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া থাকিতে পারেন? সহ্য কর, অপেক্ষা কর, প্রাণপণ চেষ্টা কর—তোমার স্বামী সৎপথে ফিরিবেনই ফিরিবেন, তোমায় আদর করিবেনই করিবেন। যদি না করেন, তবে মনে করিবে যে, কেবল তোমার চেষ্টার ত্রুটিতেই এইরূপ হইল; তোমার একাগ্র চেষ্টার ফলকে রোধ করিতে পারে—এমন কিছুই নাই।

অনেক স্ত্রীলোক, স্বামী কুৎসিত, কুরূপ বা মুর্খ হইলে মনে মনে বিশেষ অসন্তোষ বোধ করেন। মনুষ্যের পক্ষে এইরূপ অসচ্ছলতা বোধ স্বাভাবিক হইলেও, ভাবিয়া দেখিলে, হিন্দুনারীগণের ইহা একটা প্রকাণ্ড ভুল। হিন্দুনারীগণ স্বামীর সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধটা কেবল একটা ইহকালের সম্বন্ধই মনে করেন না তাঁহাদের মতে স্বামীর সহিত পত্নীর সম্বন্ধ অনন্তকালের জন্য। এ সংসারে আমরা শুধু কয়েক দিনের জন্য নিজ নিজ মানসিক বলের পরিচয় দিতে আসি। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, পরিণামে, পরকালে আমাদের অনন্ত মিলন, অনন্ত সুখ।

সেই অনন্তকাল ভরিয়া স্বামী যে সৌন্দর্য্য, যে ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন, স্ত্রীলোকের তাহার দিকেই দৃষ্টি থাকা উচিত। এই দুই দিনের সৌন্দর্য্য ও বিদ্যাবুদ্ধি কি হইবে? স্ত্রীলোকেরা নিজ চেষ্টায় যখনই আপনাদের স্বামীকে সৎপথে আনয়ন করিতে পারেন এবং এই উপায়ে তাঁহাদের পরকালেরও উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারেন, তখন আর তাঁহাদের ভাবনা কি! তাঁহাদের নিজ নিজ স্বামীকে গড়িয়া লওয়া ভালমন্দ করা, সুন্দর কুৎসিত করা, সকলই তো তাঁহাদেরই হাতে! সুতরাং, স্বামী কুৎসিত কুরূপ, বা মূর্খ হইলেও, তাঁহাদের এজন্য বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নহে। মনে রাখিবেন, ঈশ্বর আপনাদিগকে এ উপায়ে পরীক্ষা করিতেছেন মাত্র! ভালকে তো সকলেই ভালবাসে! এই কুৎসিত, কুরূপ, মূর্খ ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া আপন করিয়া লইতে পারেন তো, ইহার চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্যা মনে করিতে পারেন তো, আপনার কৃতিত্ব। তবেই আপনার এ দুঃখ আর থাকিবে না—অচিরাৎ অনন্তকালের জন্য এই স্বামীকেই নিজ মনোমত রূপে প্রাপ্ত হইবেন।

স্বামী কুৎসিত কুরূপ বা মূর্খ হইলেও অপর রূপবান্, গুণবান্ বা অধিকতর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অপেক্ষা স্ত্রীর নিকট শত-গুণে অধিক পূজনীয়। স্বপ্নেও অন্যকে কখনও তোমার পতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করিবে না। তিনি তোমার সর্ব্বময় প্রভু;

ধার্ম্মিক হউন, অধার্ম্মিক হউন, সুন্দর হউন, কুৎসিত হউন, তিনিই তোমার নিকট সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভ্রমেও অন্যকে এতদপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করিলে, তুমি অধঃপতিত হইবে। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারী সতী-নারীর মুহূর্ত্ত কালের জন্যও পরপুরুষের পক্ষ-পাতিনী হইবার অধিকার নাই।

হিন্দুনারীর নিকট সতীত্ব বড় দুর্লভ রত্ন! প্রাণাপেক্ষাও ইহা রমণীগণের প্রিয়। কেবল পরপুরুষের কামনা না করিলেই যে সতী হওয়া গেল, তাহা নহে। সতী-রমণী পতির অনভিপ্রায়ে ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করিবেন না। সর্ব্বদা তাঁহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পতি তাঁহাদিগকে কি ভাবে চলিতে দেখিতে চান।

এরূপ অনেক স্ত্রী দেখা যায়, যাঁহারা সামান্য কারণে পতির মনে কষ্ট দেন। হয় ত বিচার করিয়া দেখেন না, কি করিয়া চলিলে স্বামী ভালবাসেন, বা হয় ত বুঝিতে পারিয়াও সেটা তত গ্রাহ্য করেন না। ভাবেন, "এ সামান্য বিষয় মাত্র—এর জন্য কি এমন আসিবে যাইবে?" এই ভাবিয়া তাঁহারা স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু ইহা বড় অন্যায়! সামান্য হইলেও ক্ষমতাসত্ত্বে স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য কদাপি করিবে না। অনেক সময় এই সব সামান্য কার্য্য হইতেই অনেক গুরুতর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যটী করিবার

পূর্ব্বে ভাবিবে, তোমার এই কার্য্যে তোমার স্বামী সুখী হইবেন কি দুঃখিত হইবেন। তার পর সেই অনুসারে কার্য্য করিবে। অনেক স্বামী হয় ত স্ত্রীকে মুখরা দেখিতে ভালবাসেন না; সে স্থলে সেই চরিত্র পরিত্যাগ করিবে। অনেক স্বামী হয় ত স্ত্রীকে লজ্জাহীনা দেখিলে ক্ষুব্ধ হন, দশজনের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে কথা বার্ত্তা কহিতে দেখিলে কষ্ট পান, সে স্থলে স্বামী সে কথা মুখ ফুটিয়া তোমায় না বলিলেও, নিজ বুদ্ধিতে তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া সেই অভ্যাস ছাড়িবে। অনেক স্বামী হয় ত, তাঁহার স্ত্রী অমুক অমুক লোকের সঙ্গে মিশে কি আলাপ করে, ভালবাসেন না—তাহার প্রতিকার করিবে। সর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, কাহার সহিত মিশিতে স্বামী আপত্তি মনে করেন, কি কি ভাবে তোমাকে তিনি চলিতে দেখিতে চান, কিরূপ ভাবে তোমাকে দেখিলে তাঁহার আনন্দ হয়—এই সব খুব ভালরূপ বুঝিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য যাহা দরকার সমস্ত করিবে—বিরক্ত হইয়া নয়, কষ্ট করিয়া নয়--হাস্যমুখে সুখের সহিত করিবে। স্বামীর কার্য্যে বিরক্তি বোধ করাও স্ত্রীলোকের পক্ষে পাপবিশেষ।

স্বামীকে বিপদের সময় সাহস ও কষ্টের সময় সান্ত্বনা দিবে। মহৎ কার্য্যে সর্ব্বদা তাঁহাকে উৎসাহিত করিবে। কখনও তাঁহার উন্নতির পথে নিজের স্বার্থের জন্য কোনও রূপ বিঘ্ন জন্মাইবে না। যাহাতে স্বামীর যশ, স্বামীর পুণ্য, স্বামীর উন্নতি ক্রমশঃ

বৃদ্ধি পায়, প্রাণ দিয়াও তাহা করিবে। স্ত্রী শাস্ত্রানুসারে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী। স্বামীর সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য প্রত্যেকেরই অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী—স্বামীর পরিণাম উজ্জ্বল হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও পরিণাম উজ্জ্বল হইবার কথা। সুতরাং তাঁহার যাহাতে ধর্ম্মকর্ম্মে মতি হয়, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে করিবে।

অভিমান করিয়া কখনো স্বামীর মনে গুরুতর কষ্ট দিও না। নিঃস্বার্থভাবে স্বামীকে ভালবাসিলে কোথা হইতে অভিমান আসিবে? তোমাদের অভিমানের পালাতে অনেক সময় অনেক দুর্ভাগা স্বামীর বিশেষ কষ্ট হয়—মনের কষ্টে তাঁহারা কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যান। স্বামীর যাহাতে এমন মনঃকষ্ট হয়, তেমন অভিমান কখনও করিবে না। রহস্যচ্ছলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান—সে স্বতন্ত্র কথা!

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক কতটা গুরুতর, তাহা একরূপ বুঝান হইল। যেখানে এইরূপ গুরুতর সম্পর্ক, সেখানে হাসি তামাসার ভাব আনিও না। অনেক স্ত্রীলোক, ভ্রাতার নিকট, পিতা মাতার নিকট বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের নিকট অনেক সময় পতির নিন্দা করে। কেহ কেহ বা স্বামী অপেক্ষা ঐ সব আত্মীয়দের প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখান। সেইরূপ স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করাও পাপ। তাহাদের সংসর্গ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে।

আজকাল নব্যা স্ত্রীদের মহলে, কে কেমন স্বামীর আদর পান, কাহার স্বামী কাহাকে কি ভাবে সম্ভাষণ করেন, কে কাহার নিকট কিরূপ চিঠিপত্র লিখেন, প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ আলোচনা হয়। ইহাতে অনেক সময় অনেক মহৎ অনিষ্ট সাধিত হয়। তাহাদের এই আলোচনায় স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধটা অনেক সময় নিতান্ত হাল্‌কা হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, কোনও কোনও স্বামী তাহাদের কথাটা প্রকাশিত হইতে দেওয়ার পক্ষপাতী নন—সে স্থলে তোমাদের এ অনধিকার কার্য্য করা হয়। স্বামি-স্ত্রীর প্রণয়ের বিনিময়-কাহিনী দশজনের উপভোগ্য সামগ্রী নহে—উহা উহাদের পরস্পরের অতি যত্নের, অতি গোপনীয় পবিত্র প্রিয় সামগ্রী—উভয়ে প্রাণে প্রাণেই তাহা উপভোগ করিবে, হাটে বাজারে ছড়াইলে উহার মর্য্যাদা রহিবে না।

সর্ব্বদা প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক অবস্থায় পতির চরণে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিয়া অগ্রসর হইবে।

শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্য

আজকাল শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি স্ত্রীলোকদের ভক্তির আকর্ষণ অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে। যে বালিকা স্বামি-গৃহে নূতন প্রবেশ করিয়াই কর্ত্রী হইয়া বসিবার জন্য ব্যগ্র হন, তাঁহার ন্যায় অপরিণামদর্শিনী রমণী আর নাই। গৃহ-সংসার রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নহে। অনেকে ইহাকে একটা রাজ্যশাসনের তুল্য কঠিন ব্যাপার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কথাটা ঠিক। এমতাবস্থায় দুই দিনের অভিজ্ঞতা লইয়া এমন একটা বিরাট দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হওয়া কি প্রকার অদূর-দর্শিতার কাজ, তাহা বুঝাইবার নহে। এজন্য রমণীদিগের পক্ষে অভিজ্ঞ শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর আশ্রয় ও পরামর্শ গ্রহণের চেষ্টা একান্তই কর্ত্তব্য। যাহারা তেমন আশ্রয় ও পরামর্শ লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা যেন আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। যাহাদের ভাগ্যে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ঘটে না, তাঁহারা অতি দুর্ভাগ্য-বতী। তরঙ্গসমাকুল নদীবক্ষে চালকহীন নৌকারোহীর মত সংসারে তাঁহাদিগকে অনেক বিপদাপদ সহ্য করিতে হয়। আবার ভাগ্যে এমন শ্বশুর-শ্বাশুড়ী লাভ করিয়াও যাহারা

তাঁহাদের উপদেশ ও কর্তৃত্ব গ্রহণে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা যে শুধু একান্ত দুর্ভাগ্যবতী, তাহা নহে, তাঁহারা একান্ত নির্বোধও বটেন। তাঁহারা নিজে বুদ্ধির দোষে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়া বসেন। যে বিরাট দায়িত্বভার-গ্রহণে পদে পদে বিব্রত হইতে হয়, তাহা শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে তাঁহাদের স্নেহের ছায়ায় বাস করার মত আর কি সুখের সামগ্রী থাকিতে পারে? শ্বশুর-শাশুড়ী বিনা কারণে কখনও বধূ-বিদ্বেষ পোষণ করেন না। তুমি যদি বুদ্ধিমতী হও, তুমি যদি বিনীতা ও শ্রদ্ধাবতী হও, তবে তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী কেন তোমার প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন? ভালবাসায় বনের পশু বাধ্য হয়, আর মানুষ—শুধু মানুষ নহে, যাহারা তোমার এমন আত্মীয়, তোমার ভর্তার চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—তাঁহারা বাধ্য হইবেন না কেন? হইতে পারে, সকল লোক সমান নয়। হইতে পারে, কাহারও কাহারও শ্বশুর-শাশুড়ী বাস্তবিকই ক্রূর-স্বভাব-সম্পন্ন; কিন্তু তাহা হইলেও কে কবে আপনার জনকে অবজ্ঞা করে? তোমার পিতামাতা বা ছেলেমেয়েগুলি অবাধ্য বা অশিষ্ট হইলে তাহাদের মায়া তুমি কাটাইতে পার না, কিন্তু তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী একটা অপ্রিয় কার্য্য করিলে বা একটী অপ্রিয় কথা উচ্চারণ করিলে, তোমরা তৎক্ষণাৎ একেবারে মেজাজ উনপঞ্চাশ করিয়া তোল! ইহা কি ন্যায্য কথা? তোমার পিতা

মাতা ও পুত্রকন্যা যেমন তোমার পরম আত্মীয় ও প্রীতির পাত্র, তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীও তোমার নিকট তদ্রূপই—বরং আরও কিছু অধিক। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে, পিতা-মাতাপেক্ষাও শ্বশুর-শ্বাশুড়ী অধিক পূজনীয়, অধিক শ্রদ্ধার পাত্র—কেন না তাঁহারা, আপনাপেক্ষাও যে প্রিয় স্বামী—তাঁহার পিতা মাতা। তাঁহা-দিগকে সম্যক্ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে না পারিলে, স্বামীর প্রতি তোমার যথোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। এমতাবস্থায় সাধ্বী-স্ত্রী-মাত্রেরই শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি ভক্তি রাখা স্বাভাবিক। যাঁহাদের সে ভক্তি নাই, তাঁহারা যেন মনে মনে বিচার করেন যে, তাঁহারা প্রকৃত সাধ্বী নহেন—তাঁহাদের পতিপ্রেম বলিয়া যে একটা পদার্থ রহিয়াছে, সেটা শুধু একটা স্বার্থমুগ্ধ প্রণয়ের অস্থায়ী ভাব মাত্র। স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আবির্ভাব; আবার স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার লয়। নতুবা তাঁহাদের একমাত্র দেবতা পতির ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রকে তাঁহারা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চক্ষে দেখিতে পারেন না কেন ?

যাহা হউক, এসব আত্মীয়তা, অনাত্মীয়তার কথা ছাড়িয়া দিয়া নিজ নিজ স্বার্থের দিক দিয়া দৃষ্টি করিলেও স্ত্রীলোকের শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রয়োজনীয়তার কথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ, অর্থাদি ব্যয় করিয়াই বা কয় জনে

লাভ করিতে পারেন? এরূপ অবস্থায় জগদীশ্বরের এই অযাচিত দান, এই স্নেহমণ্ডিত শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর স্নেহপূর্ণ অভিজ্ঞতার অযাচিত সাহায্য কোন্ বুদ্ধিমতী রমণী পরিত্যাগ করিতে পারে? সুতরাং কর্ত্রী হইবার আশু লোভে মুগ্ধ হইয়া কখনও এই সব দুর্ল্লভ উপকারী ব্যক্তির সাহায্যকে উপেক্ষা করিবে না। যাহাতে সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের আশ্রয়-ছায়ায় বাস করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে। যদি সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রতি ভক্তি রাখ, প্রীতি রাখ, তবে তাঁহারা ক্রূর-প্রকৃতির হইলেও অবশ্যই তোমাদের বশীভূত হইবেন। তাঁহাদের কোনও কথার কখনও কূট অর্থ করিবে না। অন্যায়রূপে তিরস্কার করিলেও, তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে নাই। মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রম হইতে পারে। হয় ত তাঁহারা ভ্রমবশতঃ তিরস্কার করিতেছেন, কিন্তু তোমার মঙ্গল-কামনা তাঁহাদের অন্তরে সর্ব্বদাই আছে।

বৃদ্ধ ও প্রাচীন হইলে লোকের বুদ্ধি বা বিচারশক্তি তেমন প্রখর থাকে না। তখন তাঁহাদের একটু আধটু ত্রুটি ঘটা স্বাভাবিক। তাঁহাদের সেই অক্ষম অবস্থায় যদি তুমি তাঁহাদের ত্রুটি সহ্য না কর, তুমি যদি তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা না কর, তুমি যদি তাঁহাদিগকে ভক্তি-শ্রদ্ধা না কর, তবে কে করিবে? তোমার পুত্র-কন্যার কথা ভাবিয়া দেখ। এত যত্নে, এত দয়ামায়া দিয়া তাহাদিগকে এখন পালন করিতেছ, চিরকালই তাহাদিগকে এই

ভাবে পালন করিতে পারিবে? বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের আর তেমন সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারিবে না বলিয়া কি তাহাদের নিকট তখন তোমার ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির দাবী রাখিবে না? আজ তুমি বধূ, কালে তুমিও শ্বাশুড়ী হইবে। তোমার আদর্শে, তোমার বধূ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। তুমি যদি তোমার শ্বাশুড়ীর প্রতি যোগ্য ব্যবহার না কর—হয় ত তোমার বধূও সেইরূপ শিক্ষা পাইবে।

স্ত্রীলোকের পতি-ভক্তি, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষার ভিতর দিয়াই অনেক সময় ফুটিয়া উঠে। পতি, যুবক ও সক্ষম—সুতরাং তিনি সকল সময় পত্নীর মুখাপেক্ষী নন্, কিন্তু শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রবধূর সম্যক্ সাহায্যপ্রার্থী না হইয়া পারেন না। এরূপ স্থলে সাধ্বী-স্ত্রীর কঠোর পাতিব্রত্য শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবাতেই প্রকাশিত।

পুত্রবধূ সর্ব্বদা শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষা করিবেন, নিজের চেষ্টায় ও পতির চেষ্টায় উভয়তঃ যাহাতে তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিবেন। অনেক পুত্র, পিতা মাতার কথার বাধ্য থাকেন না। পুত্রবধূর কর্ত্তব্য, সেই স্থলে নিজ চেষ্টায় তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেন। কিন্তু এটি আজকাল আমাদের দেশে অতি দুর্ল্লভ সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজ চেষ্টায় সেরূপ করা দূরে

থাক্, আজকাল তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পতি ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে চিরজীবনব্যাপী একটা মনোমালিন্য করাইয়া দেন। যাঁহারা প্রকৃত সাধ্বী হইবার বাসনা রাখেন, তাঁহারা সর্ব্বদা পতি-সহ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিবেন। তাঁহাদের কাজকর্ম্মগুলি দাস-দাসীকে দিয়া না করাইয়া যতটা সম্ভব স্বয়ং করিবেন। তোমাদের হাতের সেবা-শুশ্রূষা পাইলে তাঁহারা যেমন আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেন, দাসদাসীর সেবা-শুশ্রূষায় কথনই তেমন করেন না। বিশেষতঃ দাসদাসীরা তোমাদের মত তাঁহাদের সকল অভাব-অভিযোগ বুঝিতেও পারে না।

যথনই যে কার্য্যটী করিবে, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া করিবে। গৃহকার্য্য করিতে তুমি অধিকতর সক্ষম হইলেও, তাঁহাদের পরামর্শ বা অনুমতি ছাড়া কিছু করিবে না। তাঁহাদের কিছু ভ্রম হইলে, বিনীতভাবে তাহা প্রদর্শন করিতে পার, কিন্তু কথনও তাঁহাদের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিবে না। তাঁহারা জেদ্ করিলে সামান্য ন্যায়-অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াও তাঁহাদের আদেশ পালন করিবে। সর্ব্বদা তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া নিজে উৎসাহিনী হইয়া তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিবে। লজ্জাবশতঃই হউক বা তোমার প্রতি স্নেহবশতঃই হউক, বা যে কোন কারণে হউক, তাঁহারা হয় ত সকল সময় তোমাকে সকল

কার্য্যের ভার দিবেন না। সে স্থলে নিজ বুদ্ধিতে তাঁহাদের ভাবসংগ্রহ করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে চেষ্টিত হইবে। কখনও তাঁহাদের উপর কোনও রকমের প্রাধান্যের ভাব আনিবে না। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী দরিদ্র হইলে, নিজে দু'টাকা খরচ করিতে পারিলেও, তাহা করিবে না। বাপের বাড়ীর অর্থ বধূরা দরিদ্র শ্বশুরালয়ে আসিয়া খরচ-পত্র করিলে অনেক সময় অনেক দরিদ্র শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর মনে কষ্ট বোধ হয়, অনেক সময় তাঁহাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে সব স্থলে বুদ্ধিমতী বধূ পতিকে নিজ অর্থ অর্পণ করিবেন। পতি সেই অর্থে পিতা মাতার বা পরিবারের অভাব মোচন করিবেন।

শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে সেবা-শুশ্রূষা ও আহারাদি না করাইয়া বধূ কখনও নিজে আহার করিবেন না। তাঁহাদের সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া তবে তিনি অন্যান্য কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন।

এইরূপ করিলে অতি বড় কঠোর শ্বশুর-শ্বাশুড়ীও বধূর বাধ্য না হইয়া থাকিতে পারেন না। নব্যা বধূগণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন—আমাদের একান্ত অনুরোধ।

পরিবারের অন্যান্যের প্রতি কর্ত্তব্য

স্বামী ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর পর ভাসুর, দেবর, দেবর-পত্নী, ভাসুর-পত্নী ও ননন্দা প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অতি নিকট পরিজন। তাঁহাদের প্রতিও বধূদিগের গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে—তাঁহাদের প্রতিও উপযুক্ত সম্মান ও আদর-যত্ন দেখান কর্ত্তব্য। যখন বধূ শ্বশুরালয়ে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন ইঁহারা একান্তই অজ্ঞাত ও অপরিচিত থাকেন। তখন বিশেষ সতর্কতার সহিত বালিকাদিগকে তাঁহাদের সুদৃষ্টি ও স্নেহমমতা আকর্ষণ করিতে হয়। পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে একান্ত আত্মীয় করিয়া লইতে পারিলে সংসার নন্দনকানন হইয়া উঠে।

ভাসুর

ভাসুর বধূদিগের বিশেষ ভক্তির পাত্র। শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীগণকে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী অপেক্ষাও ভাসুরের প্রতি অধিক ভক্তিমতী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, যাহারা বৃদ্ধ, তাঁহারা পিতৃস্থানীয়, তাঁহাদের নিকট একটা দোষ করিলেও ক্ষমা পাওয়া যায়, কিন্তু সমশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কোনও কারণে ব্যথিত করিলে, তাহার ফল বড় অমঙ্গলজনক হয়। ভাসুর যদি বুঝিতে পারেন যে, বধূ তাঁহাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে বড় অপমান বোধ হয়—ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বধূদিগকে কন্যাবাৎসল্যে দেখেন বলিয়া সেরূপ স্থলে নিজদিগকে অপমানিত বোধ করিতে চাহেন না। এই জন্যই শ্বশুর-শ্বাশুড়ী অপেক্ষাও ভাসুরদিগের নিকট স্ত্রীলোকের অধিক হিসাব করিয়া চলা উচিত।

ভাসুরের নিকট কখনও সামান্যমাত্র অসদ্ভাব, সামান্যমাত্র নির্লজ্জতা বা চপলতা প্রকাশ করিবে না। সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি গাঢ় ভক্তি দেখাইবে। কখনও তাঁহাকে শুনাইয়া উচ্চৈঃস্বরে

কথা কহিবে না। শ্বশুর-শাশুড়ীকে যেমন পরম যত্নে সেবা-শুশ্রূষা কর, তাঁহাকেও তেমনি করিবে। সর্ব্বদা তাঁহার উপদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিবে।

দেবর

দেবরকে ঠিক আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখিবে। দেবর ও নিজ ভ্রাতায় যদি তফাৎ দেখিলে, তবে তুমি স্বামীকে আপন মনে কর কিরূপে? যেদিন দেখিবে, তোমার ভাই ও তোমার স্বামীর ভাই তোমার নিকট এক হইয়াছে, সেই দিনই বুঝিবে তোমার হৃদয় ও তোমাব স্বামীব হৃদয় প্রকৃতপক্ষে এক। নতুবা চিঠিপত্রে বা মুখের কথায় স্বামীকে অর্দ্ধাঙ্গ বিবেচনা করিলে ফল কি? নিজের ভাইকে যেমন স্নেহের চক্ষে দেখ, দেবরকেও তেমনি স্নেহের চক্ষে দেখিবে, নিজের কনিষ্ঠকে যেমন আদর যত্ন কর—দেবরকেও ঠিক তেমনি আদর যত্ন করিবে।

দেবর-পত্নী, ভাসুর-পত্নী ও ননন্দা প্রভৃতি

ভাসুর-পত্নী ও জ্যেষ্ঠা ননন্দাদিগকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত এবং দেবর-পত্নী ও ছোট ননন্দাদিগকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত দেখা কর্ত্তব্য। কারণ, দেবরের ন্যায় ইঁহারাও স্বামীর নিকটতম আত্মীয়। অনেক সময় ইঁহাদের প্রতি বধূদিগের বিশেষ হিংসা-বিদ্বেষের ভাব দৃষ্ট হয়। হয় ত ইঁহারাই সে সকলের কারণ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তথাপি বধূদিগের এজন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। উঁহারা যতই কেন অসদ্ব্যবহার করুন না, বধূরা যদি সকল সহ্য করিয়াও তাঁহাদিগের সেবা-শুশ্রূষা করেন, তবে দু'দিন পরে নিশ্চয়ই তাঁহারা বশীভূত হন—ইহা স্বভাবের রীতি। সুতরাং তাঁহাদের অসংখ্য দোষ সত্ত্বেও বধূ কখনও তাঁহাদের সহিত বাদ করিবেন না বা কোনও প্রকারে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিবেন না। সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রতি স্নেহময়ী ভগ্নীর মত সদ্ব্যবহার করিবেন।

দাস-দাসী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য

"পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্যের" উল্লেখের পরে, দাস-দাসী, অতিথি-অভ্যাগত ও অন্যান্য দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহার কথাও একটু আধটু বলা উচিত। নিকট-পরিজনকে বাধ্য করা সহজ ; কিন্তু যে পর, যাহার সহিত অতি দূর-সম্পর্ক, তাহার সন্তোষভাজন হওয়া বিশেষ কঠিন কার্য্য। এজন্য তাহাদিগের প্রতি ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। দাসদাসীরা একে পরের সন্তান, তাহাতে আবার নিরক্ষর : এমন অবস্থায় তাহাদিগকে বাধ্য করিতে হইলে, তাহাদের প্রতি বিশেষ ভালবাসা, ও আদর-যত্ন দেখাইতে হইবে। পরিচারকেরা বিশ্বাসী ও বাধ্য না হইলে গৃহস্থালী দুষ্কর হইয়া উঠে—সুতরাং তাহাদের বাধ্যতার জন্য তাহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার প্রয়োজনীয়। তাহাদিগকে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক আহারাদি করাইবে, আদর করিয়া কার্য্যাদি করিবার জন্য আদেশ দিবে। সর্ব্বদা এমন ভাব দেখাইবে, যেন তাহারাও তোমাদের গৃহেরই অংশীদার—তোমাদের পর নহে। এরূপ না করিলে,

তোমার গৃহস্থালীর প্রতি তাহাদের মায়া জন্মিবে না। দোষ দেখিলে যে তাহাদের শাসন করিতে নাই, আমি সে কথা বলিতেছি না, উপযুক্ত শাসন না করিলে দাসদাসীর উপর প্রভুত্ব রাখা যায় না। কিন্তু শাসন এরূপভাবে করিবে, যেন উহা স্নেহ মমতাশূন্য না হয়। নিজের ছেলে মেয়েকে যে ভাবে শাসন কর, সেইরূপ স্নেহ-মমতাপূর্ণভাবে তাহাদিগকে শাসন করিবে। তাহা হইলে, অতি বড় কর্কশ ব্যবহারও তাহাদিগকে অবাধ্য করিতে পারিবে না।

অতিথি-অভ্যাগতের সেবা-শুশ্রূষা ইহলোক ও পরলোক উভয় কালের জন্যই প্রয়োজনীয়। উহা যে স্ত্রীলোকের একটী গুণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; উহা দ্বারা অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত দশজনের কাছে সুনাম অর্জ্জনের পক্ষেও ইহা অত্যাবশ্যক। অতিথি-অভ্যাগতেরা সেবা-শুশ্রূষায় তুষ্ট হইলে দশজনের নিকট তাঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে তাঁহাদের প্রতি সকলেরই স্নেহ ও ভক্তি আকৃষ্ট হয়।

দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়েরা সর্ব্বদা কাহারও নিকটে আসেন না। কালে-ভদ্রে কদাচ তাঁহারা স্বজন-গৃহে বেড়াইতে আসেন। সে সময় তাঁহারা যাঁহার নিকট হইতে যেমনটী ব্যবহার পান, তেমনটী মনোভাব লইয়া গৃহে ফেরেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের

প্রতি ব্যবহার করিতে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত। সেই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার অসদ্ব্যবহার করেন, তবে সেই অল্প সময়ের কার্য্যের জন্য তাঁহাদের বহুদিনব্যাপী এক কলঙ্কের সৃষ্টি হয়। সুতরাং গৃহে কোনও আত্মীয়-স্বজন আসিলে, বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহার মনোরঞ্জন করিবে।

কোন কোন অসহায় ও দুর্ভাগ্য ব্যক্তি দরিদ্রাবস্থায় পড়িয়া য়-স্বজনের গৃহে থাকিতে বাধ্য হয়। তেমন স্থলে অনেক সময়ই তাহাদের ভাগ্যে তুচ্ছতাচ্ছিল্যতা ঘটে। ইহা বড় নিষ্ঠুরতার কার্য্য। নেহাৎ দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়াই তাহারা অপরের শরণ লয়—তোমার গলগ্রহ হইতে যে তাহাদের কত কষ্ট, তাহা তোমরা বুঝিতেও অক্ষম। এমতাবস্থায় তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া কতখানি হৃদয়হীনতার কার্য্য। তেমনভাবে কাহাকেও কষ্ট দেওয়া বিশেষ অধর্ম্মের কাজ। যাঁহারা তেমন কাজ করেন, ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতি বিশেষ বিরূপ হন। সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, ঈশ্বর বিরূপ হইলে, তাঁহাদিগেরও সেই অবস্থা ঘটিতে পারে।

দৈনিক গৃহকার্য্য

স্ত্রীলোকের দায়িত্ব—পুরুষের কর্ত্তব্য বাহিরে, স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য অন্দরে,—এ কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এ কথা হইতে তোমরা সাব্যস্ত করিও না যে, এই ক্ষুদ্র অন্দরটীতে তোমাদের যে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, তাহাও এমনি ক্ষুদ্র। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, এই অন্দরই মানবের একমাত্র শান্তির স্থান। এইখানে শৃঙ্খলা থাকিলে, মানব সমস্ত জগতে নিগৃহীত হইয়াও সুখী; এইখানে শান্তি না থাকিলে, মানব সমস্ত জগতে পূজ্য ও সম্মানিত হইয়াও অসুখী। যাহাতে অন্দরের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পার, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে করিবে।

প্রাতঃকৃত্য—প্রত্যহ সকালবেলা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দেবতার নাম লইবে। পরে স্বামীর চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইবে।

পরিবারের অন্যান্য লোক জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই গৃহপ্রাঙ্গণ ও চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। দাসদাসী থাকিলে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে পার।

রন্ধন—স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য রন্ধন। রন্ধন করিয়া

পতিপুত্র ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর তৃপ্তি সাধন করার তুল্য স্ত্রীজাতির উত্তম কার্য্য আর নাই। আজকাল অনেক গৃহিণী আলস্য ও বিলাসিতাবশতঃ নিজে রন্ধন না করিয়া পাচক-পাচিকার সাহায্য গ্রহণ করেন। যতই বড়লোক হও, একেবারে অশক্ত না হইলে সেরূপ করিবে না। তোমার প্রস্তুত আহার্য্য ভোজন করিয়া তোমার পরিজন যেমন তৃপ্তি ও পরিতোষ অনুভব করিবেন, পাচক-পাচিকার অন্ন খাইয়া কখনই তেমন করিবেন না। এ কথাটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও।

যাহাতে ঠিক সময়ে উত্তমরূপে আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া সকলকে ভোজন করাইতে পার, প্রত্যহ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। থালা, ঘটী, বাটী সর্ব্বদা মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। অপরিষ্কার থালাতে অতি উত্তম আহার্য্য থাকিলেও খাইয়া তৃপ্তি বোধ করা যায় না।

কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা কেবল উত্তম উত্তম দ্রব্যসামগ্রী জুটিলেই ভাল রাঁধিতে পারেন, নতুবা পাকের প্রতি বড় একটা মনোযোগ করেন না। কালিয়া কোর্ম্মা কেহ সর্ব্বদা খায় না। সর্ব্বদা যাহা খায়, সেই ডাল, ডালনা ও ঝোল চর্চ্চড়ীই সর্ব্বদা উত্তমরূপে রন্ধন করিতে শিক্ষা করা উচিত। ভাল সামগ্রী থাকিলে সকলেই ভাল জিনিষ তৈয়ার করিতে পারে। সামান্য দ্রব্য দ্বারা যদি তৃপ্তি সাধন করাইতে পার, তবেই তোমার কৃতিত্ব।

তাম্বুল-সজ্জা—তাম্বুল-সজ্জা সকলে ভালরূপ করিতে পারে না। তাহাতে অনেক পুরুষ বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন। একটু মনোযোগ-পূর্ব্বক একদিন একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলারক্ষা—সর্ব্বদা গৃহসামগ্রীগুলি সুশৃঙ্খলে রক্ষা করিবে। ধোপাকে অর্থ না দিয়া নিজে গৃহের বস্ত্রাদি যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করিয়া লইবে। পুরুষেরা সকল বিষয় বার বার মনে করিয়া তোমাদিগকে উপদেশ দিতে পারেন না। তোমরা নিজেরাই অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে, কোন্ কাপড়খানি ময়লা হইয়াছে, কোন্‌টি পরিষ্কার করা দরকার। কোন্ কাপড়টী একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছে, একটু সেলাই করা আবশ্যক। তোমাদের এ সামান্য সাহায্যে পুরুষদের অত্যন্ত তৃপ্তি সাধন হয়। একটী সামান্য সাবান ও দু'পয়সার সূতা হইলেই তোমরা এইটুকু করিতে পার!

লেখাপড়া ও শিল্পচর্চ্চা—রন্ধনান্তে ও অন্যান্য গৃহকার্য্যের পর যখন সময় পাইবে, লেখাপড়া ও শিল্পের চর্চ্চা করিবে। দৈনিক অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সামান্য হইলেও, সেগুলি আগে সম্পন্ন করিয়া, অবসরকালে শিল্প প্রভৃতি বিদ্যায় মনোযোগ করিবে। আজকাল অনেককেই শুধু কার্পেট বুনিতে, লেস্ তৈরি করিতে ও পাতা কাটিতে দেখা যায়। কিন্তু বালিশের খোল, ওয়াড়,



ছেঁড়া জামা, ধুতি প্রভৃতি সেলাই করিবার সামান্য সামান্য অথচ অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যে তাঁহারা অবহেলা করেন। ইহা অতি পরিতাপের বিষয়।

দৈনিক হিসাব রক্ষা—দিনান্তে গৃহকার্য্য সমস্ত নিষ্পন্ন করিয়া যখন শয্যাগ্রহণ করিতে যাইবে, তখন একবার দৈনিক আয়ব্যয় হিসাব করিয়া দেখিবে। সংসারের খরচপত্রের হিসাব রাখা পুরুষদের পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যেক খরচের হিসাব নিকাশ লওয়া বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হয়। গৃহিণীরা সকল আয়ব্যয় দেখেন, তাঁহাদের এ বিষয়ের হিসাব রাখা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য। বাজার হিসাব, ধোপার হিসাব, দুধের হিসাব, চাকর চাকরাণীর উপস্থিতি ও মাসহরা প্রভৃতির হিসাব সকলই তাঁহারা শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

পরিবারের সেবা-শুশ্রূষা—পরিবারে কাহারও অসুখ বিসুখ হইলে বা অতিথি-অভ্যাগত বাটীতে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করা ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখা স্ত্রীলোকের কাজ। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখন পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

ব্রত-উপবাসাদি—হিন্দুপরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে ব্রত ও উপবাসাদি পালন করিতে হয়। এতদ্দ্বারা মন পবিত্র হয়,

দেহ নীরোগ থাকে ও চিত্তের স্থৈর্য্য জন্মে। সর্ব্বদা শুদ্ধ শান্ত গুরুজনের ও পুরোহিতের উপদেশ লইয়া ব্রতোপবাসাদি করিবে।

পাঠ্যপুস্তক—অবসরকালে সদ্‌গ্রন্থ পড়িবে। কদর্য্য বই পড়িলে তাহাতে উপকার অপেক্ষা অনেক বেশী অপকার হয়। পৌরাণিক কাহিনীগুলি পাঠ করা স্ত্রীজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক। আধুনিক পুস্তকাদির মধ্যেও অনেকগুলি স্ত্রীজাতির মঙ্গলজনক উপদেশপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থ আছে। অভিভাবকের নিকট উপদেশ লইয়া সেই সব গ্রন্থ পড়িবে।

হস্তাক্ষর—হাতের লেখাগুলি সুন্দর করিতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে পরিবারের অনেক উপকার হয়।

মিতব্যয়—সর্ব্বদা মিতব্যয়ী হইবে। আয় অল্প হইলে, সেই অল্প আয়ে এমনভাবে সংসার চালাইবে, যেন তোমার দরিদ্র স্বামী—দারিদ্র্যের পীড়ন এতটুকুও উপলব্ধি করিতে না পারেন।

পৌরাণিক নীতি-কথা

লক্ষ্মী-রুক্মিণী-সংবাদ

একদিন রুক্মিণী-দেবী লক্ষ্মীর সহিত স্বর্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। লক্ষ্মী তাঁহাকে অনেক সমাদর করিয়া পার্শ্বে বসাইলেন ও নানারূপ কথোপকথনে সম্বর্দ্ধিতা করিতে লাগিলেন।

অনেক কথাবার্ত্তার পরে রুক্মিণী-দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগ্নি, তুমি কোন্ কোন্ স্ত্রীলোকের নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাক? কাহারা তোমার প্রিয় রমণী, এবং কিরূপেই বা তাহারা তোমার নিত্য প্রিয় হইতে পারে?"

রুক্মিণীর প্রশ্ন শুনিয়া লক্ষ্মী একটু হাসিলেন। তার পর অতি মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, "ভগ্নি, তবে শ্রবণ কর—

"যে রমণীগণ পতির প্রতি সর্ব্বদা অনুরক্তা, তাহারাই আমার সর্ব্বপ্রধান প্রিয়পাত্র, তাহাদিগকে আমি মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্যাগ করি না। তাহাদের সংসর্গ আমার স্পৃহনীয়। আমি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই অবস্থান করিয়া থাকি। সকল গুণে গুণান্বিতা হইয়াও যদি কোন রমণী পতি-অনুরক্তা না হয়, তবে আমি তাহার সংসর্গ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করি।

"যে রমণীগণ ক্ষমাশীলা, অর্থাৎ কেহ কোনও অপরাধ করিলেও তাহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত, আমি তাহাদিগের গৃহে বাস করি।

"সত্যবাদিনী রমণী আমার বিশেষ প্রিয়। সরলতা না থাকিলে কেহ আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। যাহারা সর্ব্বদা কুটিল-প্রকৃতি, ছলনা চাতুরী করিয়া সর্ব্বদা অন্যকে প্রতারিত করে, মিথ্যা কথা কয়, তাহারা আমার ঘৃণ্য। আমি তাহাদিগকে দর্শনও দিই না।

"যে রমণীগণ পবিত্র, শুচিসম্পন্ন, সর্ব্বদা দেবদ্বিজে ভক্তিমতী, ব্রতপরায়ণা, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের সেবা শুশ্রূষা করে, তাহারা আমাকে ত্বরায় লাভ করে।

"যাহারা জিতেন্দ্রিয়, পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখ দর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হয়, তাহাদিগের গৃহে আমি অচলা।"

এই পর্য্যন্ত কহিয়া লক্ষ্মী আবার কহিলেন, "ভগ্নি, এই আমি তোমার নিকট আমার প্রিয়পাত্রীদের কথা বর্ণনা করিলাম। এখন কাহারা আমার অপ্রিয় ও ঘৃণার পাত্রী, সে কথা শ্রবণ কর।—

"যাহারা সতত স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করে, তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দেয়, তাঁহাদের প্রতি রূঢ় বাক্য বর্ষণ করে, তাহাদিগকে আমি প্রাণের সহিত ঘৃণা করি। আমি কদাপি তাহাদের মুখ দর্শন করি না।

"যাহারা স্বামি-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অপরের গৃহে থাকিতে উৎসুক, স্বামী হইতেও যাহাদের নিকট অপর ব্যক্তি প্রিয়, তাহারা নরকের কীট। আমি কিছুতেই তাহাদের নিকট অবস্থান করিতে পারি না।

"যাহারা লজ্জাহীনা, কলহপ্রিয়া, মুখরা, যার তার সহিত বাক্যালাপ করে, যার তার সহিত কলহ করে, যাহারা বিরক্ত-চিত্ত, কারণে অকারণে বিরক্ত হয়, দয়ামায়া-শূন্য, তাহাদিগকে আমি পরিত্যাগ করি।

"যাহারা অশুচি, নিদ্রাপরায়ণ, আলস্যপ্রিয় ও উচ্ছৃঙ্খল, কার্য্য করিবার সময় যাহাদের পরিণামের দিকে দৃষ্টি থাকে না ও শৃঙ্খলা থাকে না, যাহারা গৃহসামগ্রী সকল ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, তাহারা আমাকে কখনও প্রাপ্ত হয় না।"

সুমনা-শাণ্ডিলী-সংবাদ

শাণ্ডিলী নাম্নী কোনও রমণী বিশেষ তপশ্চর্য্যা বা ব্রতাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

তাহা দেখিয়া সুমনা নাম্নী দেববালা আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দেবি, কিরূপ সুকর্ম্মের ফলে আপনি এই লোক লাভ করিয়াছেন ?"

শাণ্ডিলী উত্তর করিয়াছিলেন,—

"দেবি, আমি শিরোমুণ্ডন, জটাধারণ, গেরুয়া বস্ত্র বা বল্কল পরিধান বা কোনও প্রকার তপশ্চর্য্যা দ্বারা এই লোক লাভ করি নাই। আমি শুধু স্বামিসেবার বলেই স্বর্গে আগমন করিয়াছি। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে স্বামিসেবা করে, সে অন্য কোন প্রকার সদনুষ্ঠান না করিলেও স্বর্গে স্থান পায়। ধরাতলে কিরূপে আমি স্বামিকে প্রীত করিয়াছি, শ্রবণ করুন—

"আমি কখনও স্বামীর প্রতি অহিতকর বা কটু বাক্য প্রয়োগ করি নাই।

"আমার পতি বিদেশ গমন করিলে আমি সর্ব্বদা সংযত চিত্তে, শুদ্ধ মনে শুধু তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়াই সময় কাটাইয়াছি।

কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ বা বিলাসিতায় মগ্ন হই নাই। কেশবিন্যাস বা নানারূপ গন্ধদ্রব্যাদিতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কখনও চেষ্টিত হই নাই।

"আমি কখনও বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতাম না, বা কোনও ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথন করিতাম না।

"কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য, কোনওরূপ নিন্দিত বা অমঙ্গল-জনক কাজ করিতে কখনও আমার ইচ্ছা হয় নাই।

"সর্ব্বদা সংযত ও একনিষ্ঠ হইয়া আমি দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়াছি, ব্রতোপবাসাদি করিয়াছি এবং শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছি।

"স্বামী বিদেশ হইতে গৃহে আগমন করিলে, আমি একান্ত ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতাম।

"স্বামীর অরুচিকর খাদ্য আমি কখনও ভোজন করি নাই।

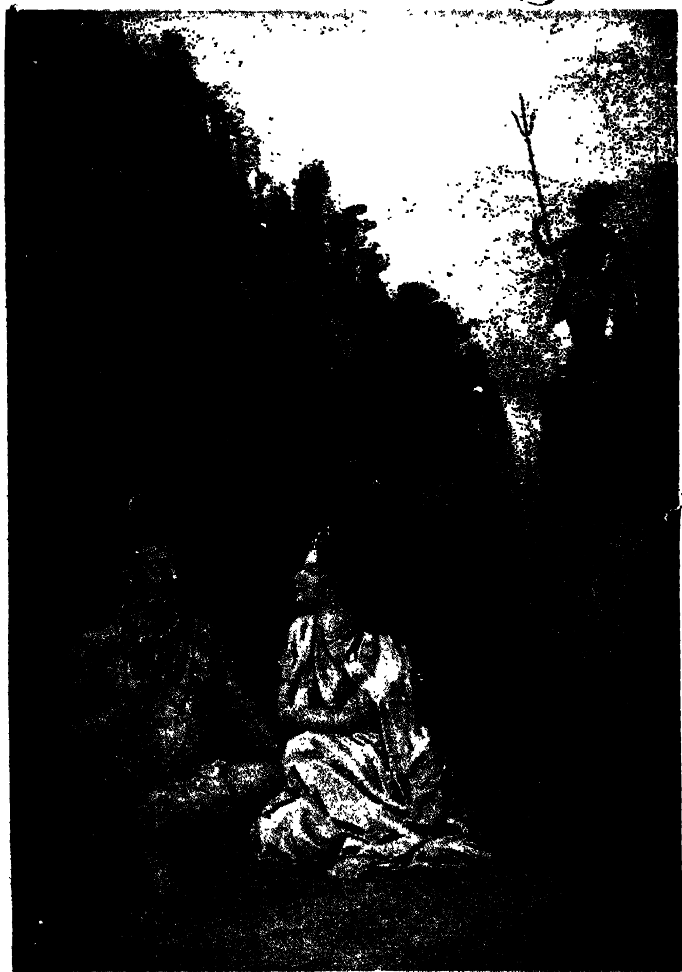
"তিনি যতক্ষণ না নিদ্রা যাইতেন, ততক্ষণ আমি বিশেষ কার্য্য থাকিলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম না।

"প্রতিজ্ঞা অপালনের জন্য নানারূপ কটু কথা কহিয়া কখনও আমি তাঁহাকে বিরক্ত করিতাম না।

"গুপ্ত বিষয় কদাপি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতাম না। যাহারা পতির এবং গৃহের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিত, তাহাদিগের সংসর্গ আমি পরিত্যাগ করিতাম।"

"পুত্র-কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গের নিমিত্ত দৈনিক যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক, তাহা আমি প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া নিজ হস্তে বা দাস-দাসীর দ্বারা পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিতাম।

"সর্ব্বদা গৃহ ও গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার করিয়া রাখিতাম।"



হর-পাৰ্ব্বতী

পার্ব্বতীর স্ত্রীধর্ম্ম-বর্ণন

একদা দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীর নিকটে স্ত্রীধর্ম্মের বর্ণনা শ্রবণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

তাহাতে পার্ব্বতীদেবী এই উত্তর করিয়াছিলেন—"প্রভু, আমি স্ত্রীধর্ম্ম যতদূর জানি, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

"পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের সম্মতি লইয়া উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহিতা হওয়া স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম।

"পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। ইহাই তাহাদের তপস্যা, ইহাই তাহাদের স্বর্গ। স্বামিসেবা ভিন্ন তাহাদের অন্য ধর্ম্ম, অন্য ব্রত নাই।

"পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরমা গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির ভালবাসা, পতির আদর স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যে স্ত্রী ইহা না বুঝে, তাহার ন্যায় অধমা আর নাই।

"হে নাথ, স্বামী যদি অপ্রসন্ন থাকেন, তবে সাধ্বী নারীদের স্বর্গলাভেও সুখ নাই। স্বামীর আদর ফেলিয়া তাহারা স্বর্গলাভও কামনা করে না।

"পতি দরিদ্র হউন, ব্যাধিগ্রস্ত হউন, জরাজীর্ণ হউন, কুৎসিত হউন, এমন কি, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইলেও, তিনি স্ত্রীলোকের নিকট দেবতা। তিনি যাহা আদেশ করিবেন, প্রত্যেক স্ত্রীরই তাহা প্রসন্ন মনে, অকুণ্ঠিত চিত্তে করা উচিত।

"হে দেবাদিদেব, যে স্ত্রী সচ্চরিত্রা ও প্রিয়দর্শনা হয়, সে কখনও স্বামীকে অপ্রিয় কথা কহে না, সর্ব্বদা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করে, তাঁহার মুখ দেখিয়া স্বর্গ-সুখ উপভোগ করে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। যে সর্ব্বদা স্ত্রীধর্ম্ম জানিতে ও পালন করিতে উৎসাহিনী, যে পতির ব্রতে অনুরক্তা, পতির ধর্ম্মেই নিবিষ্টা, পতিই যাহার দেবতা, পতিই যাহার সর্ব্বস্ব, পতির চিন্তাই যাহার সংসারে একমাত্র চিন্তা, সেই প্রকৃত সতী, সেই ধন্যা। আমি তাহার মধ্যেই বাস করিয়া থাকি।

"হে নাথ! যে স্ত্রী স্বামীর সেবা করিতে ও স্বামীর বশীভূত হইয়া থাকিতেই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ অনুভব করে, স্বামী দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা ক্রোধ প্রকাশ করিলেও যে ক্রোধান্বিত না হইয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদনে যত্নবতী হয়, যে পরপুরুষের মুখদর্শনও করে না, স্বামী দরিদ্র, রুগ্ন, গলিতদেহ বা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও যে তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে সেবা ও শ্রদ্ধা করে, যে কার্য্যদক্ষা, পুত্রবতী ও সর্ব্বদা পতিপরায়ণা, যে বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য্য, সুখ বা বিলাসিতায় যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতিই যত্ন করে, যে প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহস্থালীর কার্য্য, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া নানারূপ ব্রতাদি ও অতিথিসৎকার করে, যে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষসাধন করে, ও দরিদ্র এবং কৃপাপাত্র-দিগকে দয়া করে, সেই স্বর্গলাভে সমর্থা হয়।"

দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ

একদিন কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা পাণ্ডব-শিবিরে দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। দ্রৌপদী বড়ই পতি-সোহাগিনী—পাণ্ডবেরা কোনও কারণে কখনও তাঁহার অনাদর করেন না—সর্ব্বদা তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া চলেন, দেখিয়া সত্যভামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! তুমি কি যাদুবলে পাণ্ডবদিগকে এতাধিক বাধ্য করিয়াছ, বল শুনি। তুমি কোনও মন্ত্র জান? অথবা ব্রতাচার বা যজ্ঞাদির প্রভাবে এইরূপ পতিসোহাগিনী হইয়াছ? কিংবা তোমার কোনও ঔষধ জানা আছে, যদ্দ্বারা পতি পত্নীর প্রতি এতাধিক আকর্ষিত হইতে পারে? ভগ্নি, তোমার এতাধিক আদর, যত্ন ও প্রভাব জানিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে, নিশ্চয়ই তুমি এমন কোন একটা অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছ; কারণ এতাধিক পতিপ্রিয়া হইতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না। বোধ হয়, অঞ্জনাদি দিব্য বেশভূষা দ্বারাই তুমি তাঁহাদিগের মন হরণ করিয়া থাকিবে।"

দ্রৌপদী সত্যভামার কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। কহিলেন, "সখি, তুমি এ কি অদ্ভুত কথা কহিলে? মন্ত্র, যাদু বা ঔষধাদি নীচ-প্রকৃতি স্ত্রীলোকদিগেরই স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র।

সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা কখনও তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে না। বরং তাহাদিগকে সাতিশয় ঘৃণা করে। তোমার মুখে এমন কথা শুনিব, তাহা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। ভগ্নি, মন্ত্রাদির দ্বারা স্বামী বশীভূত হয়েন না। পরন্তু যদি স্বামী জানিতে পারেন যে, তাঁহার স্ত্রী এই সব কুৎসিত উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করিতে চাহে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে সর্পের ন্যায় জ্ঞান করিয়া দূরে দূরে রাখেন। কারণ এই সব উপায়ে প্রায়ই হতভাগ্য স্বামীদিগের জীবন-সংশয় হইয়া থাকে। অনভিজ্ঞ রমণীগণ প্রায়ই এই উপায়ে স্বামীর জীবন-নাশের কারণ হইয়া থাকে। অনেক পাপ-পরায়ণা কামিনীগণ স্বামীদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ঔষধ-প্রয়োগ করায় তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা কুষ্ঠগ্রস্ত, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ, কেহ বা বধির হইয়া রহিয়াছেন। অতএব ভগ্নি, এই সব উপায়ে কখনও রমণীগণের মঙ্গল হয় না; বরং হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে।

"সখি, স্বামীর মনোহরণ ও মনোরঞ্জন করিতে হইলে, একমাত্র স্বামি-সেবা ও স্বামি-ভক্তিই স্ত্রীলোকের অবলম্বনীয়। আমি কি উপায়ে পাণ্ডবগণের প্রীতিলাভ করিয়াছি, শ্রবণ কর।

"ভগ্নি, আমি সর্ব্বদা একনিষ্ঠভাবে পাণ্ডবগণের এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদেরও সেবা-শুশ্রূষা করি। আমি পতিগণের উপর কদাচ অভিমান করি না, দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা

বা অবাধ্য হওয়া দূরে থাক্‌, আমি কদাচ সেই দেবতা সকলের সামান্য ইঙ্গিতটুকুও অবহেলা করি না। তাঁহাদিগকে না দেখিলে এক মুহূর্ত্তও আমি সুখ-শান্তি পাই না। তাঁহারা কখনও চলিয়া গেলে, আমি সকলরূপ ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনায় ব্রত, তপস্যাদি করি এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকি। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে, তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করি ও প্রাণপণে সেবা করি।

"হে ভদ্রে, আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম। পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি। সেজন্য তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করা স্ত্রীলোকের কখনই কর্ত্তব্য নহে। পতির ন্যায় স্ত্রীলোকের দেবতা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। দেখ, পতিই তাহাদের সকল সুখের মূল। তাঁহার প্রসাদেই তাহাদের সন্তান, বিষয়-বৈভব, উত্তম শয্যা, বিচিত্র আসন, বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য, এমন কি পুণ্য, কীর্ত্তি ও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। এমন স্বামীকে কখনও কোনও কারণে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। আমি কখনও তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া শয়ন, উপবেশন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না। তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া পরম সুন্দর কোনও পর-পুরুষের, এমন কি গন্ধর্ব্ব, কিন্নর বা দেবতাদিগেরও কখনও মুখ দর্শন করি না। তাঁহারা স্নান, ভোজন না করিলে কদাপি আহার করি

না। তাঁহারা যে দ্রব্য পান, সেবন, ভোজন বা ব্যবহার করেন না, আমিও বিষবোধে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি। তাঁহাদিগের উপদেশ আমি ইঙ্গিতেই গ্রহণ করিয়া কার্য্য করি।

"আমি সর্ব্বদা শুদ্ধ শান্তরূপে অবস্থান করি।

"শ্বশ্রূর উপদেশ বা সেবা-শুশ্রূষায় কখনও অবহেলা করি না।

"সর্ব্বদা ব্রত, পূজা ও অন্যান্য মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করি।

"আমি সর্ব্বদা শ্বশ্রূকে উত্তম অন্ন, পান ও বস্ত্রাদির দ্বারা সেবা করিয়া থাকি। উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন-ভূষণে আকাঙ্ক্ষা করি না। প্রাণান্তেও তাঁহার নিন্দা করি না।

"সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টায় অতিথি-অভ্যাগত ও ব্রাহ্মণদিগের সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।

"ভগ্নি, আমি সর্ব্বদা পাণ্ডবের আয়ব্যয়ের হিসাব নিজে পর্য্যবেক্ষণ করি, প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহপরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন করি, যথাসময়ে পাক, ভোজন প্রদান ও শস্যাদি রক্ষা করি।

"দুষ্টা স্ত্রীলোকের সহিত কদাপি বাক্যালাপ করি না।

"সর্ব্বদা আলস্যশূন্য ও কর্ম্মানুরক্ত হইয়া কাল যাপন করি। অতিহাস্য ও অতিক্রোধ বর্জ্জন করি। যার তার সঙ্গে হাস্য পরিহাস বা বাক্যালাপ করি না। যেখানে সেখানে অবস্থান করি না।

সমর্থ হইয়াছি, মন্ত্রাদি প্রয়োগন্ন।

"সখি, তুমি কখনও এই সব ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করার ভাব মনেও স্থান দিও না। যদি পতিকে চিরবাধ্য করিতে চাও, তবে কিরূপে সফলকাম হইবে, বলিতেছি, শোন।

"তুমি পতির প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশ করিয়া উত্তম বেশভূষা, পান, ভোজন ও গন্ধমাল্যে তাঁহার আরাধনা ও সেবা করিবে। গৃহদ্বারে স্বামীর স্বর শ্রবণ করিবামাত্র, উঠিয়া তাঁহাকে পরম ভক্তি-সহকারে অভ্যর্থনা করিবে।

"তিনি কোন কার্য্যের জন্য দাসদাসী নিয়োগ করিলে যথাসাধ্য নিজে উঠিয়া সেই কার্য্য করিবে, দাসদাসীকে শক্তি থাকিতে করিতে দিবে না।

"যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, তাঁহাদিগকেও যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা করিবে।

"পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

"স্বামী তোমার একমাত্র প্রভু, অর্দ্ধাঙ্গভাগী, সর্ব্বদাই এই

...সতা করে

। পাতকে যদি তুমি তোমা

চেষ্টায় ধার্ম্মিক, গুণবান না করিতে পারিলে, তবে তুমি সহধর্ম্মিণী হইলে কিরূপে?

"ভগ্নি, এই সব উপায় অবলম্বন করিলে, অবশ্যই স্বামী তোমাকে একনিষ্ঠভাবে ভালবাসিবেন, তোমারও অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে স্থাপিত হইবে।"

দ্রৌপদী এই কথা কহিলে, সত্যভামা পরম হৃষ্টা হইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—

"সখি, তোমার এই উপদেশগুলি রমণীগণ পালন করিলে ভবিষ্যতে রমণীসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রার্থনা করি, তোমার এই উপদেশগুলি ঘরে ঘরে প্রতি রমণীর চির-জাগরূক থাকুক।"

